সূচিপত্র

■ **যশোর শিক্ষা বোর্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও কার্যবিবরণী**

■ মুজিববর্ষের উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহের সহায়তাকারী ভিত্তি প্রকল্পসমূহ

১. কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ
২. ওয়েবসাইট হোস্টিং ও ডোমেইন নেম রেজিস্ট্রেশন
৩. ওয়েব পোর্টাল ডেভেলাপমেন্ট
৪. ই-সার্ভিস সেন্টার
৫. লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
৬. অনলাইন রেজিস্ট্রেশন
৭. স্টুডেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
৮. অনলাইন ডেইলি স্টুডেন্ট অ্যাটেনডেন্স
৯. অনলাইন টিচার প্রোফাইল
১০. অনলাইন পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক নিয়োগ

১১. ই-অফিস ম্যানেজমেন্ট (ই-ফাইলিং)
১২. অনলাইন সেন্টার ইনফরমেশন কালেকশন সিস্টেম
১৩. অনলাইন পেমেন্ট
১৫. পরীক্ষার অনলাইন প্রবেশপত্র
১৬. মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে পরীক্ষক এবং প্রধান পরীক্ষকগণের বিল প্রদান
১৭. ফলাফল আর্কাইভ
১৮. মোবাইলে পরীক্ষার ফল ও বৃত্তির ফল প্রেরণ
১৯. অনলাইন প্রশ্নব্যাংক
২০. একাদশ ভর্তি কার্যক্রমে বাদপড়াদের অনলাইনে ভর্তি
২১. স্কুল-কলেজের কমিটি অনুমোদন ও এর চিঠি অটোজেনারেট
২২. স্বীকৃতি নবায়ন ও এর চিঠি অটোজেনারেট
২৩. দুটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ই-টিসি
২৪. অনলাইন অ্যাকাউন্টস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

■ মুজিববর্ষে **বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ**

১. অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কার্ড সংশোধন (অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি)
২. অনলাইন ভর্তি বাতিল (ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি)
৩. অনলাইন বিল পেমেন্ট ফর সেটার অ্যান্ড মডারেটর

৪. **অনলাইন ক্লাসরুম (ভিডিও ক্লাস আপলোড)**

৫. অনলাইনে নাম ও বয়স সংশোধন আবেদন গ্রহণ, ই-ফাইলে নিষ্পত্তি ও সনদের পিডিএফ কপি প্রেরণ

৬. অনলাইন ডকুমেন্ট উত্তোলন

৭. অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কার্ড বিতরণ (অষ্টম শ্রেণি)

৮. অনলাইনে এসএসসি ২০২১ এর ফরম ফিলআপ (ঘরে বসে লিংকের মাধ্যমে)

৯. অনলাইন তদন্ত (নাম ও বয়স সংশোধন-সংক্রান্ত)

১০.অনলাইনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কমিটি গঠন, অভিভাবক ও শিক্ষক প্রতিনিধি মনোনয়ন

■ মুজিববর্ষে **বাস্তবায়নাধীন উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ**

১. পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুতের লক্ষ্যে পরীক্ষা কেন্দ্র হতে ওএমআর শিট স্ক্যান করে অনলাইনে ইমেজ সংগ্রহ ও ডাটা এক্সট্রাকটিং এবং নতুন রেজাল্ট প্রসেসিং সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট

২. বোর্ডের প্যানেলে শিক্ষার্থীদের বায়োমেট্রিক অ্যাটেনডেন্স সিস্টেম

৩. নতুন/পুরাতন ডকুমেন্ট অনলাইন আর্কাইভ করা

৪. পরীক্ষা কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা সিস্টেম

৫. অনলাইন স্টুডেন্ট প্রোফাইল তৈরি

৬. অনলাইন স্টুডেন্ট ডিবেট

৭. এমপ্লয়ি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

■ **ভবিষ্যত পরিকল্পনার উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ**

১. বোর্ডের পরীক্ষা পদ্ধতি অনলাইন পদ্ধতিতে চালু করা

২. বোর্ড পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন অনলাইন পদ্ধতিতে চালু করা

যশোর শিক্ষা বোর্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও কার্যবিবরণী

১৯৬১ সালের তদানিন্তন 'ইস্ট পাকিস্তান ইন্টারমিডিয়েট এন্ড সেকেন্ডারি এডুকেশন অর্ডিন্যান্স নং – XXXIII'' এবং পরবর্তীকালে ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ তারিখে ৭২৬-শি নং সরকারি আদেশে ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপিত হয়। তখন এর নামকরণ করা হয়েছিল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, খুলনা বিভাগ, যশোর। ১৯৬৫ সালে এ বোর্ডের নামকরণ করা হয় "মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর" এবং একটি আকর্ষণীয় মনোগ্রাম সংযোজন করা হয়। যেখানে রয়েছে যশোরের ঐতিহ্য খেজুর গাছ ও বাগেরহাটের ষাটগুম্বজ মসজিদের ছবি ও আরবি হরফে লেখা পবিত্র আল-কোরআনের বাণী—যার অর্থ "পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন", আর বাংলায় লেখা রয়েছে বোর্ডের নাম। এখানে উল্লেখ্য যে, বোর্ডের মনোগ্রাম বাংলা এবং ইংরেজি দুধরনের ফন্টে রয়েছে। যদিও ২০২০ সালে মনোগ্রামের পবিত্র আল-কোরআনের বাণী অক্ষত রেখে আরও দৃষ্টিনন্দন করতে এর আরবি ফন্টের পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে এবং ফোর-ডি রং-এর ছটায় মনোগ্রামকে আধুনিকতার ছোঁয়ায় নান্দনিক রূপ দেওয়া হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা সম্প্রসারণ, শিক্ষার মানোন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ, স্কুল-কলেজের স্বীকৃতি নবায়ন, নির্ধারিত সময়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণ, ফল প্রকাশ এবং উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের অ্যাকাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান বোর্ডের মুখ্য উদ্দেশ্য।
যশোর শিক্ষা বোর্ড স্থাপিত হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে বোর্ডের নিজস্ব কোনো ভবন না থাকায় তৎকালীন যশোর জুনিয়র টিচার্স ট্রেনিং কলেজের হোস্টেল ভবনে বোর্ডের কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীকালে যশোর উপশহরে ৮.২০ একর জমির উপর অফিস ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হলে ১৯৬৮ সালে নতুন ভবনে বোর্ডের অফিস স্থানান্তরিত হয়।

৭ অক্টোবর ১৯৬৩ হতে যশোর শিক্ষা বোর্ডের প্রশাসনিক কার্যক্রমের যাত্রা শুরু। বোর্ডের প্রতিষ্ঠাকালীন চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদান করেন ড. আব্দুল হক। তিনি ৯ অক্টোবর ১৯৬৩ সালে চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদান করলে বোর্ডের সার্বিক কার্যক্রম শুরু হয়।
তৎকালীন খুলনা বিভাগের ৪টি জেলা—যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া ও বরিশাল জেলার সর্বমোট ৫০৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ২০টি কলেজ নিয়ে যশোর বোর্ডের কার্যক্রম শুরু হয়।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে যশোর শিক্ষা বোর্ডের যথেষ্ট অবদান আছে। এ বোর্ডের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তা কর্মচারী মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। এ বোর্ডের একটি জিপ-গাড়ি মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি কর্নেল এমএজি ওসমানী ব্যবহার করতেন। গাড়িটি সরকারের ইচ্ছায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে হস্তান্তর করা হয়েছে।

১৯৯৯ সালে বরিশাল বোর্ড স্থাপিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ বোর্ডের আওতায় ছিল খুলনা বিভাগের ১০টি জেলা **খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর** এবং **বরিশাল বিভাগের ৬টি জেলা বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনাসহ মোট ১৬টি জেলা। ২০০১ সাল হতে বরিশাল বোর্ড তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পরিচালনা করায় বর্তমানে যশোর শিক্ষা বোর্ডের আওতায় রয়েছে খুলনা বিভাগের ১০টি জেলা। উল্লেখ্য, বর্তমানে যশোর শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন স্কুল ও কলেজের সংখ্যা যথাক্রমে** ২৭৮০ **ও** ৫৮২।

বর্তমানে এ বোর্ডে রয়েছে একটি সুরম্য ত্রিতল প্রশাসনিক ভবন-১, ২০২০ সালে মুজিব শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোল্লা আমীর হোসেন-**এর নেতৃত্বে প্রশাসনিক ভবন-১ এর নামকরণ করা হয়েছে বঙ্গমাতা** বেগম **ফজিলাতুন নেছা মুজিব ভবন, যেখানে রয়েছে চেয়ারম্যান, সচিব ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, কম্পিউটার কেন্দ্র, অ্যাকাডেমিক শাখা, ডকুমেন্ট শাখা, হিসাব ও নিরীক্ষা শাখা, মূল্যায়ন শাখা, কেন্দ্রিয় স্টোর, মুজিব কর্নার, ড. এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া লাইব্রেরি, সজীব ওয়াজেদ জয় আইসিটি ল্যাব, ই-সার্ভিস সেন্টার, দ্বিতল পাঞ্জেগানা মসজিদ, কনফারেন্স রুম ও হল রুম আর ৭ম তলাবিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন-২ এর নামকরণ করা হয়েছে শেখ রাসেল ভবন, যেখানে রয়েছে কলেজ শাখা, বিদ্যালয় শাখা, ক্রীড়া বিভাগ,** আনসার ক্যাম্প, **সোনালী ব্যাংক-বিআইএসই শাখা ও একটি ডাকঘর। মুজিব শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মরণে বোর্ডের সম্মুখভাগে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের পাশে স্থাপন করা হয়েছে জয়বাংলা উদ্যান। আরও রয়েছে একটি দ্বিতল রেস্ট হাউজ, চেয়ারম্যান বাংলোসহ কর্মকর্তাদের ৪টি বাসভবন, শিক্ষা বোর্ড শপিং কমপ্লেক্স (খাজুরা বাসস্ট্যান্ড** সংলগ্ন), **ইলেকট্রিশিয়ান ও ড্রাইভারদের বসবাসের জন্য পৃথক ভবন, গাড়ির গ্যারেজ ও ড্রাইভারদের জন্য পৃথক রেস্ট রুম, একটি খেলার মাঠ, ৩১৫ কেবি বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন** ও দুটি **পুকুর।**

এছাড়া নতুন উপশহরে বোর্ডের নিজস্ব আরও ২.০০ একর জমির উপর ০১ জুলাই **২০০৭ সালে স্থাপন করা হয়েছে যশোর শিক্ষা বোর্ড মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, যেটি** ১৮ সেপ্টেম্বর **২০১৭ সালে জাতীয়করণ করা হয়। বর্তমানে এটি যশোর শিক্ষা বোর্ড সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ নামে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।**

বোর্ডের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য রয়েছে প্রেষণে নিয়োজিত দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তাবৃন্দ, বোর্ডের নিজস্ব কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ যারা এ বোর্ডের সুনাম ও শ্রীবৃদ্ধিতে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে দেশের সকল শিক্ষা বোর্ডের কম্পিউটার শাখা ধানমন্ডি ঢাকায় কম্পিউটার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা করা হয়। আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত ঢাকাস্থ কম্পিউটার কেন্দ্রের সকল বোর্ডের পৃথক পৃথক ইউনিটে **১৯৯৪ সাল হতে শিক্ষা বোর্ডসমূহের পরীক্ষার ফলাফল প্রক্রিয়া কম্পিউটারায়ন করা হয়। ২০০৯ সালে** ঢাকাস্থ কম্পিউটার কেন্দ্র হতে সর্বপ্রথম যশোর শিক্ষা বোর্ডের ইউনিটকে ঢাকা হতে যশোরে স্থানান্তর ও ৪ জন কর্মকর্তাকে যশোরে বদলি করা হয়। পরবর্তীকালে পুরো ইউনিটকে দ্রুততার সাথে যশোরে আনা হয় তারই ধারাবাহিকতায়, সকল বোর্ডের স্ব স্ব ইউনিট স্ব স্ব বোর্ডে স্থানান্তরিত হয়।

যশোর **শিক্ষা বোর্ড অত্যন্ত সফলতার সাথে এ যাবৎ নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও ফল প্রকাশ করে আসছে।** কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাবে ব্যতিক্রম শুধু ২০২০ সালের জেএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার স্বয়ংক্রিয় পাশের ফল মহান জাতীয় সংসদে আইন পাশের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়। **এছাড়া যশোর শিক্ষা বোর্ড ১৯৯৭ সাল থেকে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের নিবন্ধন পদ্ধতি কম্পিউটারায়ন করেছে এবং ১৯৯৫ সালের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা হতে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট কম্পিউটারের মাধ্যমে মুদ্রণ করে প্রদান করে আসছে। ফল পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন টেলিটকের মাধ্যমে গ্রহণ করে এক মাসের মধ্যে তার কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে। ফল প্রকাশের ৩০ দিনের মাথায় পুনঃনিরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হচ্ছে এবং দ্রুততার সাথে পাস করা শিক্ষার্থীদের অ্যাকাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ও সনদপত্র সরবরাহ করা হচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী ২০১০ সাল থেকে অন্যান্য বোর্ডের ন্যায় এ বোর্ড জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষা পরিচালনা করে আসছে।**

২০১২ সাল থেকে যশোর শিক্ষা বোর্ডে অনলাইন এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০১২ সাল থেকে অনলাইন নিবন্ধন ও ফরম পূরণের কার্যক্রম এবং সকল পরীক্ষার পরীক্ষক নিয়োগের কাজ সম্পূর্ণ অনলাইন পদ্ধতিতে **সম্পন্ন করা হচ্ছে। নিবন্ধন ও ফরমপূরণের ফিসসহ যাবতীয় ফিস অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হচ্ছে। বর্তমানে সকল পরীক্ষার প্রধান পরীক্ষক, পরীক্ষক ও নিরীক্ষকগণের পারিশ্রমিক বিল অনলাইনে প্রক্রিয়াকণ ও মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে দ্রুত পরিশোধ করা হচ্ছে।** অনলাইন প্রশ্নব্যাংকের মাধ্যমে বার্ষিক, অর্ধবার্ষিক, সাময়িক, নির্বাচনি, প্রাক-নির্বাচনি ইত্যাদি পরীক্ষার প্রশ্ন বোর্ড সরবরাহ করছে। একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির কার্যক্রম শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তায় সম্পন্ন করা হয়ে থাকে আর বাদ পড়াদের ম্যানুয়ালি ভর্তি না করে যশোর বোর্ডের নিজস্ব সফটওয়্যারের মাধ্যমে অনলাইন পদ্ধতিতেই আবেদন গ্রহণের মাধ্যমে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি করা হয়ে থাকে। **যশোর শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন সকল স্কুল ও কলেজের জন্য পারস্পরিক সক্রিয় ওয়েবসাইট (Interactive**

Website) তৈরি করা হয়েছে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। ফলে প্রত্যেক স্কুল ও কলেজের সামগ্রিক কার্যক্রম তদারকি ও পরিচালনা সহজ হয়েছে।
স্কুল কলেজের স্বীকৃতি প্রদান, নবায়ন, কমিটি অনুমোদন ইত্যাদি যাবতীয় কার্যক্রম, প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের ডকুমেন্ট অনলাইনে প্রদানের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। নাম ও বয়স সংশোধনের কার্যক্রম অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও ই-ফাইলে নিষ্পত্তি করে সংশোধিত ডকুমেন্ট আপলোড করা হচ্ছে। এছাড়াও বোর্ডের আরও যেসব সেবা রয়েছে সেগুলো হলো—ই-সার্ভিস সেন্টার, স্টুডেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম-এর আওতায় অনলাইন ডেইলি স্টুডেন্ট অ্যাটেনডেন্স (অ্যাটেনডেন্স শিট), অনলাইন শিক্ষক ডাটাবেজ তৈরিকরণ, অনলাইন ক্লাসটেস্ট, ই-গভার্নেন্স/ই-অফিস ম্যানেজমেন্ট (ই-ফাইলিং), অনলাইন সেন্টার ইনফরমেশন কালেকশন, অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে সকল ফিস গ্রহণ, অনলাইন পরীক্ষার প্রবেশপত্র, ফলাফল আর্কাইভ, মোবাইলে পরীক্ষার ফল ও বৃত্তির ফল প্রেরণ, সমন্বিত ভর্তি কার্যক্রমে বাদ পড়াদের একাদশ শ্রেণিতে অনলাইনে ভর্তি, কলেজ-স্কুলের কমিটি অনুমোদন ও স্বীকৃতি নবায়নের চিঠি অটোজেনারেট, দুটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ই-টিসি/অনলাইন টিসি, অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কার্ড সংশোধন (অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি), অনলাইন ভর্তি বাতিল (ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি), অনলাইন বিল পেমেন্ট ফর সেটার অ্যান্ড মডারেটর, অনলাইন ক্লাসরুম (ভিডিও ক্লাস আপলোড), অনলাইন ডকুমেন্ট উত্তোলন, অনলাইন রেজিস্ট্রেশন (অষ্টম শ্রেণি) ইত্যাদি। বাস্তবায়নাধীন রয়েছে অনলাইনে ওএমআর শিট কালেকশন অ্যান্ড ডাটা এক্সট্রাকটিং সিস্টেম, রেজাল্ট প্রসেসিং সিস্টেম আধুনিকায়ন,নতুন/পুরাতন ডকুমেন্ট অনলাইন আর্কাইভ করা, অনলাইন স্টুডেন্ট প্রোফাইল তৈরি ও পরীক্ষাকেন্দ্র ব্যবস্থাপনা সিস্টেম।
ভবিষ্যত পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে উন্নত দেশের ন্যায় যশোর বোর্ডের পরীক্ষা পদ্ধতি অনলাইন পদ্ধতিতে চালু করা ।

শিক্ষাক্রমের পাশাপাশি সহশিক্ষাক্রম কর্মসূচি যেমন খেলাধুলার মানোন্নয়ন, স্কাউটিং, গার্লস গাইড কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া এ বোর্ড অব্যাহত রেখেছে। আদায়কৃত ক্রীড়া ফিসের হিস্যা প্রতিবছর মাধ্যমিক পর্যায়ে খেলাধুলা পরিচালনার জন্য উপজেলা, জেলা, অঞ্চল ও জাতীয় পর্যায়ে প্রদান করা হয়। বোর্ড উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের খেলাধুলা সরাসরি নিজ ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার করে থাকে। এছাড়া স্কাউটিং, গার্লস গাইড, রোভার স্কাউট, রেঞ্জার এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বাবদ আদায়কৃত ফিসের শেয়ারমানি আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে প্রদান করা হয়। স্কাউটিং ও খেলাধুলার মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বোর্ড প্রতিবছর বিভিন্ন স্কুল কলেজে আর্থিক অনুদান প্রদান করে থাকে। এছাড়া প্রতিবছর জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার নকল প্রতিরোধ এবং দুর্নীতিমুক্ত পরীক্ষা গ্রহণের জন্য সেমিনার, মতবিনিময় সভার আয়োজন ছাড়াও উল্লেখযোগ্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে, যাতে শিক্ষার্থীরা নিয়মিত পড়াশুনা করে প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করতে পারে।

যোগদান ও কর্মঅভিজ্ঞতা

ড. বিশ্বাস শাহিন আহম্মদ
বিদ্যালয় পরিদর্শক
বিদ্যালয় বিভাগ
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক যশোর শিক্ষা বোর্ড, যশোরে ২৪তম বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসেবে যোগদান করি। যশোর শিক্ষা বোর্ডে যোগদান মোটেই আমার প্রত্যাশিত ছিল না। এর আগে আমি সরকারি বি এল কলেজ, খুলনায় অর্থনীতি বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলাম। ২০১৬ সালের দিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে উল্লেখ করা ছিল যে, যাঁরা প্রেষণে বিভিন্ন শিক্ষাসংশ্লিষ্ট অফিসে কাজ করতে ইচ্ছুক তাঁদের আবেদন করতে বলা হয়। আমি কোনোকিছু না-ভেবেই আবেদন করি। আবেদন ছকে পছন্দের ক্রম উল্লেখ করা ছিল। অর্থাৎ, পছন্দের ক্রমানুযায়ী কোথায় কোথায় আবেদন করতে ইচ্ছুক তা উল্লেখ ছিল। আমি পছন্দের ক্রমানুযায়ী ১ম, ২য় দিয়েছিলাম যথাক্রমে নায়েম, এনসিটিবি ইত্যাদি এভাবে। যাহোক আবেদন অনুযায়ী ২০১৭ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত জায়গায়, নির্ধারিত তারিখে মৌখিক পরীক্ষা দিই। মৌখিক পরীক্ষায় বোর্ডের সভাপতি ছিলেন তখনকার মাননীয় শিক্ষাসচিব মোঃ সোহরাব হোসাইন। বর্তমানে তিনি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান। বোর্ডের অন্যান্য সদস্য হিসেবে ছিলেন ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব (কলেজ), যুগ্মসচিব (কলেজ) ও উপসচিব (কলেজ)। আমার মৌখিক পরীক্ষা খুব ভালো হয়। বোর্ডে আমাকে প্রশ্ন করা হয়, “কেন আপনি ডেপুটেশনে (প্রেষণে) আসতে ইচ্ছুক ?” । এরকম আরও অনেক প্রশ্ন করা হয়। আমার মনে হয় বোর্ডের সবাই আমার প্রশ্নের উত্তরে সন্তুষ্ট। আমি দিন গুণতে থাকি কবে ফলাফল প্রকাশিত হবে। যাহোক ২২.০৫.২০১৮ খ্রি. তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একটি বদলি আদেশ প্রকাশিত হয়। তখনও আমি কিছুই জানি না । আমি দেখছি সবাই ফোনে আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। তারপরে আমি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেখি যে, আমার যশোর শিক্ষা বোর্ডে বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসেবে বদলির আদেশ হয়েছে।

ঐদিন রাত ৮টায় অতিরিক্ত সচিব (কলেজ) ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন এনডিসি স্যারের সাথে কথা বলি। এমনিতে আমি শিক্ষকতা ছাড়া অন্য কোনো কাজ করিনি। কিছুটা ভয়ে ভয়ে ছিলাম। স্যারের

সাথে কথা বলে সে ভয় কেটে গেল। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ রাত ঐদিন। কারণ ঐদিন জালাল স্যার আধা ঘণ্টা ধরে ফোনে আমাকে নতুন অফিসে কীভাবে কাজ করতে হবে, কী কী করতে হবে ইত্যাদি অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও দিক-নির্দেশনামূলক গাইডলাইন দিয়েছিলেন। স্যারের সাথে কথা বলে আমি রীতিমতো আত্মবিশ্বাসী হয়ে গেলাম। আমি যথারীতি ০৩.০৬.২০১৮ খ্রি. তারিখে যশোর বোর্ডে যোগদান করলাম। যাহোক, এতক্ষণ বললাম কীভাবে যশোর বোর্ডে আমার পদার্পণ, এখন আসি যশোর বোর্ডের বিদ্যালয় বিভাগে কীভাবে অনলাইনে কাজ হয় তারই বর্ণনা।

যশোর বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল শহর। যশোর শিক্ষা বোর্ডও বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল বোর্ড। যোগদানের পরপরই বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল বোর্ড যশোরের ডিজিটাল কার্যক্রম দেখে আমি খুবই অনুপ্রাণিত, উজ্জীবিত ও উদ্বুদ্ধ হই। কারণ আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে তথ্য প্রযুক্তিকে ভালোবাসি। এর কারণ হচ্ছে এর আগে আমি ২০০৬-২০০৭ শিক্ষাবর্ষে আইবিএস-এ এমফিল কোর্সে ভর্তি হই। আইবিএস-এ তখন ২৪ ঘণ্টা ইন্টারনেট সংযোগ ছিল। গবেষণা মানেই হচ্ছে সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট সংযোগ থাকতে হবে। যাহোক, যশোর বোর্ডে যোগদানের পর থেকে আবারও একটু আমার সুযোগ হলো ২৪ ঘণ্টা ইন্টারনেট সংযোগের পরিবেশ পাওয়া।

বিদ্যালয় বিভাগে দুইটি শাখা আছে। একটি অনুমোদন শাখা এবং অন্যটি নিবন্ধন শাখা। অনুমোদন শাখার দায়িত্বে আছেন একজন উপ-বিদ্যালয় পরিদর্শক (অনুমোদন-০১), আরও আছেন ০২ জন সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক, সেকশন অফিসার, নিম্নমান ও উচ্চমান সহকারীবৃন্দ। এই শাখার মূলত কাজ হলো প্রবিধান অনুযায়ী স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন দেওয়া, অ্যাডহক কমিটি অনুমোদন দেওয়া, শাখা/বিষয় খোলার অনুমতি দেওয়া, নতুন বিদ্যালয়ের পাঠদানের অনুমতি দেওয়াসহ প্রতি তিনবছর অন্তর অন্তর বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি নবায়ন করা হয়। বিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিটির মাধ্যমে বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। যশোর বোর্ডের অধীনে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীদের স্থায়ী বরখাস্ত করতে হলে বোর্ডের আপিল অ্যান্ড আরবিট্রেশন কমিটির মাধ্যমে পূর্বানুমোদন নিতে হয়। এ ছাড়াও বিদ্যালয় অনুমোদন/স্বীকৃতি-সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ এই শাখা থেকে করা হয়।

অনুমোদন শাখার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো বিদ্যালয় পরিদর্শন। কোনো নতুন স্কুল খুলতে বা স্থাপন করতে হলে কোনো উদ্যোক্তা বা ব্যক্তিকে প্রথমেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনলাইনে আবেদন করতে হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সেই আবেদন যাচাইবাছাই করে স্থাপনার/প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর পরিদর্শনের জন্য পাঠানো হয়। মন্ত্রণালয় থেকে এই চিঠি পাওয়ার পর উক্ত ব্যক্তি/উদ্যোক্তা ৮০০০/- ফিস বাবদ বোর্ডে জমা দিয়ে অনলাইনে আবেদন করতে হয়। তারপর চেয়ারম্যান মহোদয় কর্তৃক আবেদন অনুমোদিত হবার পরপরই বিদ্যালয় পরিদর্শক/উপ-বিদ্যালয় পরিদর্শক বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করেন। মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত সকল শর্ত নতুন স্কুল

খোলা/স্থাপন করার ক্ষেত্রে পূরণ হলেই ইতিবাচক সুপারিশ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পরিদর্শন প্রতিবেদন পাঠানো হয়। সেই প্রতিবেদনের উপর শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্মতি দিলেই তখন স্থাপনার/প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতি প্রদান করা হয়। কোনো বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি, নতুন শাখা/বিষয়, সহশিক্ষা চালু করা বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন-সহ সকল ক্ষেত্রে বিদ্যালয়টি আকস্মিক পরিদর্শন করা হয়।

অনুরূপভাবে, বিদ্যালয় নিবন্ধন শাখার দায়িত্বে আছেন একজন উপ-বিদ্যালয় পরিদর্শন (নিবন্ধন), আরও আছেন সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শন (নিবন্ধন), সেকশন অফিসার ও উচ্চমান/নিম্নমান সহকারীবৃন্দ। এই শাখার মূল কাজ হলো জেএসসি এবং এসএসসি নিবন্ধন কার্যক্রম পরিচালনা ও নিবন্ধন কার্ড বিতরণ করা। এছাড়াও ভর্তি বাতিল, বিষয়/শাখা সংশোধনসহ যাবতীয় কাজগুলো করা হয় এই শাখা থেকে।

বিদ্যালয় অনুমোদন শাখার সকল কাজ অনলাইনে হতো। শুধু চিঠিটা আমরা হাতে করতাম। যার ফলে আমরা শিক্ষকদের/সেবাগ্রহীতাদের ভালো সেবা দিতে পারছিলাম না। আমরা সবাই ভাবছিলাম এর সমাধান কীভাবে করা যায়। এরই মধ্যে প্রফেসর ড. মোল্লা আমীর হোসেন স্যার বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয় হিসেবে যোগদান করলেন ২৯.০১.২০২০ খ্রি. তারিখে। স্যারের যোগদানের পরপরই আমরা এ বিষয়টা নিয়ে স্যারের সাথে আলাপ-আলোচনা করলাম। ঠিক হলো মুজিববর্ষের ০১ মার্চ হতে অটোজেনারেট চিঠি ইস্যু করা হবে। ২০২০ সালের ০১ মার্চ থেকে অনুমোদনের কোনো চিঠি আর হাতে টাইপ করা হয় না। চেয়ারম্যান মহোদয় যখনই কোনো ফাইল ই-অফিস ম্যানেজমেন্ট-এর মাধ্যমে অনুমোদন করা হয়, তখনই বিদ্যালয় পরিদর্শকের স্বাক্ষর সংবলিত অটো চিঠি সেবাগ্রহীতার আইডিতে পৌঁছে যায় এবং এ সংক্রান্ত এসএমএস নোটিফিকেশন তাঁর মোবাইলে দেওয়া হয়। তিনি তখন ঘরে/নিজ বিদ্যালয়ে বসে কাঙ্ক্ষিত চিঠি ডাউনলোড করে নিতে পারেন। ২০২০ সালের মুজিববর্ষের ১ মার্চে অটো চিঠির যাত্রা শুরু হয়। এর পরপরই বৈশ্বিক অতিমারি করোনাভাইরাস সংক্রমণ বাংলাদেশে শুরু হয়ে যায়। সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তখন থেকে আজ অবধি বন্ধ। এ লেখাটি যখন লিখছি তখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধের ৫০০তম দিন অতিক্রান্ত হয়েছে। করোনাকালীন এই অটো চিঠি জেনারেট সেবা উদ্বোধনের ফলে যশোর বোর্ডে এক নীরব বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছে। এখন আর কাউকে চিঠি নিতে বোর্ডে আসতে হয় না। সময়, অর্থ ও যাতায়াত-সহ সকল ব্যয় সবই কমে এসেছে। অর্থাৎ যশোর বোর্ড রীতিমতো সেবাগ্রহীতাদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বদলে গেছে। এই উদ্ভাবনটি যশোর বোর্ডের বিদ্যালয় বিভাগে মুজিববর্ষের শ্রেষ্ঠ উপহার। অটোজেনারেট চিঠি প্রদান করায় টিসিভি (TCV) শূন্যে নেমে এসেছে। অর্থাৎ, বোর্ডের সেবা পেতে কোনো সময়ক্ষেপণ (Time) হচ্ছে না। শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও প্রতিষ্ঠানপ্রধানকে আগের মতো বোর্ডে আসা (Visit) লাগছে না বিধায় যাতায়াত খরচ ও অন্যান্য খরচ (Cost) শূন্যে নেমে এসেছে।

নিবন্ধনের সকল কর্যক্রমও অনলাইনে করা হয়। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে প্রত্যেক শিক্ষার্থী বোর্ড থেকে অনলাইন শিক্ষার্থী আইডি নম্বর পেয়ে থাকে। অনলাইন স্টুডেন্ট আইডি ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানপ্রধান সকল উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীকে ষষ্ঠ শ্রেণি হতে ৭ম শ্রেণিতে অতঃপর ৮ম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ করেন। এভাবে শিক্ষার্থীর তথ্য প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানপ্রধান আমাদের বোর্ডের ওয়েবসাইটে ই-অফিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের নিবন্ধন কার্যক্রমের আওতায় অনলাইনে তথ্য আপলোড করে ফাইনাল সাবমিট করে থাকেন। সেই তথ্য থেকে আমরা জেএসসি ও এসএসসি নিবন্ধন কার্ড করে থাকি ও অনলাইনে বিতরণ করে থাকি। নিবন্ধন-সংক্রান্ত সকল কাজ ঘরে/নিজ বিদ্যালয়ে বসেই করা যায়। এ কাজে কাউকে সরাসরি বোর্ডে আসতে হয় না। নিবন্ধন-সংক্রান্ত সকল সংশোধনও অনলাইনে করা হয়। করোনাকালীন এবং মুজিববর্ষে ২০২০ সালের ৮ম শ্রেণির নিবন্ধন সম্পূর্ণ অনলাইনে বিতরণ করা হয়েছে। সেখান থেকে প্রধান শিক্ষকগণ যরে বসে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে নিবন্ধন কার্ড ডাউনলোড করে নিতে পেরেছেন। এ ধরনের কাজে করোনাকালীন কাউকে বোর্ডে আসতে হয়নি। নিজ বোর্ড ও আন্তঃবোর্ডের শিক্ষার্থী বদলিও অনলাইনে হয়ে থাকে। এ কাজেও এখন কাউকে বোর্ডে আসতে হয় না।

পরিশেষে, যশোর বোর্ডের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-সহ শিক্ষাবান্ধব সরকারের সার্বিক সহযোগিতা নিয়ে যশোর শিক্ষা বোর্ড আগামীতে আরও নতুন নতুন ভাবনা-চিন্তা, সৃষ্টিশীলতা, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী অগ্রযাত্রায় এগিয়ে যাবে এই প্রত্যাশা রাখি।

■ মুজিববর্ষের উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহের সহায়ক ভিত্তি প্রকল্পসমূহ

১. কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ

১৯৯৫ সাল হতে আজ অবধি অন্যান্য বোর্ডের ন্যায় যশোর শিক্ষা বোর্ড কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করে আসছে। ২০১০ সাল হতে একই পদ্ধতিতে জেএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করে আসছে।

২. ওয়েবসাইট হোস্টিং ও ডোমেইন নেম রেজিস্ট্রেশন

২০১১-২০১২ সালে প্রথম যশোর শিক্ষা বোর্ড-এর ওয়েবসাইট www.jessoreboard.gov.bd হোস্টিং ও ডোমেইন নেম রেজিস্ট্রেশন করা হয়। শুরুতে বিসিসি হতে এটি ক্রয় করা হয়। বর্তমানে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান হতে এই সেবা অব্যাহত রয়েছে।

৩. ওয়েব পোর্টাল ডেভেলপমেন্ট

যশোর শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট www.jessoreboard.gov.bd সর্বাধিক ব্যবহারকারীবান্ধব করা হয়েছে। এর ইন্টারফেস আকর্ষণীয় ডিজাইন ও তথ্য অনুসন্ধ্যানের সহজ উৎস কাঠামো দিয়ে তৈরি। এখানে শুরুতেই পাওয়া যাবে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পূর্ণাঙ্গ ভিডিওচিত্র। তাঁর দুর্লভ ছবি। আরও পাওয়া যাবে চেয়ারম্যান এর প্রোফাইলসহ ছবি, সচিব ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের ছবি। হোমপেজটির মেন্যুবার, ব্রেকিং নিউজ অপশন, সর্বশেষ নোটিশ, নোটিশ বোর্ড, গুরুত্বপূর্ণ লিংক, সকল সার্ভিসের ইউজার ম্যানুয়াল ও লিংক ইত্যাদি এটিকে ইউজার ফ্রেন্ডলি করেছে। এর মাধ্যমে যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীন সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সাব-ডোমেইন সুবিধা প্রদান করে সংযুক্ত করা হয়েছে। এতে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে বোর্ডের যোগাযোগ রক্ষা করা সহজ হয়েছে। প্রতিষ্ঠান তাদের জনবল, স্টুডেন্ট অ্যাটেনডেন্স, স্টুডেন্ট প্রোগ্রেস রিপোর্ট প্রদান, প্রোমোশন, প্রতিষ্ঠানপ্রধানের বাণী, প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা, অবস্থান ও সিটিজেন চার্টার ইত্যাদি সম্পৃক্ত করে যুগোপযোগী ওয়েবপোর্টাল তৈরি করা হয়েছে।

৪. ই-সার্ভিস সেন্টার

যশোর শিক্ষা বোর্ড নিজস্ব উদ্যোগে ই-সার্ভিস সেন্টার চালুর মাধ্যমে বোর্ডে আগত সেবা গ্রহিতাদেরকে ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদান করে সেবা দিয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। প্রতিদিন শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক যারাই বোর্ডের সেবা নিতে আসছেন তাদের সোনালী সেবা রশিদ প্রিন্ট, বিভিন্ন শাখার সেবাসমূহের ডেলিভারি প্রদান ও বিভিন্ন তথ্য সরবরাহসহ যাবতীয় কার্য ই-সার্ভিস সেন্টার এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। সম্প্রতি সোনালী সেবা পদ্ধতি বাতিল করে অনলাইন পেমেন্ট সিস্টেম চালু করে লেনদেন সহজ করা হয়েছে। ফলে সোনালী সেবার রশিদ আর প্রিন্ট দেবার প্রয়োজন হয় না স্বশরীরে ব্যাংকেও যেতে হয় না।

৫. লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

সেবাটি চালু করা হয় ২০১৪ সালে। যশোর শিক্ষা বোর্ডে রয়েছে একটি অত্যাধুনিক লাইব্রেরি। এখানকার সকল বই অনলাইন সফটওয়্যারে এন্ট্রি দেওয়া আছে।

৬. অনলাইন রেজিস্ট্রেশন

সেবাটি প্রথম চালু করা হয় ২০১২ সালে। তখন থেকে প্রতিষ্ঠানে বসেই শিক্ষকগণ তার শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন ফরম পূরণ, ছবি আপলোড, এডিট, ডিলিট, তালিকা প্রিন্ট ও সোনালী সেবার মাধ্যমে নিবন্ধন ফিস জমা দিয়ে আসছে।

পূর্বে OMR Form বৃত্ত ভরাট প্রক্রিয়ায় নিবন্ধনকার্য পরিচালিত হতো, এক্ষেত্রে ২/৩ বার বোর্ডে আসা লাগতো। বর্তমানে তদস্থলে প্রতিষ্ঠানে বসেই শিক্ষকগণ তাঁর শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন ফরম পূরণ, ছবি আপলোড, এডিট, ডিলিট, তালিকা প্রিন্ট ও অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে নিবন্ধন ফিস জমা দিতে পারেন।

নবম শ্রেণির নিবন্ধন ম্যানুয়াল

নবম শ্রেণির নিবন্ধনের জন্য করণীয় যেসব কাজ রয়েছে যে কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হলো

১। ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করে যে কোন ব্রাউজার ব্যবহার করে ব্রাউজারের হোমপেজের ওয়েব এড্রেস বারে www.jessoreboard.gov.bd লিখে কী-বোর্ডের enter বাটন প্রেস করলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা **বোর্ড**, যশোরের ওয়েবসাইটের হোমপেজটি খুলবে।

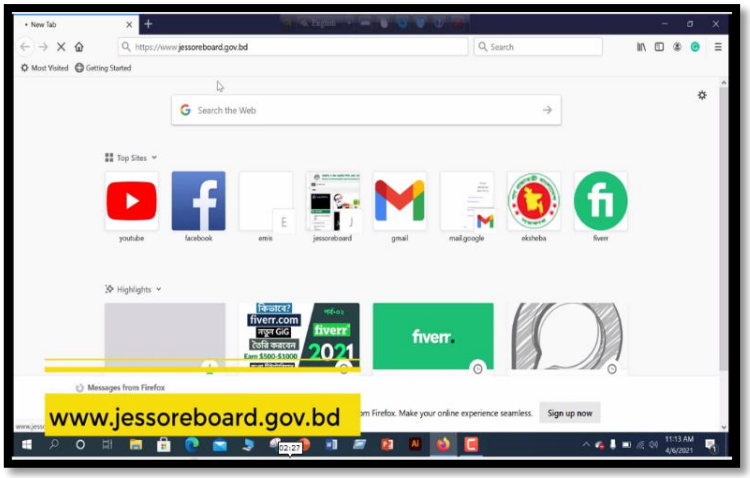

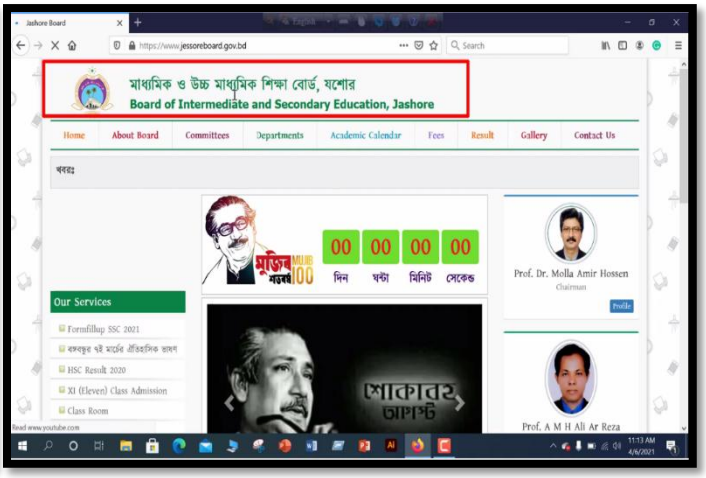

২। **মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোরের ওয়েবসাইটের হোমপেজের** বামপাশের ড্যাশবোর্ডে Student Management এ ক্লিক করলে আমাদের সামনে Online Student Management System Dashboard নামে একটি পৃষ্ঠা ওপেন হবে ।

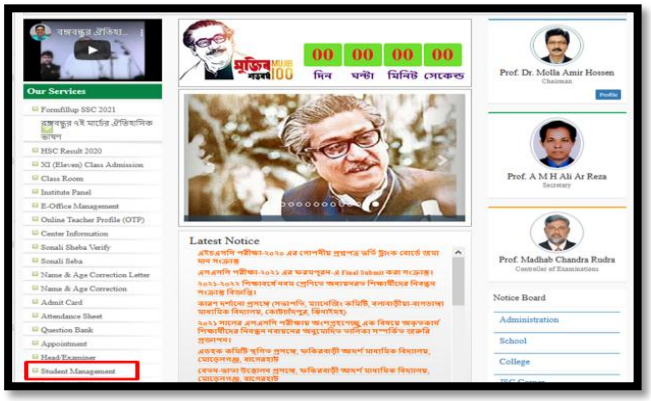

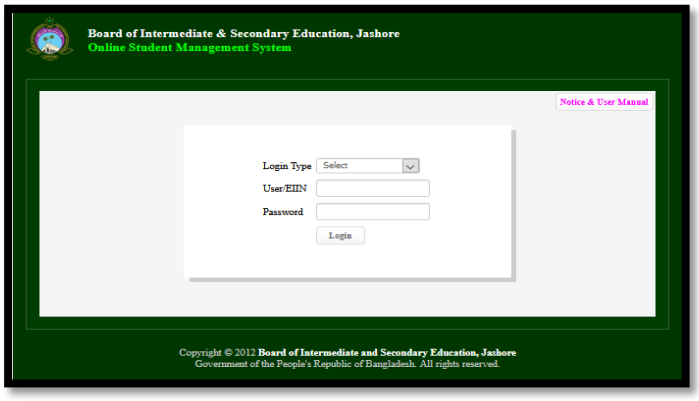

৩। এই পৃষ্ঠায় Login Type এর ঘরে Institute, User/EIIN নাম্বারের ঘরে প্রতিষ্ঠানের EIIN নম্বর এবং Password এর ঘরে প্রতিষ্ঠানের পাসওয়ার্ড দিয়ে login এ ক্লিক করলে Online Student Management System Dashboard নামে একটি পৃষ্ঠা ওপেন হবে।

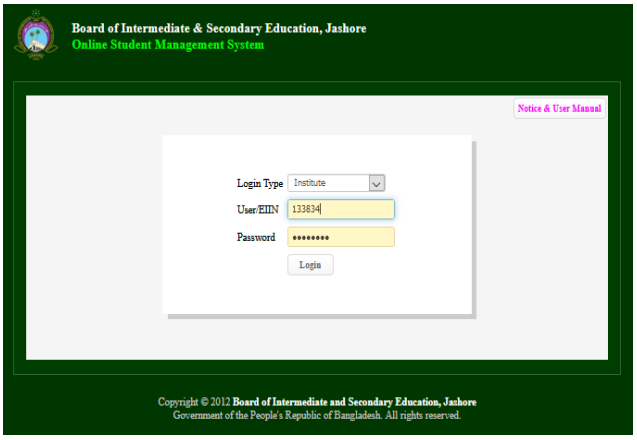

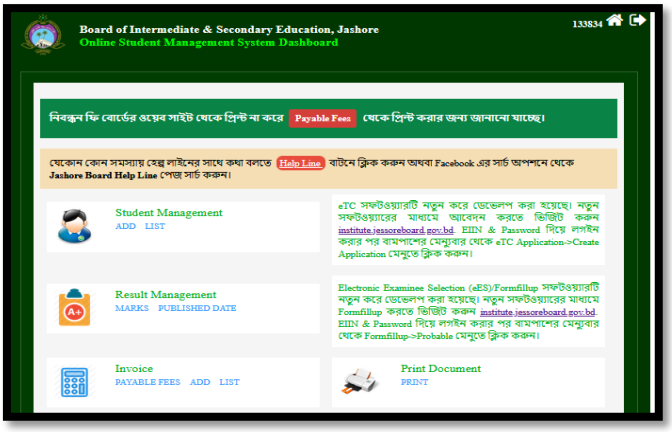

৪। Online Student Management System Dashboard নামে পৃষ্ঠার Student Management অপশন থেকে ADD এ ক্লিক করলে Online Student Information Form নামে নতুন একটি পৃষ্ঠা ওপেন হবে।

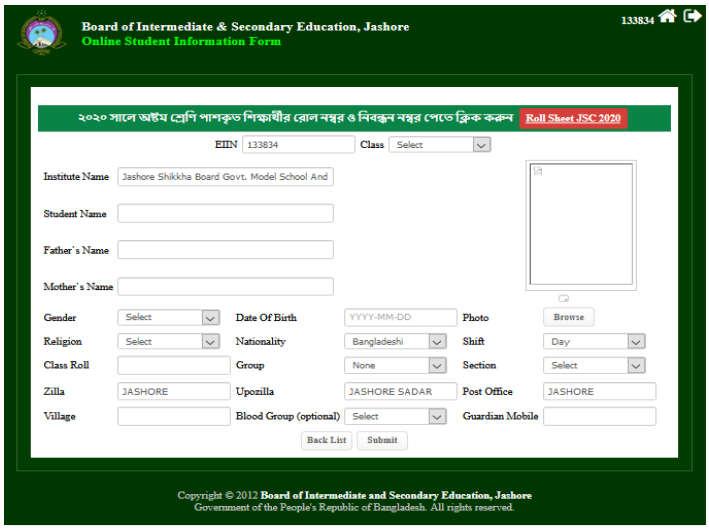

৫। Online Student Information Form নামে পৃষ্ঠায় Class এর ডান পার্শ্বের ঘরের ড্রপডাউন বাটনে ক্লিক করে Nine নির্ধারণ করে দিলে JSC INFORMATION নামে একটি অতিরিক্ত তথ্য ছক আগের ফরমের সাথে যুক্ত হবে।

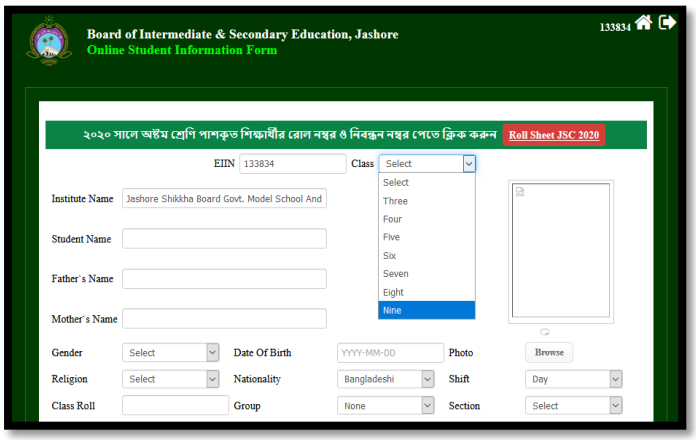

৬। JSC INFORMATION নামের বক্সে Passing Year নিচের ঘরের ড্রপডাউন বাটনে ক্লিক করে চাহিত সাল নির্বাচন করে শিক্ষার্থীর রোলের ঘরে JSC পরীক্ষার রোল ও Reg. No ঘরে JSC পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন নম্বর লিখে Find ক্লিক করলে ঐ শিক্ষাথী সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য চলে আসবে। ২০২০ সালে অষ্টম শ্রেণি পাসকৃত শিক্ষার্থীর রোল নম্বর ও নিবন্ধন নম্বর পেতে Roll Shet JSC 2020 ক্লিক করতে হবে।

৭। এই পৃষ্ঠায় একজন শিক্ষার্থীর কিছু তথ্য যেমন Gender, Village, Blood Group (Optional), Section ইত্যাদি সংশোধন করা যাবে (তবে শিক্ষার্থীর মূল তথ্য যেমন- নাম, পিতার নাম, জন্ম তারিখ ইত্যাদি পরিবর্তন করা যাবে না)। সংশোধন ও সংযোজনের কাজ শেষ করে নিচে Submit বাটনে ক্লিক করলে Online Student Mark একটি নতুন পৃষ্ঠা খুলবে। এখানে শিক্ষার্থী বিভাগ ও Group অনুসারে তার বিষয়/Subject সমূহ দেখতে পাবে। শিক্ষার্থীর ১১ নং Subject এর ডান পার্শ্বের ড্রপডাউনে ক্লিক করে অতিরিক্ত (Third Subject) বিষয় এবং ১২ নং Subject এর ডান পার্শ্বের ড্রপডাউনে ক্লিক করে চতুর্থ বিষয় নির্ধারণ করে নিচের Update এ ক্লিক করলে শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হবে। নতুন শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশনের জন্য নিচের Add New বাটনে ক্লিক করতে হবে।

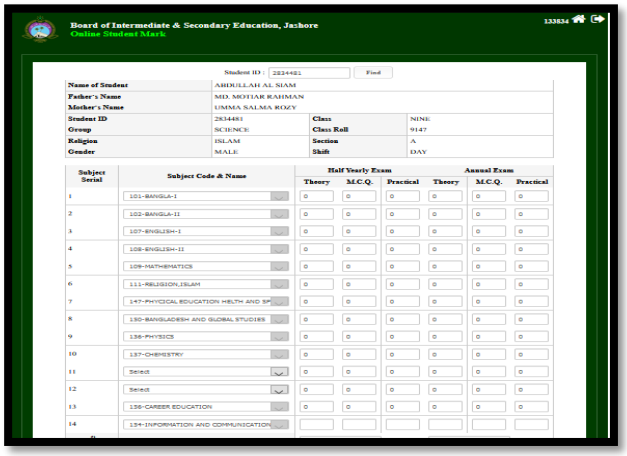

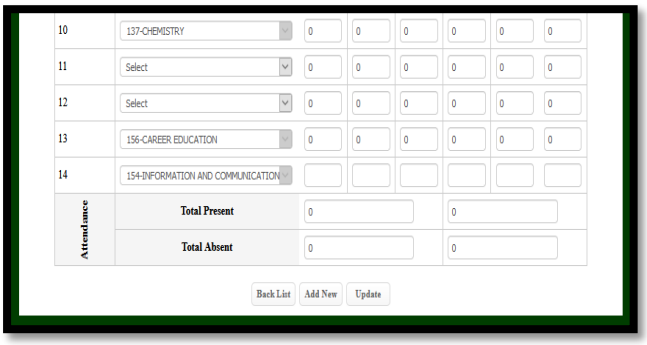

৮। কোনো শিক্ষার্থীর তথ্য সংশোধনের জন্য Online Student List পৃষ্ঠায় রোল ও ক্লাসের ঘরে রোল ও ক্লাস লিখে Find এর ঘরে ক্লিক করলে ঐ শিক্ষার্থীর তথ্য উপস্থিত হবে। ডানপার্শ্বের Action নামের ড্রাপডাউন হতে Edit নির্বাচন করে তথ্য সংশোধন করা যাবে। ডানপার্শ্বের Action নামের ড্রাপডাউন হতে Yes(সিলেক্ট), No (ডিসিলেক্ট) করে চূড়ান্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা নির্ধারণ করে Final Submit করলে ঐ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী নিবন্ধন সম্পূর্ণ হবে।

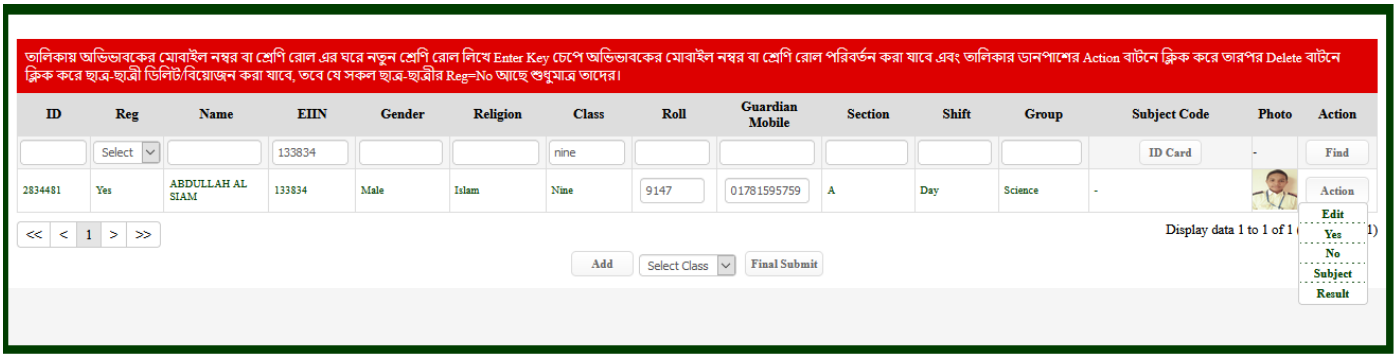

৯। সকল শিক্ষার্থীর নিবন্ধন শেষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক বোর্ডের ফিস পরিশোধের জন্য Online Student Management System Dashboard নামে পৃষ্ঠার Invoice অপশন থেকে PAYABLE FEES ক্লিক করলে প্রতিষ্ঠানের নিকট শিক্ষা বোর্ড, যশোরের যাবতীয় পাওনা/বকেয়া টাকার পরিমাণ দেখতে পাওয়া যাবে। সেখান থেকে পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে ফিস পরিশোধ ও Sonali Slip প্রিন্ট করে সংরক্ষণ রাখার মধ্যে দিয়ে নিবন্ধন কার্যক্রম শেষ হবে।

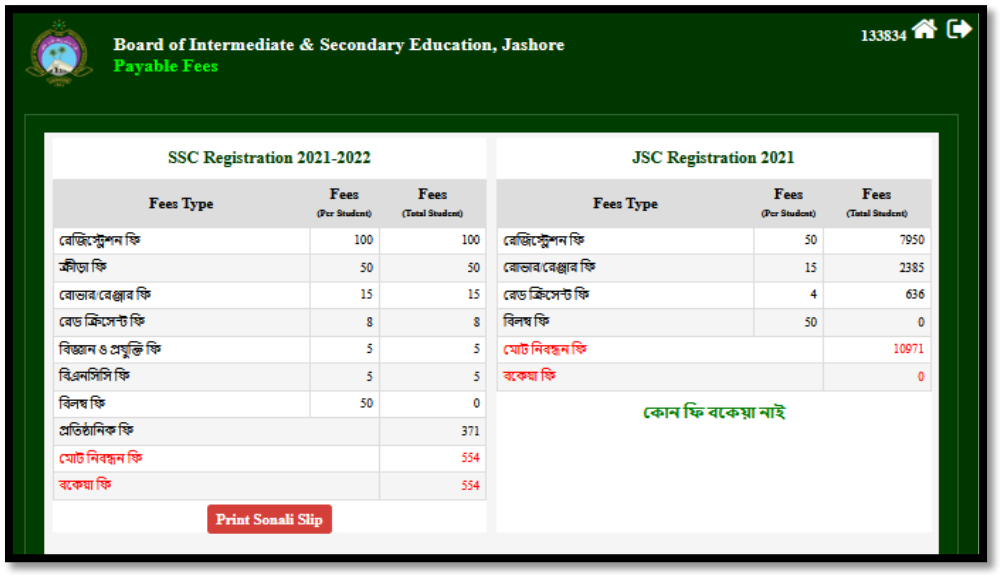

৮. স্টুডেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

অনলাইনে শিক্ষার্থী তথ্য আপলোড, শিক্ষার্থী বদলি/ছাড়পত্র ও ভর্তি বাতিল, নিবন্ধন, পরীক্ষার্থী নির্বাচন (ফরম ফিলআপ), প্রবেশপত্র আপলোড, পরীক্ষার্থী কর্তৃক প্রবেশপত্র ডাউনলোড ইত্যাদি।

পূর্ববর্তী সেবার পদ্ধতি

প্রতিষ্ঠানপ্রধান বোর্ড থেকে প্রদত্ত SIF পূরণ করে বোর্ডে জমা প্রদান করতেন। বোর্ড থেকে ঢাকাস্থ কম্পিউটার কেন্দ্রে (সকল বোর্ডের আলাদা আলাদা ইউনিট যা অধুনা বিলুপ্ত) স্ক্যান করার লক্ষ্যে প্রেরণ করা হতো। ঢাকাস্থ কম্পিউটার কেন্দ্র যশোর বোর্ড ইউনিট থেকে শিক্ষার্থীর তালিকা প্রিন্ট কপি সংগ্রহ করে সংশোধনের জন্য যশোর শিক্ষা বোর্ডের সকল প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট সরবরাহ করা হতো। সংশোধিত শিক্ষার্থীর তালিকা ঢাকাস্থ কম্পিউটার কেন্দ্রে আপডেটের জন্য প্রেরণ করা হতো। একই প্রক্রিয়ায় ফরম ফিলআপ ও কেন্দ্রভিত্তিক প্রবেশপত্র ছাপানো ও বিতরণের কার্যক্রম সম্পন্ন হতো।

শিক্ষা বোর্ড থেকে নির্ধারিত আবেদন ফরম (হার্ডকপি) সংগ্রহ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধানের সুপারিশ নিয়ে আবেদন বোর্ডে এসে জমা দিতে হতো। ফাইলে উত্থাপনের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করে অনুমোদনপত্র ইস্যু করা হতো। বোর্ডের ফিস ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে গ্রহণ করা হতো।

পূর্ববর্তী সেবার সমস্যাসমূহ

- বোর্ডে এসে আবেদন জমা দিতে হতো
- ব্যাংক ড্রাফট জালিয়াতি ও একাধিকবার ব্যবহারের সুযোগ ছিল
- নথির ধীরগতি
- সেবাগ্রহীতাকে নথির আপডেট জানতে বারবার বোর্ডে আসতে হতো

বর্তমান সেবার পরিচিতি

প্রতিষ্ঠানপ্রধান ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীর ছবিসহ তথ্য আপলোড করেন, Student Management Panel-এ সকল শিক্ষার্থীর জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে আইডি নম্বর তৈরি হয়। প্রতিষ্ঠানপ্রধান এ আইডি নম্বর ব্যবহার করেই বিষয় নির্বাচনসহ অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফল প্রকাশের মাধ্যমে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ করে থাকেন। নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের ইআইআইএন আইডি নম্বর ব্যবহার করেই প্রতিষ্ঠান প্রধান অনলাইনে শিক্ষার্থী নির্বাচন, নিবন্ধন, পরীক্ষার্থী নির্বাচন (ফরম ফিলআপ), শিক্ষার্থীদের বদলি/ছাড়পত্র ও ভর্তি বাতিলের কার্যাদি সম্পন্ন করে থাকেন।

সেবার সুবিধাসমূহ

- বোর্ডে না এসেই সেবাগ্রহীতা অনলাইনে শিক্ষার্থী তথ্য আপলোড, নিবন্ধন পরীক্ষার্থী নির্বাচন (ফরম ফিলআপ), শিক্ষার্থী বদলি/ছাড়পত্র ও ভর্তি বাতিল কাজ সম্পন্ন করতে পারেন
- কোনো ধরনের কাগজ ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না
- বারবার বোর্ডে আসতে হচ্ছে না, ফলে যাতায়াতের সময় ও খরচ সাশ্রয় হচ্ছে
- এ কাজে প্রতিষ্ঠানের কাউকে বোর্ডে আসতে হয় না বিধায় দুর্নীতি ও হয়রানি করার সুযোগ নেই।
- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ছবিসহ স্বতন্ত্র পরিচয়পত্র তৈরি করা যায়
- সরকারি নীতিমালা অনুসারে বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জন্ম তারিখের কোনো তারতম্য থাকলে সেটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিরূপণ করা যায়।
- মাদ্রাসা কারিগরি ও অন্য মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা যশোর শিক্ষা বোর্ডের না গিয়ে স্টুডেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্যানেলের সাহায্যে বোর্ড পরিবর্তনের মাধ্যমে তার কাঙ্ক্ষিত বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক ও সামগ্রিক ফলাফলের গ্রেড নিরূপণপূর্বক অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল খুব অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষকরা প্রস্তুত করতে পারেন।
- অষ্টম থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ইউনিক আইডেন্টিটি নম্বর দিয়ে খোঁজ করে তার ভর্তির স্বচ্ছতা নিরূপণ করা যায় অর্থাৎ সে যশোর শিক্ষা বোর্ডের অন্য কোনো বিদ্যালয়ে পূর্ব থেকে ভর্তি আছে কি না সেটা যাচাই করা যায়।
- স্টুডেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্যানেলে প্রতিটি শিক্ষার্থীর অভিভাবকের মুঠোফোন নম্বর লিপিবদ্ধ থাকার কারণে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা বোর্ড পরীক্ষার ফলাফলসহ বোর্ডের বিশেষ নির্দেশনা পেয়ে থাকে।
- বিদ্যালয়ের প্রদত্ত যাবতীয় ফিসসমূহ যশোর শিক্ষা বোর্ডে না গিয়ে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে সম্পন্ন করে রিসিট প্রিন্ট করে নেওয়া যায়।
- পে-এবেল ফিস অপশনে খাতওয়ারি টাকা উল্লেখ থাকায় শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন ফিস ও ফরমপূরণের ফিসের সুস্পষ্ট সামগ্রিক ফিস-এর ধারণা পাওয়া যায়।
- চূড়ান্ত শিক্ষার্থী নির্বাচন তালিকা থেকে নির্ভুলভাবে বোর্ড পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের নির্ধারণ করা যায়।
- স্টুডেন্ট ম্যানেজমেন্ট-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বার্ষিক পরীক্ষার প্রত্যেক বিষয়ের নম্বর ইনপুট দিলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বার্ষিক পরীক্ষার পর শিক্ষার্থীরা পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয় । এর ফলে স্থানীয়ভাবে বা প্রাইভেট পড়ানো শিক্ষকরা ফলাফলের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

- শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের হাজিরা নিশ্চিত করা যায়।
- এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ফরমপূরণের জন্য যশোর শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফিস-এর অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না।
- বোর্ড পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংশোধনপূর্বক বিদ্যালয় থেকেই ডাউনলোড করে নেওয়া যায় যশোর শিক্ষা বোর্ডে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না।
- প্রতিষ্ঠানভিত্তিক পাবলিক পরীক্ষার আসনপত্র ও হাজিরাপত্র ও ফলাফল বিদ্যালয়ে বসেই প্রিন্ট করে নেওয়া যায়। যশোর শিক্ষাবোর্ডে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না।

৯. অনলাইন ডেইলি স্টুডেন্ট অ্যাটেনডেন্স (অ্যাটেনডেন্স শিট)

যশোর শিক্ষা বোর্ডের তরফ থেকে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে যে সাব-ডোমেইন সরবরাহ করা হয়েছে, তার সাহায্যে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান প্রতিদিনকার শিক্ষার্থী উপস্থিতি, বার্ষিক ও নির্বাচনি পরীক্ষার ফলাফল আপলোড দিয়ে থাকে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের শ্রেণিভিত্তিক উপস্থিতি, প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন তথ্য উপজেলা কিংবা জেলা অনুযায়ী মনিটর করতে পারে।

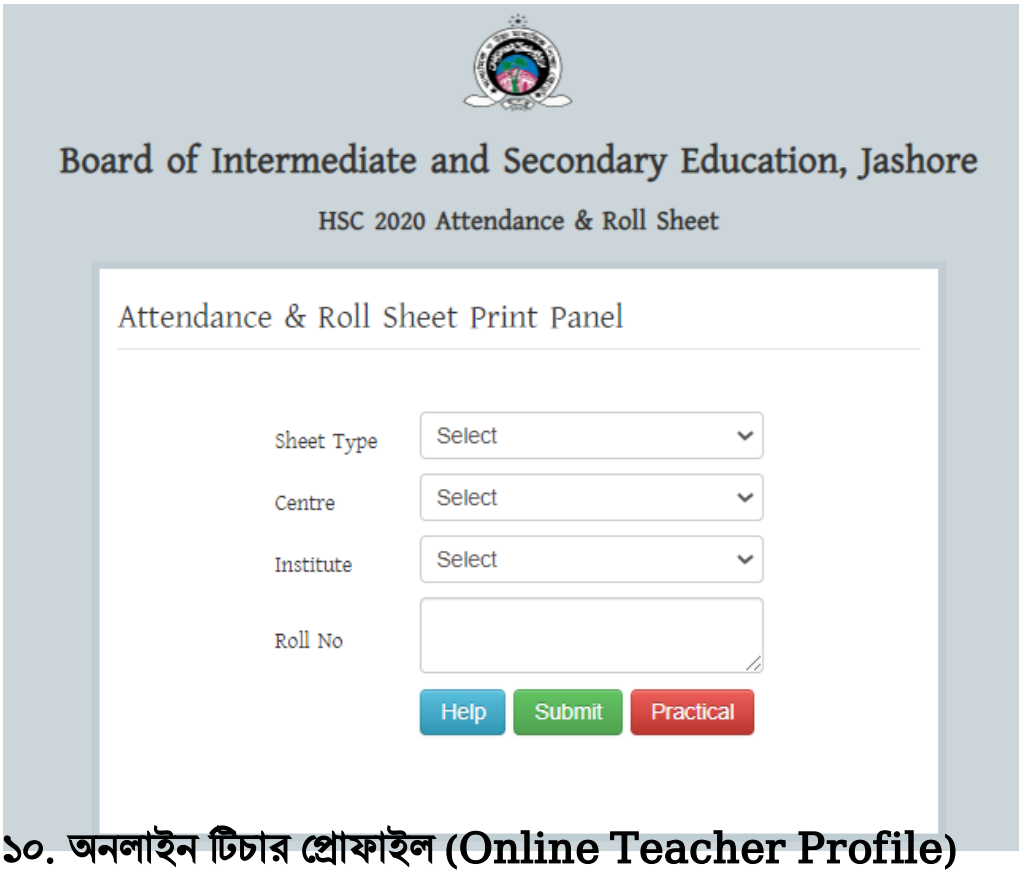

১০. অনলাইন টিচার প্রোফাইল (Online Teacher Profile)

যশোর শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষকের একটি ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। সেখানে প্রত্যেক শিক্ষকের একটি স্বতন্ত্র আইডি নম্বর ও পাসওয়ার্ড দেয়া আছে। একে বলা হয় অনলাইন টিচার প্রোফাইল। এখানে একজন শিক্ষকের জন্মতারিখ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের সনদপত্রের স্ক্যান করা কপি সংরক্ষিত থাকে। পরবর্তীকালে যশোর শিক্ষাবোর্ড বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের ডাটাবেজ থেকে তথ্য যাচাইপূর্বক গ্রেডেশন তালিকা তৈরি করে এবং এই গ্রেডেশন তালিকা থেকে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষক, প্রধান পরীক্ষক, প্রশ্নপত্র সেটার, প্রশ্নপত্র মডারেটর, উত্তরপত্র নিরীক্ষক ইত্যাদি বিষয়ের শিক্ষক নির্বাচন করে নিয়োগপত্র শিক্ষকের স্বতন্ত্র আইডিতে প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

প্রতিষ্ঠানপ্রধানের করণীয়

নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানপ্রধান প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে অনলাইন টিচার্স প্রোফাইল প্যানেলে প্রবেশ করে নিয়োগপ্রাপ্ত নতুন শিক্ষকের নাম, মোবাইল নম্বর, বিষয়, পদবি ইত্যাদি প্রাথমিক প্রয়োজনীয় তথ্য ইনপুট দিয়ে সাবমিট করলে নতুন সেই শিক্ষকের মোবাইলে যশোর শিক্ষা বোর্ড থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি স্বতন্ত্র আইডি নম্বর ও পাসওয়ার্ড চলে যায়।

নতুন শিক্ষকের করণীয়

OTP শিরোনামে Online Teacher Profile মেন্যুতে লগ-ইন করে এমপিওভুক্ত একজন শিক্ষক নিজেই তার প্রোফাইল তৈরি করতে পারেন। মোবাইলে প্রাপ্ত আইডি নম্বর ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে নতুন শিক্ষক সিস্টেমে প্রবেশ করে নিজে নিজে তার প্রোফাইল-এর যাবতীয় তথ্য পূরণ করে এডিট, আপডেট করতে পারেন।

প্রতিষ্ঠানপ্রধানের পুনরায় করণীয়

একজন শিক্ষকের তথ্য পূরণ শেষ হলে প্রতিষ্ঠানপ্রধান ওই শিক্ষকের সকল তথ্য Approved করে সাবমিট করলে, এই নতুন শিক্ষক সিস্টেমের শিক্ষক ডাটাবেজে যুক্ত হয়ে যান।

শিক্ষক ডাটাবেজ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষকদের সুবিধাসমূহ

১) স্বতন্ত্র আইডি নম্বর ব্যবহার করে শিক্ষকগণ Appointment Menu থেকে পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন কি না জানতে পারে এবং নির্বাচিত হলে নিয়োগপত্র বিদ্যালয়ে বসে ডাউনলোড করে নিতে পারেন। নিয়োগপত্র নেওয়ার জন্য যশোর শিক্ষাবোর্ডে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন হয় না।

২) প্রধান পরীক্ষকগণ উত্তরপত্র মূল্যায়নের পর তাদের আওতায় যে-সকল পরীক্ষক ছিল তাদের সম্মানী বিল স্বতন্ত্র আইডির সাহায্যে অনলাইনে ঘরে বসে তৈরি করতে পারেন।

৩) পরীক্ষক, প্রধান পরীক্ষক, প্রশ্নপত্র সেটার, প্রশ্নপত্র মডারেটর, উত্তরপত্র নিরীক্ষকসহ বিভিন্ন কাজের সম্মানী বিল শিক্ষকরা এই স্বতন্ত্র আইডির মাধ্যমে ঘরে বসে মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে পেয়ে থাকেন।

৪) শিক্ষকগণ এই ডাটাবেজে তাদের নতুন গ্রহণ করা প্রশিক্ষণের তথ্য আপডেট করে ডাটাবেজের জ্যেষ্ঠতার তালিকায় নিজেদের এগিয়ে নিতে পারেন।

৫) শিক্ষকগণ তাদের এই স্বতন্ত্র আইডি নম্বর ব্যবহার করে যশোর বোর্ডের ওয়েবসাইটে ক্লাসরুম প্যানেলের মাধ্যমে তাদের ভিডিও ক্লাস সংযুক্ত করতে পারেন।

৬) শিক্ষকগণ তাদের এই স্বতন্ত্র আইডি নম্বরের মাধ্যমে যশোর বোর্ডের প্রশ্নব্যাংক সফটওয়্যারে নিজেদের তৈরি বিষয়ভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন আপলোড করতে পারেন এবং সফটওয়্যারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণলাভ করতে পারেন।

১১. অনলাইন পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক নিয়োগ

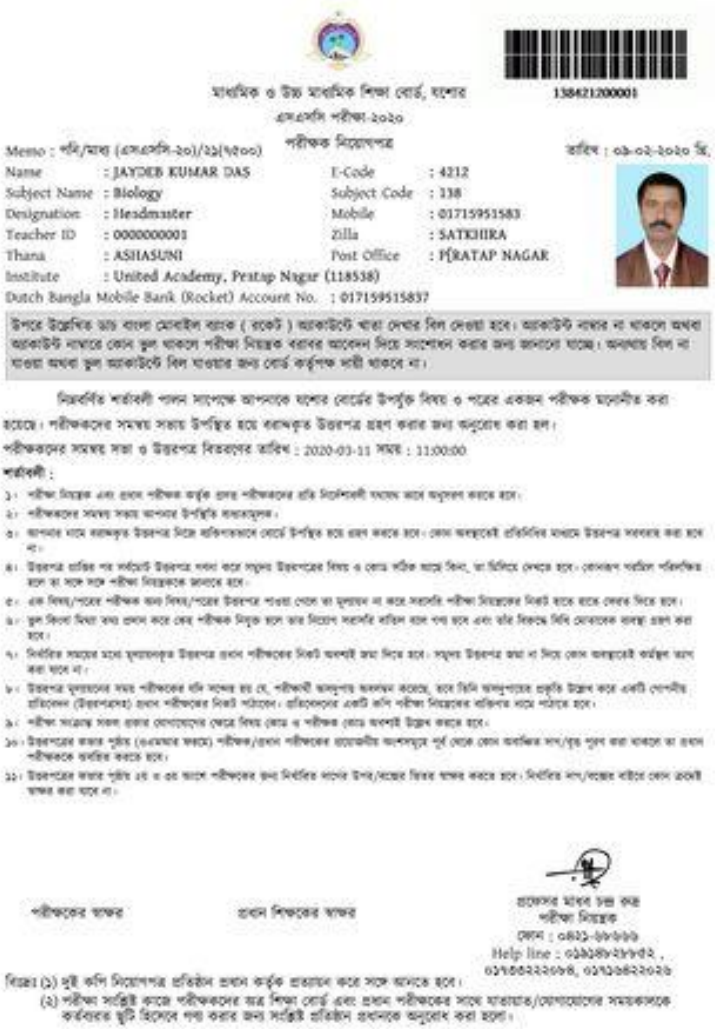

যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীনস্ত সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকদের Database থেকে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে Grading করে তালিকা প্রস্তুত হয়। এই তালিকা হতে জেলা কোটা অনুযায়ী পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক নিয়োগ করা হয়। পরীক্ষক ও প্রধানপরীক্ষকগণ নিয়োগপত্র Online-এ পেয়ে থাকেন এবং SMS Notification পান। প্রধান পরীক্ষকের অধীনে যে সকল পরীক্ষককে বোর্ড থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয় তাঁর তালিকা অনলাইনে প্রকাশ করা হয়। প্রধান পরীক্ষকগণের অধীনস্থ পরীক্ষকের বিল ও উত্তরপত্র মূল্যায়নের রিপোর্ট অনলাইনে প্রেরণ করে থাকেন। পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকগণের পারিশ্রমিক Mobile Banking System থেকে প্রেরণ করা হয়।

নমুনা অ্যাপয়নমেন্টে কার্ড

138421200001

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

এসএসসি পরীক্ষা-২০২০

পরীক্ষক নিয়োগপত্র

Memo : পবি/মাধ্য (এসএসসি-২০)/২১(৭২০০)

তারিখ : ০৯-০২-২০২০ খ্রি.

Name	: JAYDEB KUMAR DAS	E-Code	: 4212
Subject Name	: Biology	Subject Code	: 138
Designation	: Headmaster	Mobile	: 01715951583
Teacher ID	: 0000000001	Zilla	: SATKHIRA
Thana	: ASHASUNI	Post Office	: P[RATAP NAGAR
Institute	: United Academy, Pratap Nagar (118538)		

Dutch Bangla Mobile Bank (Rocket) Account No. : 017159515837

পরীক্ষকদের সমন্বয় সভা ও উত্তরপত্র বিতরণের তারিখ : 2020-03-11 সময় : 11:00:00

শর্তাবলী :

পরীক্ষকের স্বাক্ষর

প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

Help line :

১২. ই-অফিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

ই-গভার্নেন্স তথা ই-ফাইলিং একটি সর্বাধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা, যার সাহায্যে জনগণের দোর গোড়ায় খুব কম খরচে, কম সময়ে আবেদন গ্রহণ করে সেটি নিষ্পন্ন করে সেবা প্রদান করা যাচ্ছে।

ই-ফাইলের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সকল আবেদন, যেমন—নতুন স্বীকৃতি, স্বীকৃতি নবায়ন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কমিটি অনুমোদন, নতুন বিষয় খোলা, শিক্ষার্থীদের বদলি ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হয়। আবেদন অনলাইনে জমা দেওয়ার পর মুজিববর্ষ হতে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে ফিস গ্রহণ করে বোর্ড এই সেবা প্রদান করে থাকে। এমনকি অ্যাপ্লিকেশনটি ই-ফাইলের মাধ্যমে অনলাইনে গ্রহণের পর কার্য ধাপের শুরুতে উচ্চমান সহকারী পরবর্তীকালে সেকশন অফিসার, সহকারী অফিসার, ডেপুটি, ইন্সপেক্টর, সচিব, চেয়ারম্যান মহোদয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী নির্দিষ্ট আইডি নম্বর ও পাসওয়ার্ডধারী হিসেবে e-Filing এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করে চূড়ান্ত অনুমোদনের পর চিঠি অটো জেনারেটে হয়ে বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জানিয়ে দেওয়া হয়। ফলে ফাইল প্রসেস আটকে থাকে না, দীর্ঘসূত্রিতার প্রয়োজন হয় না, অর্থ এবং মূল্যবান সময়ক্ষেপণ ইত্যাদির অবসান ঘটিয়ে সেবাটি দারুণভাবে কার্যকর আছে।

ব্যবহারবিধি (শুধু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য)

যশোর শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে বাম দিকের মেনু হতে ই-অফিস ম্যানেজমেন্ট বাটনে ক্লিক করতে হবে। শাখা, অবেদনের বিষয়, প্রতিষ্ঠানের ইআইআইএন ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করতে হবে। যে কাগজপত্র সংযুক্ত করতে বলা হয়েছে সেই সকল কাগজ সংযুক্ত করে সাবমিট দিতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করার পর মুজিববর্ষ হতে অনলাইন পেমেন্ট অপশন আসে এবং ব্যাংকে না গিয়ে অনলাইনে পেমেন্ট করে চূড়ান্ত সাবমিট করে।

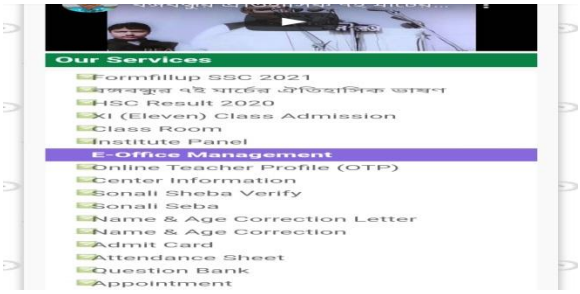

পূর্ববর্তী সেবার সমস্যাসমূহ

- বোর্ডে এসে আবেদন জমা দিতে হতো
- প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট খুঁজে পাওয়া যেত না। সংযুক্তি ডকুমেন্ট হারিয়ে যাবার অভিযোগ ছিল
- ব্যবহৃত ব্যাংক ড্রাফট একাধিকবার ব্যবহারের সুযোগ ছিল
- নথির গতিবিধি তদারকি প্রক্রিয়া জটিল ছিল
- সেবাগ্রহীতাকে নথির আপডেট জানতে অনেকবার বোর্ডে আসতে হতো ও প্রতিবার হয়রানির স্বীকার হবার আশঙ্কা থাকতো।

বর্তমান সেবার সুবিধাসমূহ

- একই ধরনের ডকুমেন্ট বারবার জমা দেওয়ার প্রয়োজন হয় না
- অনলাইনে তথ্য সংরক্ষণ থাকে বিধায় হারিয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে না
- এ বোর্ডের অনুমোদিত সকল প্রতিষ্ঠান এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করেন ও সেবা পেয়ে থাকেন
- বারবার বোর্ডে আসতে হচ্ছে না ফলে যাতায়াতের সময় ও ব্যয় সাশ্রয় হচ্ছে
- দুর্নীতির সুযোগ নেই বললেই চলে
- ভুল তথ্য প্রদানের সুযোগ কমে যায়

১৩. অনলাইন সেন্টার ইনফরমেশন কালেকশন সিস্টেম

পাবলিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার সাথে সাথে কেন্দ্র হতে কেন্দ্র সচিবগণ তাদের জন্য নির্ধারিত আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে পরীক্ষার তথ্য, উপস্থিত তালিকা, অনুপস্থিত তালিকা, বহিষ্কার তালিকা ইত্যাদি তথ্য বোর্ডে প্রেরণ করে থাকেন, বোর্ড আবার সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ঐদিনই মন্ত্রণালয়ে রিপোর্ট প্রদান করে থাকে। এখানে login করে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ব্যাবহারিক নম্বর অনলাইনে আপলোড করা হয়।

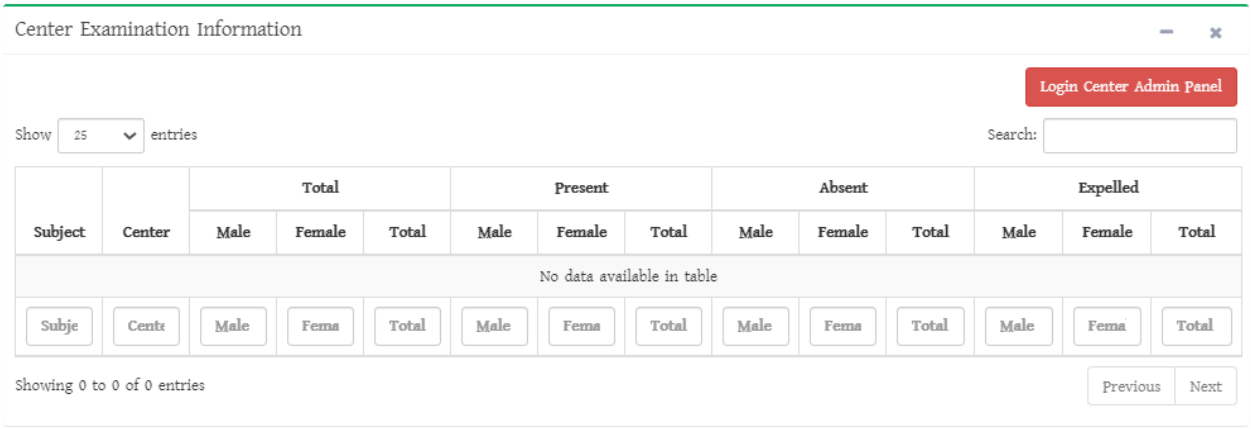

১৪. অনলাইন পেমেন্ট

যশোর শিক্ষাবোর্ড মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে যে-সকল নতুন সেবা অন্তর্ভুক্ত করেছে তার মধ্যে অন্যতম হলো অনলাইন পেমেন্ট। বর্তমানে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেয় বিভিন্ন ফিস প্রদান পদ্ধতি সহজ করার লক্ষ্যে যশোর শিক্ষাবোর্ড অনলাইন পেমেন্ট পদ্ধতি চালু করেছে। ব্যাংক ড্রাফট প্রথা উঠিয়ে দিয়ে সোনালী ব্যাংকের সহিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তির আলোকে যশোর শিক্ষা বোর্ডের যাবতীয় আয়-ব্যয় "সোনালী সেবা" এর মাধ্যমে বোর্ডের তিনটি ব্যাংক হিসাবে সকল অর্থ লেনদেন করা হতো। "অনলাইন পেমেন্ট" সেবাটি চালু হওয়ার পর থেকে কাউকে বোর্ড ফি প্রদান করতে সরাসরি বোর্ডে আসতে হবে না। মূলত ব্যাংকে গমন বন্ধ করতে অনলাইন পেমেন্ট চালু করা হয়েছে। ফলে যে-কোনো জায়গা হতে সুবিধাজনক সময়ে সেবা গ্রহিতাগণ পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে ফান্ড ট্রান্সফার করে বোর্ডের নির্ধারিত ফিস প্রদান করতে পারছেন। এ পদ্ধতিতে সেবা গ্রহিতাগণ তাদের পছন্দের অপশন দ্বারা সহজেই পেমেন্ট করতে পারছেন। বোর্ড প্রয়োজন মাফিক গেটওয়ে মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে বোর্ডের অ্যাকাউন্টে উইথড্র রিকোয়েস্ট করলে গেটওয়ে কোম্পানিগুলো বোর্ডের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ফান্ড ট্রান্সফার করে দেয়।

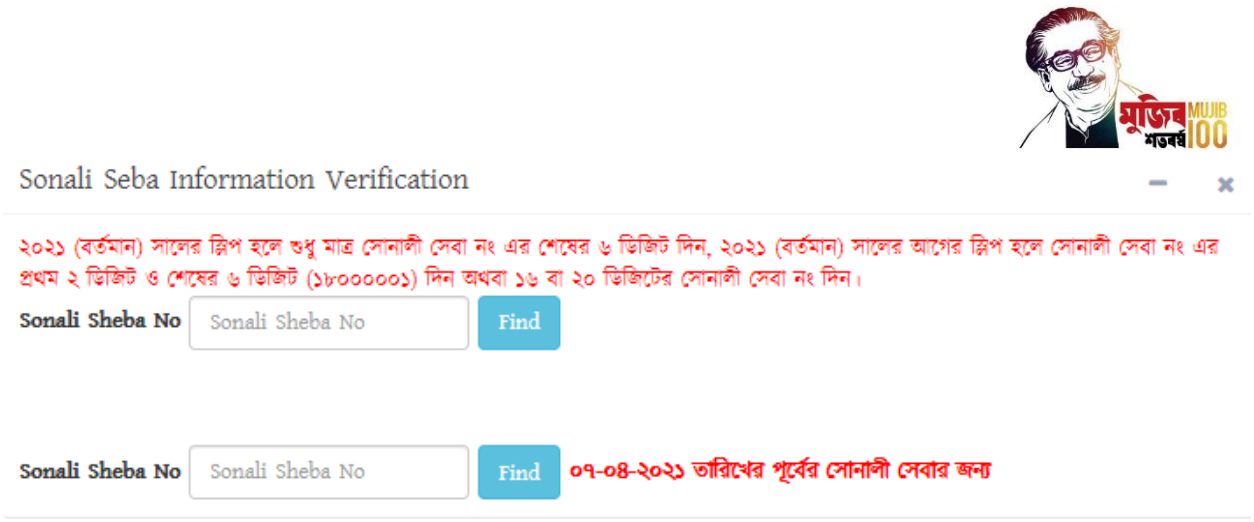

১৫. পরীক্ষার অনলাইন প্রবেশপত্র

ফরমপূরণ কার্যাদি সম্পন্ন হওয়ার পর বোর্ড তার নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রবেশপত্র অনলাইনে প্রেরণ করছে। ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নিজ নিজ কার্যালয়ে বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারছে এবং শিক্ষার্থীদের নিকট দ্রুত সময়ে সেটি হস্তান্তর করতে পারছে। পূর্বে বোর্ডের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রবেশপত্র ছাপাতে ও বিতরণ করতে ১-২ মাস সময় লেগে যেত এবং কাগজ ও প্রিন্টিং বাবদ অনেক খরচ হতো। বর্তমানে বোর্ডের প্রচুর কাগজ এবং প্রিন্টিং খরচ সাশ্রয় হয়েছে। বোর্ডের সেবাগুলোও দ্রুত প্রতিষ্ঠানগুলোতে পৌঁছে যাচ্ছে।

১৬. মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পরীক্ষক এবং প্রধান পরীক্ষকগণের বিল প্রদান

এই সেবাটি চালু হওয়ার মাধ্যমে পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকগণ সহজেই ঘরে বসে বিল পেয়ে উপকৃত হচ্ছেন।

সেবার পরিচিতি

বিষয়ভিত্তিক প্রধান পরীক্ষকগণের অধীনস্থ পরীক্ষকগণের বিল ও উত্তরপত্র মূল্যায়নের রিপোর্ট প্রধান পরীক্ষক নির্দিষ্ট প্যানেলের সহায়তায় অনলাইনে প্রেরণ করে থাকেন। পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকগণের পারিশ্রমিক মোবাইল ব্যাংকিং সিস্টেম-এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। তাছাড়া বোর্ড কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের এসএমএস-এর মাধ্যমে বিল প্রেরণের সংবাদ পৌঁছে দেন এবং শিক্ষক তা অবহিত হয়ে এটিএম বুথ হতে কোনো প্রকার কর্তন ছাড়া টাকা উত্তোলন করতে পারেন।

বাস্তবায়নের কারণ

বারবার বোর্ডে আসতে হতো এতে পাঠদান ব্যাহত হতো,
তদবির করা হতো এবং হয়রানির স্বীকার হতো। এতে তাঁর খরচ ও সময়ের অপচয় হতো
পূর্বে বিল পেতে ৮ থেকে ১০ মাস সময় লেগে যেত
সম্মানিত পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকগণের মানসিক **হয়রানি হতো**

বর্তমান সেবার সুবিধাসমূহ

অনলাইনে বিল দাখিল করে একমাসের মধ্যে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে টাকা প্রাপ্তি,
বার বার বোর্ডে যাতায়াত, সময়ের এবং খরচের অপচয়রোধ করা গেছে,
শিক্ষকদের কর্মঘণ্টার অপচয় রোধ করা গেছে,
প্রত্যেকে নিজ নিজ অ্যাকাউন্টে বিল পেয়ে যাচ্ছে।

১৭. ফলাফল আর্কাইভ

১৯৯৭ সাল হতে বর্তমান পর্যন্ত ফলাফল www.educationboardresults.gov.bd টেলিটকের ওয়েবসার্ভারে আর্কাইভ করা আছে।

১৮. মোবাইলে পরীক্ষার ফল ও বৃত্তির ফল প্রেরণ

করোনা মহামারির সময় এসএসসি পরীক্ষা ২০২০-এর ফল সর্বপ্রথম মোবাইলে এসএমএস-এর মাধ্যমে দেওয়া হয়। সেজন্য ফল প্রকাশের নির্দিষ্ট সময় আগে বোর্ডের নিজস্ব ওয়েবসাইট প্যানেলের মাধ্যমে **শিক্ষার্থীদের** কাছ থেকে নিজের অথবা অভিভাবকদের মোবাইল নম্বর বোর্ডের সার্ভারে প্রেরণ করতে হয়েছিল। সেই সাথে বৃত্তির ফলও একই পদ্ধতিতে দেওয়া হয়।

১৯. অনলাইন প্রশ্নব্যাংক

প্রশ্নপত্র ফাঁসরোধ, নির্ভুল ও মানসম্মত প্রশ্নপত্র-প্রণয়ন, গাইড বই ও কোচিং-নির্ভরতা বন্ধ করতে/কমাতে যশোর শিক্ষা বোর্ডের উদ্ভাবন অনলাইন প্রশ্নব্যাংক।

শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও প্রচলিত প্রশ্নপদ্ধতির ধারণাকে পাল্টে দিয়ে দেশের শিক্ষা বোর্ডগুলোর ইতিহাসে সম্পূর্ণ নতুন সংযোজন 'অনলাইন প্রশ্নব্যাংক', যা ইতোমধ্যে দেশের শিক্ষা বোর্ডগুলোতে, এমনকি সার্কভুক্ত দেশেও ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। এই সফটওয়ারটি ব্যবহার করে শিক্ষকগণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃজনশীল প্রশ্নকাঠামোর সাথে পরিচিত হতে পারছেন। শিক্ষক, শিক্ষার্থী উভয়ই এই সফটওয়ারের মাধ্যমে প্রশ্ন আপলোড করতে পারছেন।

যাত্রা শুরুর পটভূমি

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের শুরু থেকেই যশোর শিক্ষা বোর্ড আইসিটি ব্যবহার করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে বোর্ডের সকল প্রশাসনিক কার্যক্রমের সেবা অনলাইনে প্রদান শুরু করে। এরপর তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে কীভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁসরোধ, নির্ভুল ও মানসম্মত সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন, মডারেশন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনলাইনে প্রশ্নপত্র সরবরাহ করে পরীক্ষা গ্রহণ করা যায় সে লক্ষ্যে খসড়া আইডিয়া উপস্থাপন করে। পরীক্ষামূলকভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় যশোর শিক্ষা বোর্ডকে একটি সফটওয়ার তৈরি ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা (প্রাক-নির্বাচনি, নির্বাচনি, অর্ধ-বার্ষিক, বার্ষিক) গ্রহণের দায়িত্ব প্রদান করে।

প্রশ্নব্যাংকের মাধ্যমে অনলাইনে প্রশ্নপত্র সরবরাহ করে প্রাথমিক পর্যায়ে ২০১৬ সালে ১৬১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৪টি বিষয়ে প্রাক-নির্বাচনি পরীক্ষা সফলভাবে গ্রহণ করা হয়। এরপর ২০১৭ ও ২০১৮ সালে এ বোর্ডের অধীনে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণির সকল বিষয়ে, নবম ও দশম শ্রেণির ১৭টি বিষয়ে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

বর্তমানে যশোর শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদিত ২৭৮০টি নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির ৫টি বিষয়, অষ্টম শ্রেণির সকল বিষয়ের অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক এবং নবম শ্রেণির ১৯টি বিষয়ের অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষা, এসএসসি পরীক্ষার্থীদের প্রাক-নির্বাচনি ও নির্বাচনি পরীক্ষা প্রশ্নব্যাংকের মাধ্যমে অনলাইনে প্রশ্নপত্র সরবরাহ করে পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে।

চ্যালেঞ্জসমূহ

- নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ
- শক্তিশালী ব্যান্ডউইথ সমৃদ্ধ ইন্টারনেট সেবা

- নতুন উদ্ভাবন সম্পর্কে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রিন্টার স্বল্পতা
- শিক্ষক কর্তৃক প্রশ্নব্যাংকে প্রশ্ন আপলোড নিয়মিত না-রাখা।

গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

- এ বোর্ডের অধীন সকল প্রতিষ্ঠানের প্রধানশিক্ষক ও ১ জন সহকারী শিক্ষককে অনলাইনে প্রশ্নব্যাংকে প্রশ্নপত্র আপলোড, মডারেশন ও ডাউনলোডের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ।
- খুলনা বিভাগের সকল জেলা শিক্ষা অফিসার ও উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারগণের অংশগ্রহণে প্রশিক্ষণ কর্মশালা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীন BEDU কর্তৃক প্রশিক্ষিত সকল বিষয়ের সকল মাস্টার ট্রেইনারদের প্রশ্নব্যাংকে অনলাইনে প্রশ্ন আপলোড, মডারেশন ও ডাউনলোডের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ, বিভিন্ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ও কর্মকর্তা, প্রতিষ্ঠানপ্রধান, প্রশ্নপত্র আপলোড ও মডারেশনকারী শিক্ষকগণ ও শিক্ষাবিদগণের সমন্বয়ে সেমিনার করা হয়েছে।
- দক্ষ শিক্ষকগণের অংশগ্রহণে শ্রেণিভিত্তিক ও পরীক্ষাভিত্তিক সিলেবাস বিভাজনের লক্ষ্যে একাধিক সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে ।
- নির্ভুল প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য নির্বাচিত শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানপ্রধানদের শুদ্ধ বানান-লিখন ও সম্পাদনার কলাকৌশলের ওপর ৩ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত থাকবে।
- মানসম্মত প্রশ্ন আপলোডকারী শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ সম্মাননা হিসেবে সনদ ও প্রণোদনামূলক বিশেষ পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিটের (BEDU) বিশেষজ্ঞগণের সাথে একাধিক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে।
- পরীক্ষা চলার সময়ে প্রশ্ন আপলোডকারী, মডারেটর, প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ ও বোর্ডের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে পরীক্ষার্থী, শ্রেণিশিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানপ্রধানের মতামত ও সুপারিশ গ্রহণ করা হয়েছে।

- বর্ণিত কর্মশালা/সেমিনার ও মতবিনিময় সভা থেকে প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশের আলোকে প্রশ্নব্যাংক সফটওয়ারটি আপডেট করা হয়েছে।

এ উদ্যোগে যা যা কল্যাণ বয়ে এনেছে

২০১০ সাল থেকে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ শুরু হলেও প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষিত শিক্ষক না থাকায় গাইড থেকে প্রশ্নপত্র-প্রণয়ন বা গাইড ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য বা সমিতি কর্তৃক নিম্নমানের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করে পরীক্ষা গ্রহণের ফলে শিক্ষার্থীদের চিন্তনদক্ষতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের মধ্যে হতাশা বিদ্যমান ছিল।

প্রশ্নব্যাংক সফটওয়ারটি সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির কাঠামো মেনেই তৈরি করা হয়েছে বিধায় শিক্ষক প্রশ্ন আপলোড করতে গেলেই ধাপেধাপে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির প্রতিটি স্তর মেনেই আপলোড সম্পন্ন করতে হয় । যে কারণে আপলোডকৃত প্রশ্নটি মানসম্মত হবে, সাথে সাথে শিক্ষকেরও সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির ওপর অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনলাইনে প্রশ্নপত্র আপলোডের ফলে আপলোডকারী শিক্ষক এর আইসিটিতেও দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রশ্নব্যাংকের প্রশ্নপত্রে সাজেশন বা গাইড বই থেকে কোনো প্রশ্ন আসে না বিধায় শ্রেণিশিক্ষক এনসিটিবি কর্তৃক প্রদত্ত পাঠ্যপুস্তক পাঠদানে বাধ্য হচ্ছেন ।

বোর্ড প্রদত্ত মানসম্মত প্রশ্নে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রশ্নভীতি ও পাবলিক পরীক্ষা ভীতি দূর হচ্ছে।

পাঠ্যপুস্তককেন্দ্রিক নির্ভুল ও মানসম্মত প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিতে পারায় শিক্ষার্থী গাইড বই বা কোচিং বা সাজেশনবিমুখ হয়ে পাঠ্যপুস্তক পাঠে মনোযোগী হয়েছে।

২৭৮০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠানপ্রধান, কর্মরত প্রায় ৪৭,০০০ শ্রেণিশিক্ষক ও যশোর বোর্ডের অধীন ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত প্রায় ১০ লক্ষ শিক্ষার্থীর শিক্ষামানে পরিবর্তন এসেছে।

ভবিষ্যতে দেশের পাবলিক পরীক্ষা বা ভর্তি বা চাকরি পরীক্ষা গ্রহণে সুদূরপ্রসারী অবদান রাখবে।

TCV/গ্রাফ/ছবি

ইনোভেশন কার্যক্রমের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও কর্মপরিকল্পনার প্রতিবেদন

১	২	৩	৪	৫			৬	৭	৮
আইডিয়ার শিরোনাম	**সেবা গ্রহীতা**	**সমস্যা**	**সমাধান**	**প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV)**			**প্রত্যাশিত ব্যয় (টাকা)**	**রিসোর্স প্রাপ্তি**	**মন্তব্য**
				আগে	**পরে**	**পরিবর্তন**			
প্রশ্নপত্র ফাঁসরোধ, নির্ভুল ও মানসম্মত প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, গাইড বই ও কোচিং-নির্ভরতা বন্ধ করতে যশোর শিক্ষা বোর্ডের উদ্ভাবন **অনলাইন প্রশ্নব্যাংক**	যশোর শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী, সকল শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানপ্রধান	সাজেশনের নামে প্রশ্নফাঁস, নির্দিষ্ট শিক্ষকের নিকট প্রাইভেট পড়ার ইচ্ছে পোষণ, প্রাইভেট স্যারের নিকট হতে খাতা কাটার সময় বেশি নম্বর প্রাপ্তির ইচ্ছা, প্রাইভেট না পড়লে সাজেশন কমন না পড়া, বিদ্যালয়ে ফলাফল খারাপ করা, সমিতির নিম্নমানের প্রশ্ন ক্রয়, সমিতির কমিশন বাণিজ্য, গাইড নির্ভর প্রশ্ন, শিক্ষকদের শ্রেণি কক্ষে পাঠদানের চেয়ে কোচিং কিংবা প্রাইভেট পড়াতে আগ্রহ বেশি ইত্যাদি।	অনলাইনে নিজ প্রতিষ্ঠানে বসেই মাত্র ১ মিনিটে প্রশ্নব্যাংক হতে প্রতিষ্ঠানপ্রধান প্রশ্নপত্র ডাউনলোড করতে পারনে এবং পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার নির্ধারিত সময়ের পূর্বে নিজ উদ্যোগে অথবা কেন্দ্র স্কুলের সহায়তায় প্রশ্নপত্র ছাপানোর কাজ সম্পন্ন করতে পারবেন।	সময় (T) : ১৫ দিন খরচ (C) : ২৫০০/- যাতায়াত (V) : ০৪ বার	সময় (T) : ০১ দিন খরচ (C) : ১০০০/- যাতায়াত (V) : ০০ বার	সময় (T) : ১৪ দিন (কমবে) খরচ (C) : ১৫০০/- (কমবে) যাতায়াত (V) : ০৪ বার (কমবে)	পরীক্ষার্থী কর্তৃক মাথা পিছু ১০/- বোর্ড ফি মাত্র	নিজস্ব তহবিল	সেবাটি চালু রয়েছে

ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে যশোর শিক্ষা বোর্ডের সার্বিক ডিজিটাল কার্যক্রম উপস্থাপন করেন তৎকালীন সচিব ড. মোল্লা আমীর হোসেন।

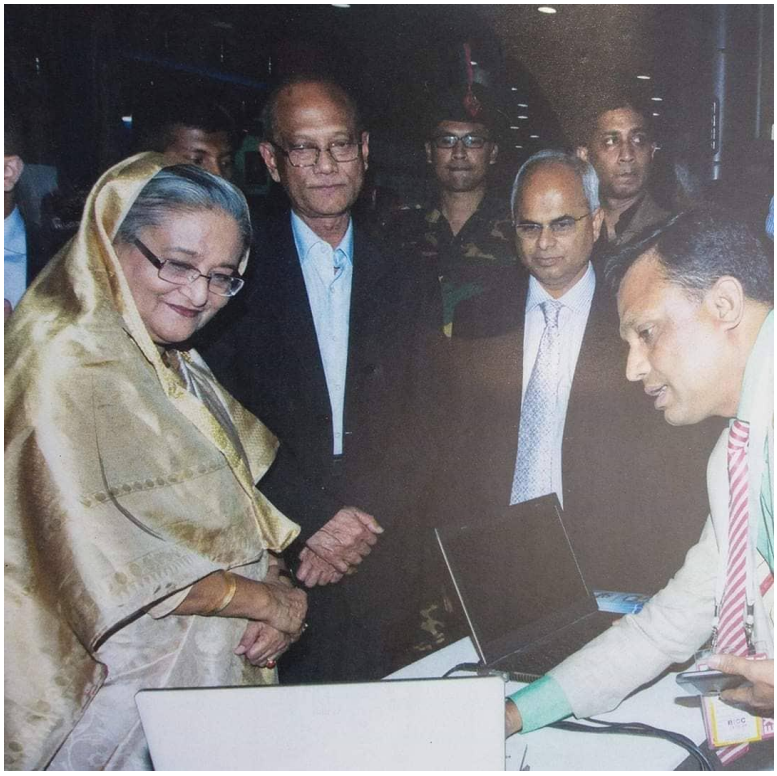

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকায় অনুষ্ঠিত ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৬ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যশোর শিক্ষা বোর্ডের প্রশ্নব্যাংক সফটওয়্যারের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন।

বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টার, ঢাকায় অনুষ্ঠিত ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড-২০১৭ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় যশোর বোর্ডের প্রশ্নব্যাংকের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন।

সাতক্ষীরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রশ্নব্যাংকে প্রশ্ন আপলোড, প্রশ্ন সংগ্রহ ও পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন কর্মকর্তাগণের সাথে যশোর শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাগণের মতবিনিময়

ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ যশোর শিক্ষা বোর্ডের প্রশ্নব্যাংকের প্রশ্নের উপর মত বিনিময় করছেন।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী (সাবেক), শিক্ষাবিদ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ, বিভিন্ন বোর্ডের চেয়ারম্যানগণ ও বেড়ুর বিশেষজ্ঞগণের অংশগ্রহণে কক্সবাজারে পরীক্ষা সংস্কারের উপর কর্মশালায় প্রশ্নব্যাংকের উপর পর্যালোচনায় অংশগ্রহণকারী দল।

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকায় অনুষ্ঠিত ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড-২০১৭ এ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় অতিরিক্ত সচিব যশোর বোর্ডের প্রশ্নব্যাংকে অনলাইনে পরীক্ষায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করছেন।

একনজরে অনলাইন প্রশ্নব্যাংক

ক) অনলাইন প্রশ্নব্যাংকের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র সরবরাহ করে বোর্ডের আওতাধীন সকল নিম্ন-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম শ্রেণির অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক এবং দশম শ্রেণির প্রাক-নির্বাচনি ও নির্বাচনি পরীক্ষা গ্রহণ।

খ) যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে কর্মরত সকল বিষয় শিক্ষকের মাধ্যমে অনলাইনে সৃজনশীল (রচনামূলক ও বহুনির্বাচনি) প্রশ্ন আপলোড প্যানেল তৈরি। এ প্যানেলের মাধ্যমে শিক্ষকবৃন্দ পরীক্ষাভিত্তিক প্রশ্ন আপলোড করে থাকেন।

গ) বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকদের মাধ্যমে আপলোডকৃত প্রতিটি প্রশ্ন একাধিক মডারেটরগণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পেয়ে অনলাইনে মডারেশন করে থাকেন। বোর্ড থেকে অনলাইনে মনোনীত মডারেটরগণ অনলাইনে পরীক্ষাভিত্তিক প্রশ্নপত্র মডারেশন করে থাকেন। প্রতিটি প্রশ্নপত্র কমপক্ষে ২ জন মডারেটরের মাধ্যমে মডারেশন নিশ্চিত হলেই প্রশ্নপত্র প্রশ্নব্যাংকে জমা হয়।

ঘ) মডারেশনকৃত প্রশ্নপত্র অধিকতর মানসম্মত করার লক্ষ্যে অনলাইন যৌথ মডারেশন প্যানেল তৈরি করা হয়েছে। ৩/৪ জন মডারেটর অনলাইনে একই সময় যুক্ত হয়ে চূড়ান্ত মডারেশন করে থাকেন।

ঙ) প্রতিষ্ঠানপ্রধান অনলাইনে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ডাউনলোড করে পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকেন। এজন্য ডাউনলোড প্যানেল তৈরি করা হয়েছে।

বাস্তবায়নের কারণ

- প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধ
- শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন
- মানসম্মত সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন
- সৃজনশীল পদ্ধতির সাথে বাধ্যতামূলক পরিচিতি
- সমিতির নিম্নমানের প্রশ্ন
- কোচিং সেন্টার ও গাইড বই নির্ভরতা কমবে
- ভবিষ্যতে দেশের পাবলিক পরীক্ষা বা ভর্তি বা চাকরি পরীক্ষা গ্রহণ সুদূরপ্রসারী অবদান রাখবে।

বর্তমান সেবার সুবিধাসমূহ

- যশোর বোর্ডের অধীনে এলাকার কর্মরত মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল প্রধানশিক্ষক নিজে প্রশ্নপত্র ডাউনলোড করে পরীক্ষা গ্রহণ করার সক্ষমতা অর্জন করেছেন।
- পাঠ্যপুস্তককেন্দ্রিক নির্ভুল ও মানসম্মত প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা গ্রহণ করতে পেরে গাইড ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন।
- বছরের সুবিধাজনক সময়ে একটি-একটি করে প্রশ্ন আপলোড করে সংরক্ষণ করা যায়। সেজন্য বেশ সময় নিয়ে প্রশ্ন করা যায় এবং প্রশ্নের মান ভালো হয়।
- পরীক্ষা অনুষ্ঠানের দিন স্বল্প সময় পূর্বে (বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পরীক্ষা অনুষ্ঠানের দিন সকালে ৩০-৬০ মিনিট পূর্বে) বোর্ড থেকে প্রশ্নপত্র প্রশ্নব্যাংকে আপলোড করলে প্রতিষ্ঠানপ্রধান ডাউনলোড করে থাকেন। সুতরাং, প্রশ্ন ফাঁসের সম্ভাবনা থাকে না।

- শ্রেণিশিক্ষকের সাজেশন থেকে প্রশ্ন না থাকায় শিক্ষার্থীরা শ্রেণিশিক্ষকের নিকট জিম্মি থাকার কোনো সম্ভাবনা থাকে না বা প্রাইভেট পড়তে বাধ্য হয় না।
- বোর্ডের নামাঙ্কিত প্রশ্নপত্র বিদ্যালয়ের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় স্বল্প খরচে ভালো মানের কাগজে প্রিন্টকৃত প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিয়ে পরীক্ষার্থী দারুণ খুশি।
- প্রশ্ন ব্যাংকে অনলাইনে প্রশ্ন আপলোড ও মডারেশন করলে শিক্ষককে সম্মানী দেওয়া হয়।

জাতীয় পর্যায়ে অনলাইন প্রশ্নব্যাংকের সুবিধাসমূহ

- শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন
- মানসম্মত সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন
- প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধ
- সৃজনশীল পদ্ধতির সাথে বাধ্যতামূলক পরিচিতি
- সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির সকল নিয়ম না মানলে প্রশ্ন আপলোড হবে না
- সকল শিক্ষককে প্রশ্ন প্রণয়নে অংশগ্রহণ ও সিলেবাস-পাঠদান সম্পর্কে ধারণা প্রদান
- পরীক্ষাগ্রহণ প্রস্তুতিতে সময় ও অর্থের সাশ্রয়
- একই প্রশ্ন বার বার প্রাইভেট শিক্ষক কর্তৃক সাজেশন নির্ভর পড়াশুনার অবসান
- অভিজ্ঞ মাস্টার ট্রেইনারগণ কর্তৃক প্রশ্নপত্র অনলাইনে মডারেশন
- সবসময় আনকমন প্রশ্ন সরবরাহ করবে, ফলে কোচিং সেন্টার ও গাইড বই নির্ভরতা কমবে
- প্রচলিত সমিতির প্রশ্ন বয়কট ইত্যাদি।

অনলাইনে শিক্ষক কর্তৃক প্রশ্ন আপলোড

যশোর বোর্ডের অধীনে অনুমোদিত সকল শিক্ষক প্রতিষ্ঠানপ্রধান কর্তৃক নির্বাচিত বিষয়ে অধ্যায়ভিত্তিক রচনামূলক ও বহুনির্বাচনি প্রশ্ন বাধ্যতামূলক প্রতিনিয়ত আপলোড করছেন। একজন শিক্ষক অনলাইন প্রশ্নব্যাংক সফটওয়ার ব্যবহার করে প্রশ্ন আপলোড করছেন।

অনলাইনে শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রশ্ন আপলোড

প্রতিষ্ঠানপ্রধান কর্তৃক অনুমোদিত **শিক্ষার্থী** বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত আইডি ও পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে যথারীতি প্রশ্ন আপলোড করছে।

অনলাইনে প্রশ্ন মডারেশন

বোর্ড কর্তৃক অনলাইনে অনুমোদিত অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দ স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রাপ্ত প্রশ্ন প্রয়োজনীয় মডারেশন করবেন। প্রতিটি প্রশ্ন ০৩ জন শিক্ষকের দ্বারা মডারেশন নিশ্চিত হলেই শুধু প্রশ্নটি প্রশ্নব্যাংক গ্রহণ করবে। প্রশ্নের মানোন্নয়নে প্রয়োজনে একাধিক মডারেটর Discussion Panel-এ ভিডিও কনফারেন্স করতে পারেবেন।

অনলাইনে প্রশ্নপত্র মডারেশন

প্রশ্ন মডারেশন প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত প্রশ্ন হতে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র মডারেশন টিমসমূহ প্রতি পত্রের জন্য ১৫/২০ সেট প্রশ্নপত্র তৈরি করবেন এবং সেখান থেকে নির্ধারিত সময়ে যে-কোনো একটি প্রশ্নপত্র কেন্দ্র কর্তৃক ডাউনলোড করার সুযোগ থাকবে।

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ডাউনলোড

প্রতিষ্ঠানপ্রধানের মোবাইলে One Time Password (OTP) প্রদানের মাধ্যমে অর্ধ-বার্ষিক, বার্ষিক, প্রাক-নির্বাচনি ও নির্বাচনি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ডাউনলোড করে পরীক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন।

অনলাইন ক্লাসটেস্ট

পাঠ্যপুস্তক বুঝে বুঝে পাঠের পর শিক্ষার্থী নিজেকে নিজেই যাচাই করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। পাঠের ফাঁকে ফাঁকে চোখ বন্ধ করে নিজেকে প্রশ্ন করে অন্তরচক্ষু দিয়ে উত্তর মিলিয়ে নেয় । এভাবে ধীরে ধীরে অধ্যায়ের পর অধ্যায় অনুশীলন করে নিজের বাইরের কারো প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে আপন দক্ষতা যাচাই করতে শিক্ষার্থীরা উৎসুক হয়ে ওঠে।

অনেক সময় মা-বাবা, গৃহশিক্ষকের করা প্রশ্ন মনমতো না হওয়ায় খুঁজতে থাকে ঘরের বাইরে কোথাও বা কারও কাছে। উৎসুক এ শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে বিশেষ সুবিধা নেওয়ার জন্য এক শ্রেণির অসাধু গাইড ব্যবসায়ী ক্লাসটেস্টের নামে গড়ে তুলেছে অনলাইনে পরীক্ষাবাণিজ্য। শিক্ষার্থীরা অনলাইনে ক্লাসটেস্টের নামে ভুলেভরা গাইডের প্রশ্নে সহজ পরীক্ষা দিতে দিতে ঝুঁকে পড়েছে গাইডের দিকে ।

শিক্ষার্থীদের মেধাযাচাই ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৭ সালে বোর্ডের ওয়েবসাইটে সংযুক্ত করা হয়েছে ই-ক্লাস টেস্ট। যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অনলাইনে MCQ/CQ উভয় ধরনের টেস্ট দিয়ে পরীক্ষার পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারছে। সুশিক্ষায় এর নেতিবাচক প্রভাব যশোর শিক্ষাবোর্ড উপলব্ধি করে ই-ক্লাস টেস্ট সফটওয়্যার তৈরি করে বাস্তবায়ন করেছে। অভিজ্ঞতার আলোকে ই-ক্লাস টেস্ট সফটওয়্যারটি আধুনিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

অনলাইন ক্লাসটেস্ট-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ

শিক্ষকগণ অধ্যায়ভিত্তিক পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক MCQ এবং সৃজনশীল প্রশ্ন আপলোড করে থাকেন।

- শিক্ষকগণ অধ্যায়ভিত্তিক পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বোর্ড কৃর্তক নির্ধারিত সংখ্যক MCQ এবং সৃজনশীল প্রশ্ন আপলোড করে থাকেন।
- বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষকগণ অনলাইনে প্রশ্ন মডারেশন করে থাকেন ।
- শিক্ষার্থীরা বোর্ড থেকে প্রদত্ত ID Number ও Password-এর মাধ্যমে Login করে অনলাইনে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পায় ।
- এমসিকিউ প্রশ্নের পরীক্ষা শেষ হবার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মূল্যায়ন ও ফল প্রকাশ হয়।
- অনলাইনে পরীক্ষা গ্রহণ ও মূল্যায়নে প্রযুক্তির ব্যবহার প্রসারিত হয়েছে ।
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থী পাঠ্যবইমুখী হবে ।
- পাঠ্যপুস্তককেন্দ্রিক নির্ভুল ও মানসম্মত প্রশ্নে শিক্ষার্থীরা অনলাইনে ক্লাসটেস্ট দিতে পেরে গাইড ও কোচিং বিমুখ হবে ।
- বছরের সুবিধাজনক সময়ে অধ্যায়ভিত্তিক একটি একটি করে প্রশ্ন আপলোড করে শিক্ষক সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নে দক্ষতা অর্জন করবে ।
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর আইসিটিতে দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে ।

প্রশ্নব্যাংক সফটওয়্যার ব্যবহারবিধি

প্রশ্ন আপলোড পদ্ধতি

প্রতিষ্ঠানপ্রধানের করণীয়

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর এর ওয়েবসাইট www.jessoreboard.gov.bd এর Question Bank → Enter ক্লিক করে LOG IN পেজে প্রতিষ্ঠানের EIIN এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর হতে প্রদত্ত পাসওয়ার্ড Institute Panel এ ইনপুট করে লগ ইন করতে হবে । Manage Teacher → Teacher List হতে Approved করে Teacher Approved List থেকে Allot Class এ ক্লিক করে শিক্ষক যে শ্রেণিতে যে বিষয়ে পাঠদান করেন তা Select করে Submit করতে হবে । এভাবেই প্রতিষ্ঠানপ্রধান তার অধীনস্থ শিক্ষককে প্রশ্নব্যাংকে প্রশ্ন আপলোড করার অনুমতি প্রদান করবেন ।

প্রধানশিক্ষক Question Set List Menu থেকে অধীনস্থ শিক্ষক কর্তৃক আপলোডকৃত সকল প্রশ্নপত্রের পরিসংখ্যান দেখতে পারবেন ।

প্রশ্ন আপলোডকারীর পূর্ব প্রস্তুতি

ক. আপনি যে পরীক্ষার জন্য (অর্ধ-বার্ষিক/বার্ষিক/প্রাক-নির্বাচনি/নির্বাচনি পরীক্ষা) প্রশ্ন আপলোড করতে যাচ্ছেন, সে বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর থেকে প্রকাশিত অভ্যন্তরীণ পরীক্ষাভিত্তিক সিলেবাস বিভাজন-২০২১ অনুসারে প্রশ্ন আপলোড করা আবশ্যক ।

খ. আপলোডের সময় পাঠ্যপুস্তকের আলোকে প্রত্যেকটি প্রশ্নের শিখনফল প্রয়োজন হবে ।

গ. অনলাইনে প্রশ্ন আপলোডের জন্য আপলোডকারীর সুবিধাজনক সময়ে UNICODE এ (NikoshBAN বা SutonnyOMJ) Font এ টাইপ/ইমেজ প্রস্তুত (বিষয়, অধ্যায় ও শিখনফলসহ) করে সংরক্ষণ করা থাকলে অনলাইনে স্বল্প সময়ে প্রশ্ন আপলোড করা যাবে ।

প্রশ্ন আপলোডকারী যে প্রক্রিয়ায় প্রশ্ন আপলোড করবেন

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর এর ওয়েবসাইট (www.jessoreboard.gov.bd) এর Question Bank → Enter ক্লিক করে উক্ত বোর্ড হতে প্রদত্ত ১০ সংখ্যার OTP ID পূর্বে ১৩ যুক্ত করে User Name এর ফিল্ড এ OTP ID লিখুন (উদাহরণ ১ : আপনার শিক্ষক আইডি *০০০০০*৩১৭৬৬ হলে আপনার User Name হবে ১৩*০০০০০*৩১৭৬৬) ।

পাসওয়ার্ড টাইপ করে LOG IN করে Online Question Bank Portal-এ আপনার প্রোফাইলে প্রবেশ করুন (পাসওয়ার্ড পরিবর্তন/ম্যাচ না করলে/ভুলে গেলে Forgot Password-এ ক্লিক করে Enter User Name ফিল্ডে আপনার ১৩ যুক্ত (১২ সংখ্যার) OTP ID লিখুন। Enter Mobile No. ফিল্ডে বোর্ডের OTP প্যানেলে ইতঃপূর্বে প্রদত্ত আপনার মোবাইল নম্বরটির পূর্বে +৮৮ যুক্ত করে Submit করলেই আপনার পরিবর্তিত পাসওয়ার্ডটি মোবাইল ফোনে ম্যাসেজ পেয়ে যাবেন)।

প্রশ্ন আপলোড

প্রশ্ন আপলোড করার জন্য Manage Question → Upload Question এ ক্লিক করুন। পরীক্ষাভিত্তিক (অর্ধ-বার্ষিক/বার্ষিক/প্রাক-নির্বাচনি/নির্বাচনি পরীক্ষার জন্য) এক একটি করে পূর্ণসেট (Creative/Multiple Choice Question) প্রশ্নপত্র আপলোড করার জন্য Question Set Upload Button এ ক্লিক করে Class → Exam → Subject Select করে Next বাটনে ক্লিক করলে Question Paper প্যানেল পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন আপলোডের জন্য Upload, আপলোডের পর সংশোধনের জন্য Edit দেখার জন্য Preview অপশনে প্রবেশ করুন। প্যানেলের সব কয়টি প্রশ্ন Submit সম্পন্ন করে (প্রয়োজনীয় সংশোধন নিশ্চিত হবার পর) Final Submit করতে হবে।

কোনো নির্দিষ্ট পরীক্ষার জন্য নয় এমন প্রশ্ন (সৃজনশীল অথবা বহুনির্বাচনি) আপলোড করার জন্য Single Question Upload- অপশনে ক্লিক করুন।

(**বি.দ্র.:** Final Submit নিশ্চিত না করলে আপনার আপলোডকৃত প্রশ্নসেট প্রশ্ন ব্যাংকে জমা হয়নি বলে বিবেচিত হবে। Final Submit সম্পন্ন হলে আপনাকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর-এর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মহোদয় কর্তৃক একটি নিশ্চিতকরণমূলক ম্যাসেজ প্রেরণ করা হবে। Final Submit এর পর আপনি এ প্রশ্নপত্রটি আর দেখতে বা কোনোরূপ এডিট/পরিবর্তন করার সুযোগ পাবেন না।)

ইংরেজি প্রশ্ন আপলোড পদ্ধতি

প্রতিষ্ঠানপ্রধানের করণীয়

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর-এর ওয়েবসাইট (www.jessoreboard.gov.bd) এর Question Bank → Enter ক্লিক করে LOG IN পেজে প্রতিষ্ঠানের EIIN এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর হতে প্রদত্ত পাসওয়ার্ড Institute Panel এ ইনপুট করে লগইন করতে হবে । Manage Teacher → Teacher List হতে Approved করে Teacher Approved List থেকে Allot Class-এ ক্লিক করে শিক্ষক যে শ্রেণিতে যে বিষয়ে পাঠদান করেন তা Select করে Submit করতে হবে । এভাবেই প্রতিষ্ঠানপ্রধান তার অধীনস্থ শিক্ষককে প্রশ্নব্যাংকে প্রশ্ন আপলোড করার অনুমতি প্রদান করবেন ।

প্রতিষ্ঠানপ্রধান অধীনস্থ শিক্ষকদের প্রশ্ন আপলোড তদারকির জন্য Institute Panel-এর Question Set List Menu থেকে অধীনস্থ শিক্ষক কর্তৃক আপলোডকৃত সকল স্বতন্ত্র প্রশ্ন/পূর্ণসেট প্রশ্নের পরিসংখ্যান দেখতে পারবেন ।

প্রশ্ন আপলোডকারীর পূর্ব প্রস্তুতি

i) আপনি যে পরীক্ষার জন্য (অর্ধ-বার্ষিক/বার্ষিক/প্রাক-নির্বাচনি/নির্বাচনি পরীক্ষা) প্রশ্ন আপলোড করতে যাচ্ছেন, সে বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর থেকে প্রকাশিত অভ্যন্তরীণ পরীক্ষাভিত্তিক সিলেবাস বিভাজন-২০১৯ অনুসারে প্রশ্ন আপলোড করা আবশ্যক ।

ii) আপলোডের সময় পাঠ্যপুস্তকের আলোকে প্রত্যেকটি প্রশ্নের শিখনফল প্রয়োজন হবে

iii) অনলাইনে প্রশ্ন আপলোডের জন্য আপলোডকারীর সুবিধাজনক সময়ে MS Word এ টাইপ/ইমেজ প্রস্তুত (Subject, Chapter ও Learning Outcome)সহ করে সংরক্ষণ করা থাকলে Copy করে অনলাইনে প্যানেলে Paste করে দিলে স্বল্প সময়ে প্রশ্ন আপলোড করা যাবে ।

English প্রশ্ন আপলোডকারী শিক্ষক যে প্রক্রিয়ায় প্রশ্ন আপলোড করবেন

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর এর ওয়েবসাইট (www.jessoreboard.gov.bd) এর Question Bank → Enter ক্লিক করে উক্ত বোর্ড হতে প্রদত্ত ১০ সংখ্যার OTP ID পূর্বে ১৩ যুক্ত করে User Name এর ফিল্ড-এ OTP ID লিখুন (উদাহরণ ১ : আপনার শিক্ষক আইডি ০০০০০৩১৭৬৬ হলে আপনার User Name হবে ১৩০০০০০৩১৭৬৬) । পাসওয়ার্ড টাইপ করে LOG IN করে Online Question Bank Portal এ আপনার প্রোফাইলে প্রবেশ করুন ।

প্রশ্ন আপলোড

প্রশ্ন আপলোড করার জন্য Manage Question → Upload Question-এ ক্লিক করুন । আপনি যে পরীক্ষার **জন্য প্রশ্ন আপলোড করবেন (**অর্ধ-বার্ষিক/বার্ষিক/প্রাক-নির্বাচনি/নির্বাচনি

পরীক্ষার জন্য) **একটি** একটি করে পূর্ণ ১ সেট প্রশ্নপত্র আপলোড করার জন্য (Non CQ Question set Upload) এ ক্লিক করে Class → Exam → Subject Select করে Submit বাটনে ক্লিক করলে Question Paper প্যানেল পাওয়া যাবে। প্রশ্ন আপলোডের জন্য Upload, আপলোডের পর সংশোধনের জন্য Edit দেখার জন্য Preview অপশনে প্রবেশ করুন। প্যানেলের সব কয়টি প্রশ্ন Submit সম্পন্ন করে (প্রয়োজনীয় সংশোধন নিশ্চিত হবার পর) Final Submit করতে হবে।

(**বি.দ্র.**: Final Submit নিশ্চিত না করলে আপনার আপলোডকৃত প্রশ্নসেট প্রশ্ন ব্যাংকে জমা হয়নি বলে বিবেচিত হবে। Final Submit সম্পন্ন হলে আপনাকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর এর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মহোদয় কর্তৃক একটি নিশ্চিতকরণমূলক ম্যাসেজ প্রেরণ করা হবে। Final Submit এর পর আপনি এ প্রশ্নপত্রটি আর দেখতে বা কোনোরূপ এডিট/পরিবর্তন করার সুযোগ পাবেন না)

English First Paper এ Question-১০ Graph /Chart এ Image set Up এর জন্য:

নিচের প্যানেলের Box এর মধ্যে ক্লিক করুন এবং Image( ) ক্লিক করুন।

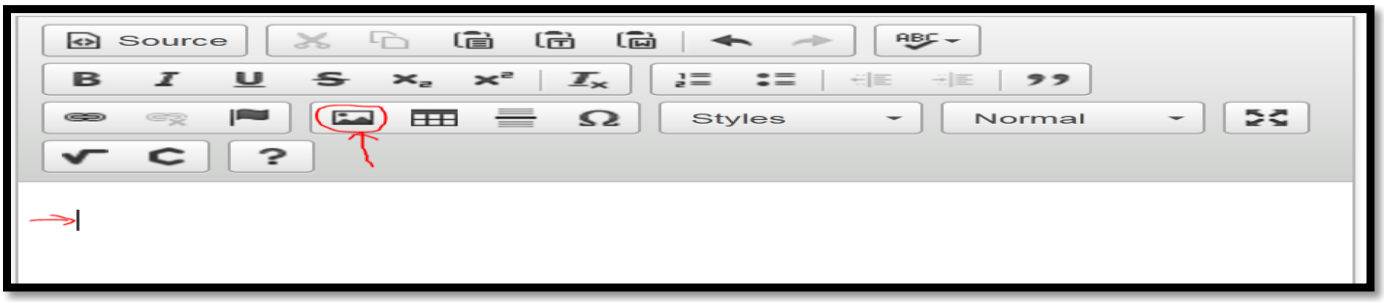

তারপর Upload এ ক্লিক করুন

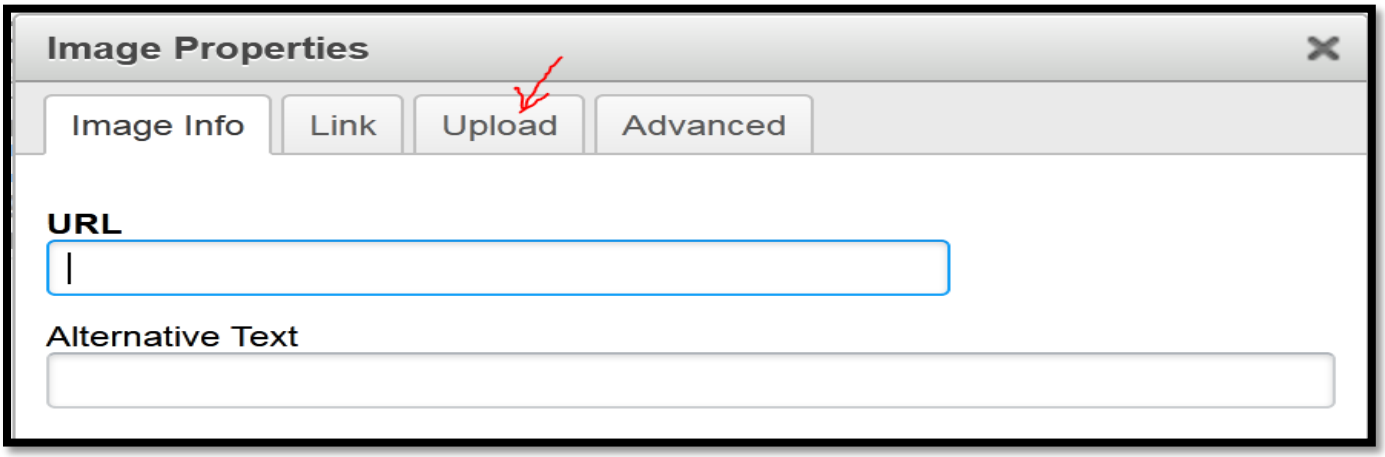

তারপর Browse এ ক্লিক করে আপনার প্রস্তুত করে রাখা Graph/Chart/Table এর ইমেজ সিলেক্ট করুন এবংতারপর Send it to the server এ ক্লিক করুন

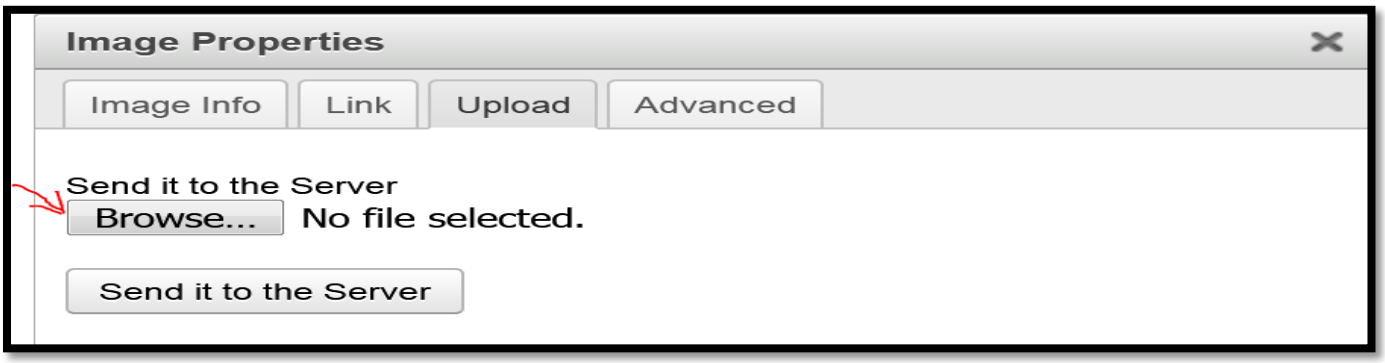

তখন নিচের ড্যাশবোর্ড পাবেন। এখানে URL থেকে www থেকে বামে সব ডিলিট করে Enter প্রেস করুন।

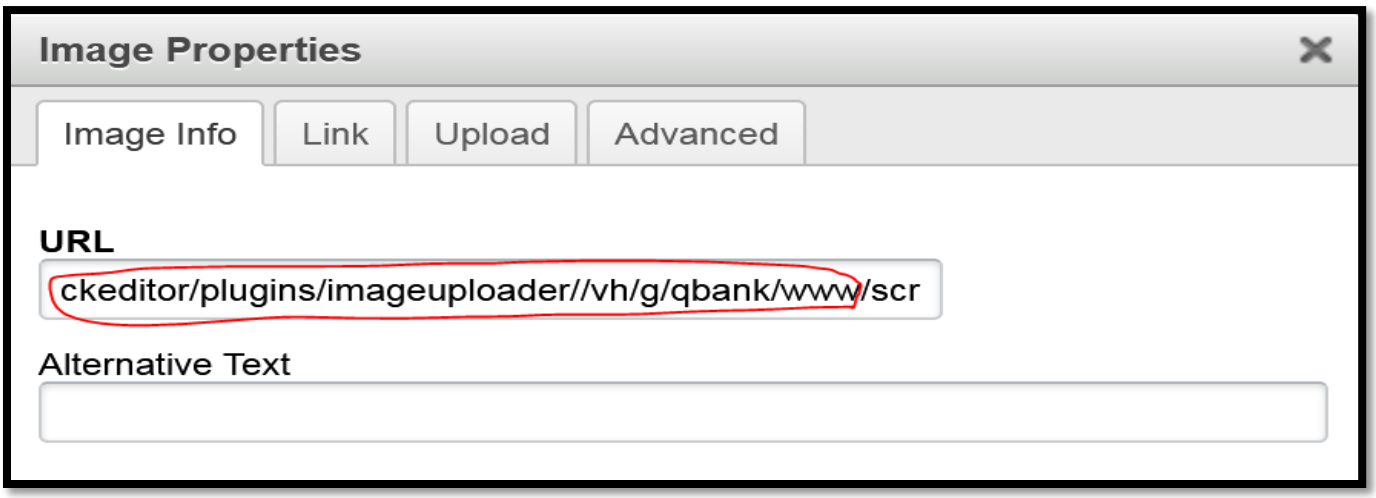

অর্থাৎ ডিলিট করতে হবে URL থেকে এই অংশটুকু ckeditor/plugins/imageuploader//vh/g/qbank/www কিন্তু /scr অংশটুকু থাকবে।

পাসওয়ার্ড পরিবর্তন/ম্যাচ না করলে/ভুলে গেলে

লগইন পেজ থেকে Forgot Password এ ক্লিক করে Enter User Name ফিল্ডে আপনার ১৩ সংখ্যাটি শুরুতে যোগ করে ১২ সংখ্যার OTP ID নম্বর লিখুন । Enter Mobile No. ফিল্ডে বোর্ডের OTP প্যানেলে ইতঃপূর্বে প্রদত্ত আপনার মোবাইল নম্বরটির পূর্বে +৮৮ যুক্ত করে Submit করলেই আপনার পরিবর্তিত পাসওয়ার্ডটি মোবাইল ফোনে ম্যাসেজ পেয়ে যাবেন ।

“প্রশ্নব্যাংক থেকে প্রশ্ন ডাউনলোড করার ম্যানুয়াল”

- প্রশ্নব্যাংকে প্রশ্ন Upload করার মতই প্রশ্ন Download করার ক্ষেত্রেও প্রথমেই আমাদের Browser এর Address bar এ www.jessoreboard.gov.bd লিখে যশোর বোর্ড এর Website এ প্রবেশ করতে হবে।
- তারপর যথারীতি Question Bank লেখা সবুজ Button এর উপর ক্লিক করতে হবে, তারপর Enter লেখা Button এর উপর ক্লিক করতে হবে।

❖ তারপর আমাদের Sign In Box এ User Name এর ঘরে বিদ্যালয়ের EIIN নম্বর লিখে ও Password এর ঘরে যশোর বোর্ড কর্তৃক প্রদেয় Passwordটি লিখে Log In লেখা Button এর উপর ক্লিক করতে হবে।

(বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এক্ষেত্রে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক বা অন্য কোনো শিক্ষকের ব্যক্তিগত Password দেওয়া যাবে না)

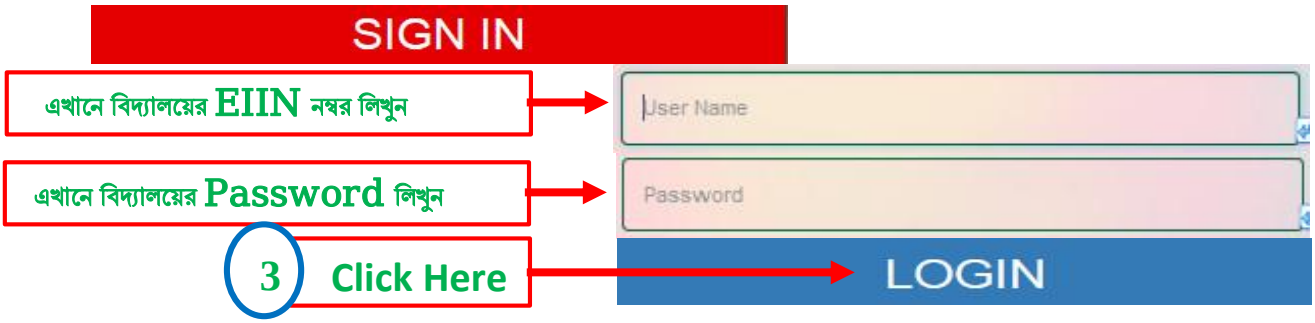

❖ এরপর বিদ্যালয়ে প্রবেশ করার পর Question Bank Portal এর বামদিকে যে Button গুলো দেখা যাবে তা থেকে Download Question লেখা Button-এ ক্লিক করতে হবে।

❖ এরপর যে Page টি আসবে তা থেকে আমাদের Class ,Subject ,Question Type ও Exam Type Select করে Submit to Generate Code লেখা Button-এ ক্লিক করতে হবে।

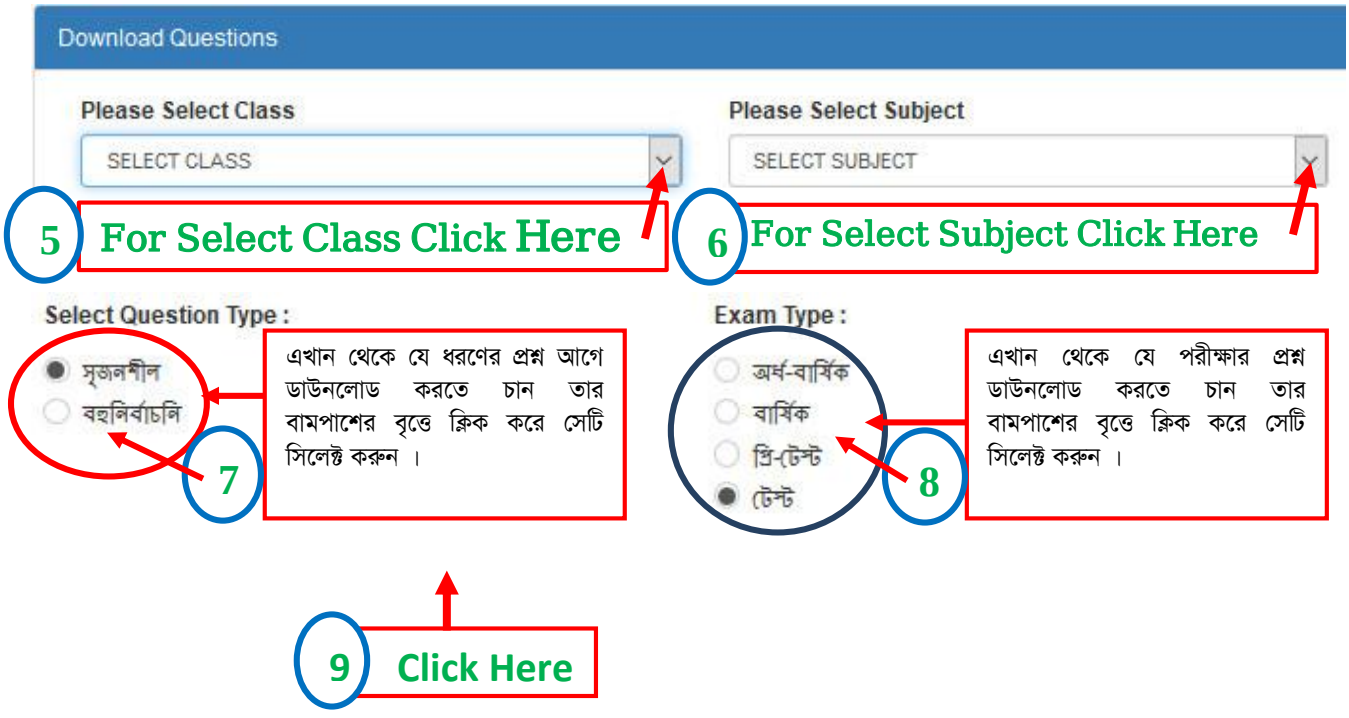

❖ তারপর যে পেজটি আসবে তাতে Code/Password Generate এর নিচে একটি বক্স আছে। সেই বক্সে বিদ্যালয়ের EIIN নম্বর ও প্রতিষ্ঠানপ্রধানের মোবাইল নম্বর দেখা যাবে। তার নিচে Send Button এ ক্লিক করতে হবে।

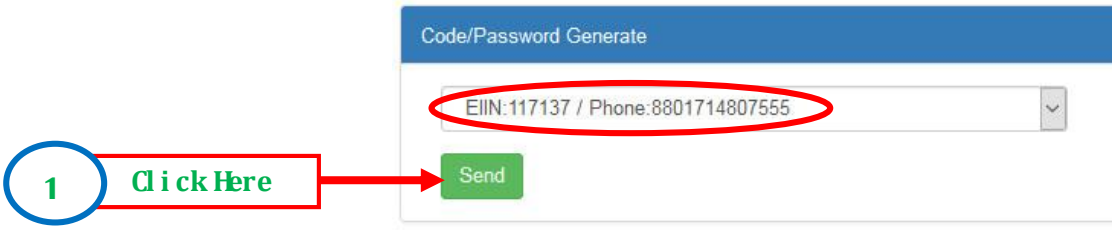

❖ Send Button এ ক্লিক করার সাথে সাথে পূর্বের Web Pageটি প্রদর্শিত হবে এবং প্রধানশিক্ষকের মোবাইলে একটি One Time Password স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে আসবে।

❖ Passwordটি Enter Code/Password লেখা-এর নিচের Box-এ সঠিকভাবে লিখতে হবে। তারপর Submit to Download লেখা Button এ ক্লিক করতে হবে।

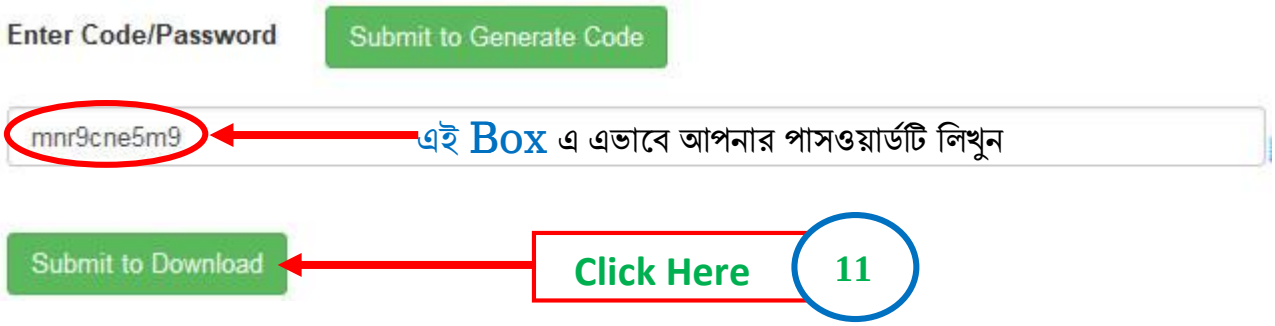

❖ সর্বশেষ নিচের মতো একটি Save Dialog Box প্রদর্শিত হবে। সেখান থেকে Save File Select করে Ok লেখা Button-এ Click করতে হবে।

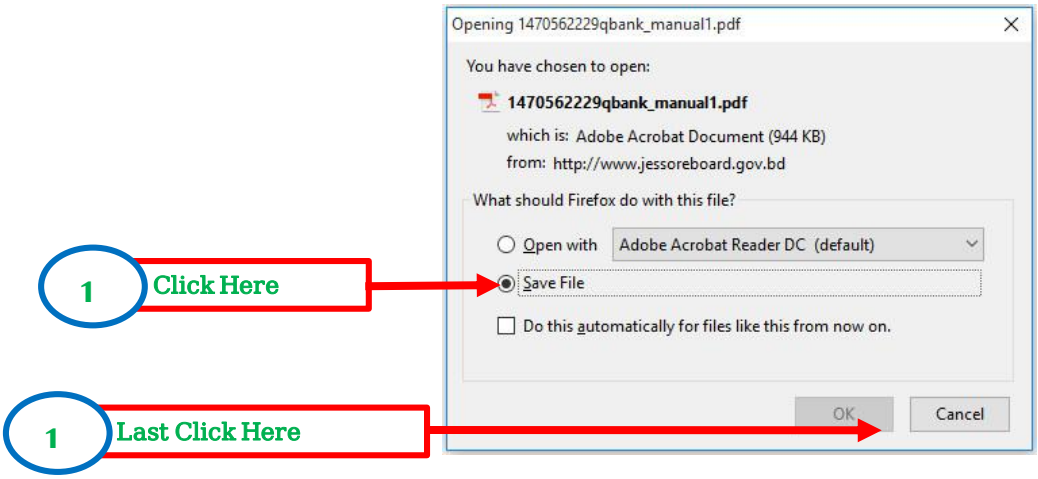

*** Save করা প্রশ্নটি কম্পিউটারের Download Menu-এর মধ্যে পাওয়া যাবে ।

প্রশ্নব্যাংক থেকে পাসওয়ার্ড পুনরুদ্ধার করার ম্যানুয়াল

- প্রথমে Address bar-এ www.jessoreboard.gov.bd লিখে যশোর শিক্ষা বোর্ড-এর ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে হবে।
- তারপর যথারীতি Question Bank লেখা সবুজ বাটনে ক্লিক করতে হবে এবং তারপর Enter লেখা বাটনের উপর ক্লিক করতে হবে।

- তারপর যে SIGN IN Box আসবে সেখান থেকে Forgot Password-এর উপর ক্লিক করতে হবে।

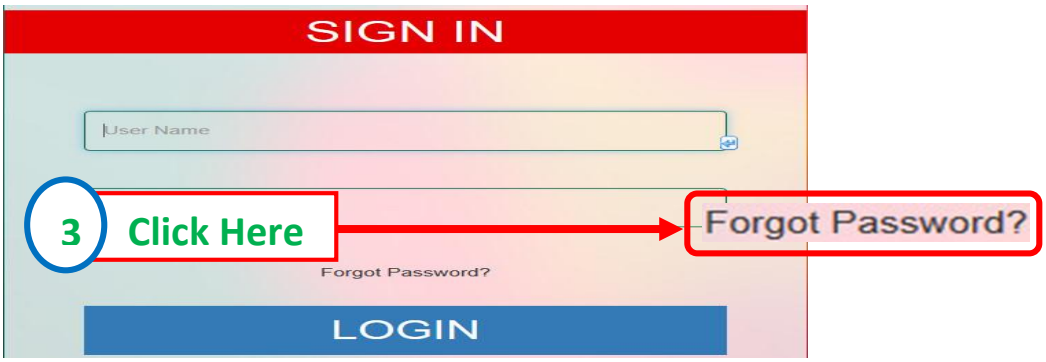

- ক্লিক করলে যে Fly Out Boxটি আসবে সেখানে Enter User Name-এর ঘরে যশোর বোর্ড থেকে প্রাপ্ত Teacher ID-এর পূর্বে (১৩) লিখে তারপর Teacher IDটি লিখতে হবে (যেমন – ১৩০০০০০০০১৯৮) এবং Enter Mobile No-এর ঘরে Country Code অর্থাৎ (+৮৮০)-সহ মোবাইল নম্বর লিখতে হবে। (যেমন - ৮৮০১৭৫৬৫২৭৭৭৭) তারপর Submit করতে হবে। তাহলে আপনার মোবাইলে Jessore Board কর্তৃক SMS-এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে Passwordটি প্রেরণ করা হবে।

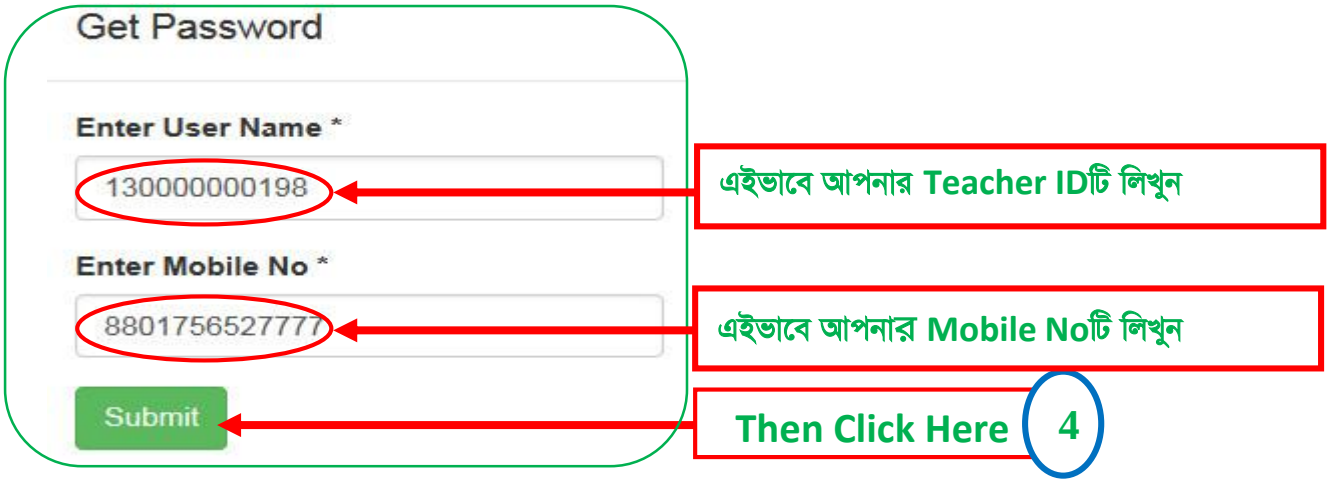

বিশেষভাবে লক্ষণীয়

- ✓ Question Bank থেকে Forgot Password Option ব্যবহার করে এভাবে পাসওয়ার্ড Recovery করা যাবে যদি পূর্বেই Individual Teacher's Profile এ মোবাইল নম্বর Country Code-সহ অর্থাৎ (৮৮০১৯১১৪৬০৩১৩) এভাবে যদি Add করা থাকে।
- ✓ Teacher's Profile এ যদি উপরিউক্ত উপায়ে Country Code-সহ মোবাইল নম্বর Add না-করা থাকে। তাহলে মোবাইলে SMS আসবে না।
- ✓ তবে এই সমস্যা শুধু সমস্যায়পতিত শিক্ষকের প্রতিষ্ঠানপ্রধান বা প্রধানশিক্ষক সমাধান করতে পারবেন। এক্ষেত্রে প্রধানশিক্ষকদের নিম্নোক্ত উপায়ে উক্ত শিক্ষকের Profile Edit করে সঠিকভাবে মোবাইল নম্বর Add করতে হবে।

সঠিকভাবে মোবাইল নম্বর Add করতে প্রতিষ্ঠানপ্রধানের করণীয়

- ♣ সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠানের EIIN ও Password দিয়ে Question Bank এ লগইন করতে হবে।
- ♣ তারপর বামপাশে Dashboard এর নিচের সবুজ ট্যাবগুলো থেকে Manage Teacher-এ Click করতে হবে। তারপর Approved List-এ Click করতে হবে ।

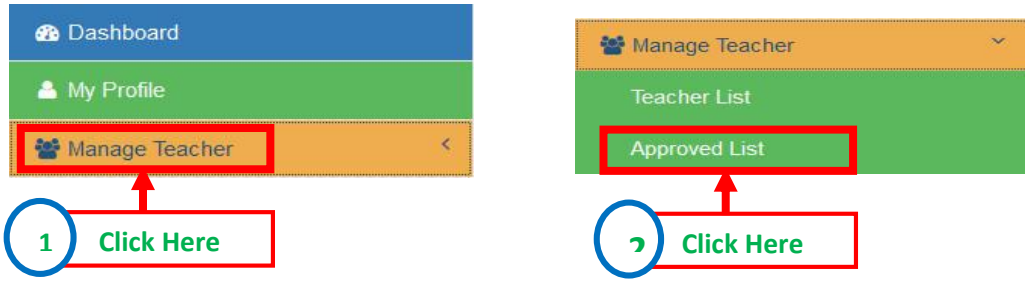

- ♣ তারপর Teacher Approved List থেকে যে শিক্ষকের মোবাইল নম্বর সংশোধন করতে হবে, তাঁর নামের পাশে Edit Option এ Click করতে হবে।

- ♣ তারপর Edit Teacher-এর Mobile Field-এ Mobile No. এর আগে (৮৮০) যোগ করে এবং অন্য সকল Field এ সব তথ্য দিয়ে Submit Button এ Click করতে হবে।

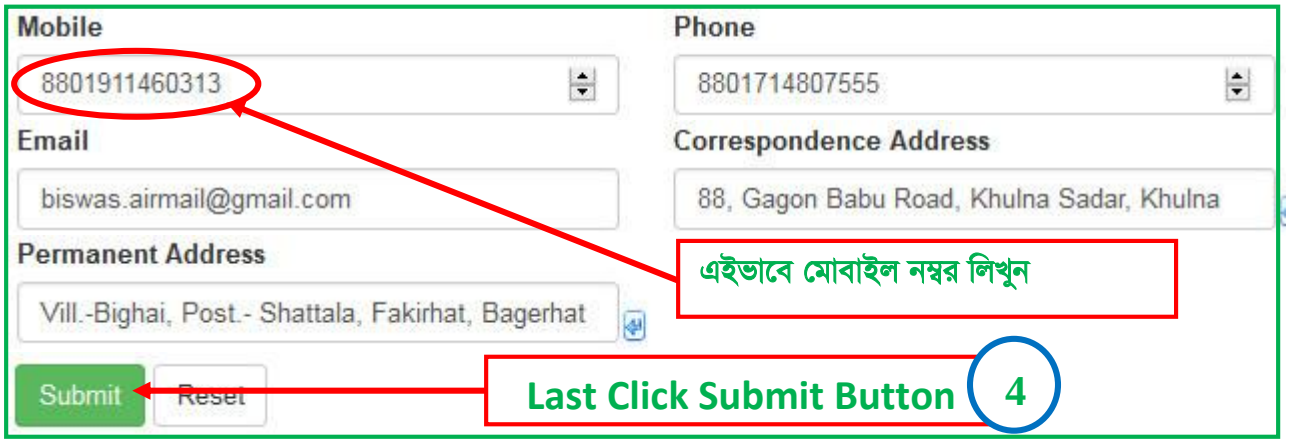

- ♣ তাহলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক Forgot Password থেকে Password Recovery করতে পারবে।

[এক্ষেত্রে স্মরণীয়, প্রশ্নব্যাংক থেকে শুধু Individual বা ব্যক্তিগত পাসওয়ার্ড Recovery বা পুনরুদ্ধার করা যাবে। প্রতিষ্ঠানের Password Recovery করা যাবে না। সেক্ষেত্রে যশোর বোর্ড-এর সহায়তা নিতে হবে]

বিশেষ লক্ষণীয়

অবশ্যই প্রধানশিক্ষকের Mobile এর Inbox Full কি না দেখে নিতে হবে । কারণ Inbox Full থাকলে SMS দেখা যাবে না ।

২০. একাদশ ভর্তি কার্যক্রমে বাদ পড়াদের অনলাইনে ভর্তি

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বুয়েট ও শিক্ষা বোর্ডগুলো সমন্বয়ে সমন্বিত ভর্তি কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতিবছর একাদশ শ্রেণিতে অনলাইনে শিক্ষার্থী ভর্তি **করা হয় এবং একাদশ শ্রেণির রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা হয়। অবশিষ্ট যারা কোথাও ভর্তি হতে পারে না ম্যানুয়েল ভর্তির জন্য অপেক্ষায় থাকে তাদের একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির কার্যক্রম** যশোর বোর্ডের নিজস্ব সফটওয়্যারের মাধ্যমে সম্পূর্ণ **অনলাইনে** ভর্তি **করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।**

২১. কলেজ-স্কুলের কমিটি অনুমোদন ও এর চিঠি অটোজেনারেট

এই সেবাটি বোর্ড পূর্ব থেকে দিয়ে আসছে এবং ভবিষ্যতে দিয়ে যাবে। তাই হয়রানি, ঘুস, দুর্নীতি, ও অনিয়ম প্রতিরোধে সেবাটিকে ই-ফাইলের আওতায় এনে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে। অটোজেনারেট চিঠি প্রদান করায় TVC 'Zero' তে নেমে এসেছে। অর্থাৎ বোর্ডের সেবা পেতে কোন সময়ক্ষেপণ (Time) হচ্ছে না, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও প্রতিষ্ঠানপ্রধানকে আগের মতো বোর্ডে আসা (Visit) লাগছে না বিধায় যাওয়া আসা খরচ (Cost) শূন্যে নেমে এসেছে।

২২. স্বীকৃতি নবায়ন ও এর চিঠি অটোজেনারেট

এই সেবাটি বোর্ড পূর্ব থেতে দিয়ে আসছে এবং ভবিষ্যতে দিয়ে যাবে। তাই হয়রানি, ঘুস, দুর্নীতি, ও অনিয়ম প্রতিরোধে সেবাটিকে ই-ফাইলের আওতায় এনে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে।

২৩. ই-টিসি

পিতামাতার সরকারি চাকরি কিংবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের বদলির কারণে তাদের সন্তানদের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে বদলি হতে হয়। তাই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিষ্ঠানে বদলি (নিজ বোর্ডে) এখন অনলাইন ই-টিসি সেবার মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে।

অনলাইন অ্যাকাউন্টস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

উদ্যোগ গ্রহণের তারিখ : ১ এপ্রিল, ২০১৪

কিভাবে : যশোর শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তা ও প্রোগ্রামারদের নিজেস্ব আইডিয়া ও সম্পাদনায় তৈরি

ব্যয় : নাই

পূর্ববর্তী সেবার পদ্ধতি : শিক্ষা বোর্ড থেকে যেকোন সেবা গ্রহণের জন্য ফিসের ব্যাংকড্রাফট আবেদনের সাথে জমা দিতে হতো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সারিবদ্ধ লাইনে দাঁড়িয়ে আবেদন জমা দিতে হতো এবং সময় অপচয় হতো। ব্যাংক ড্রাফট বোর্ডের হিসাব গ্রহণ শাখায় গ্রহণ করে ব্যাংকে প্রেরণ করা হতো।

পূর্ববর্তী সেবার সমস্যাসমূহ

- বোর্ডে এসে আবেদন জমা দিতে হতো
- ব্যাংক ড্রাফট একাধিকবার ব্যবহারের সুযোগ ছিল
- তালিকা তৈরির প্রক্রিয়া জটিল হওয়ায় বিলম্ব হতো
- ব্যাংক ড্রাফটের হিসাবে গড়মিল দেখা যেতো
- ব্যাংকের ব্যালেন্সের সাথে বোর্ডের ব্যাংক ড্রাফটের মিল রাখা ঝামেলাপূর্ণ
- কোন কোন সময় ব্যাংক ড্রাফটের হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিলো

- বাজেট তৈরি প্রক্রিয়া জটিল
- ক্যাশবুক তৈরি বিলম্ব হতো
- খাতওয়ারী আয় ও ব্যয়ের হিসেব প্রক্রিয়া ঝামেলাপূর্ণ
- নথি তদারকি কঠিন হতো

উদ্দেশ্য

যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সকল প্রতিষ্ঠান প্রধানের EIIN এর বিপরীতে, সেবা গ্রহীতার নিকট থেকে আইডি ও মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে খাতওয়ারী অনলাইনে

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সকল প্রতিষ্ঠান প্রধানের EIIN এর বিপরীতে, সেবা গ্রহীতার নিকট থেকে আইডি ও মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে খাতওয়ারী অনলাইনে পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে ফিস গ্রহণ করা হয় । সকল ব্যয়ের নথি ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে উপস্থাপন, প্রক্রিয়া ও অনুমোদনের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করে চেক প্রিন্ট করা হয়। এ সকল ডাটা ব্যবহার করে প্রয়োজন অনুসারে ক্যাশবহি ও ভাউচার তৈরি ও সংরক্ষণ করা হয় ।

- অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে ফিস গ্রহণ ও সকল ব্যয় ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা করা ।
- দেশের যে কোন স্থান থেকে যে কোন সময় অনলাইনে আবেদন করতে পারবে ।
- অনলাইনে স্লিপ প্রিন্ট করে যে কোন শাখার মাধ্যমে সেবা ফিস জমা করতে পারে ।
- ফিস জমা দেওয়ার সাথে সাথে ক্যাশ বই আপডেট হয়ে যায় ।
- সেবা নিষ্পত্তি করার পূর্বে নিমিষেই চেক হয়ে যায় ।
- প্রতিদিন ব্যাংক হিসাবে জমাকৃত ফিস ক্যাশ বইয়ের সাথে মিলকরণ হিসাব করা হয়।
- খাতভিত্তিক হিসাব সংরক্ষণ করা হয় ।
- সেবাগ্রহীতাদের সেবা প্রদান ঝামেলা মুক্ত ও সহজ করা ।
- সময় অপচয় রোধ করা ও তাৎক্ষণিক সেবা প্রদান করা ।
- বোর্ডের আওতাধীন সকল পাবলিক পরীক্ষার প্রায় ৩০ হাজার পরীক্ষক, প্রধান পরীক্ষক ও নিরীক্ষকদের বিল মোবাইলে অ্যাকাউন্টের মধ্যমে প্রদান করা হয় ।
- সকল ধরনের বিল সফটওয়্যারের মাধ্যমে তৈরি করে চেক প্রিন্ট প্রদান করা হয় ।

- সকল ব্যয়ের হিসাব ডিজিটিলাইজ ক্যাশ বইয়ের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয় । ব্যয়ের চেক প্রিন্টের সাথে সাথে ক্যাশ বইয়ে নির্ধারিত খাতে ব্যয় উত্তোলিত হয় ।

প্রভাব

- বোর্ডে না এসেই সেবা গ্রহীতা অনলাইনে ফিস জমা দিতা পারেন
- ই-ফাইলে নিষ্পত্তি হওয়ায় পেপারলেস অফিসে রূপান্তরে দিকে আরও একধাপ এগিয়েছে যশোর বোর্ড
- দুর্নীতির সুযোগ নেই বললেই চলে
- ৩০ হাজার ব্যক্তিকে ৩০ হাজার চেক তৈরী করতে পূর্বে ২ বছর সময় লাগতো । বর্তমানে ফলাফল প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে পরীক্ষকদের সম্মানী প্রদান করা হয়

■ মুজিববর্ষে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ

১. অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কার্ড সংশোধন (অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি)

যশোর শিক্ষা বোর্ডের সার্ভারে ফাইনাল সাবমিট দেওয়ার পর যৌক্তিক ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনের জন্য বোর্ডের ওয়েবসাইটে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির রেজিস্ট্রেশন কার্ড অনলাইনে প্রদর্শন করা হয়। প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ কার্যালয়ে থেকে নিবন্ধন ডাটা সংশোধন করতে পারছে। এর জন্য তাদেরকে আর বোর্ডে আসতে হয় না। সবশেষে যাচাইয়ের জন্য শিক্ষার্থীর মোবাইলে লিংক পাঠানো হয়। ফলে কোন ভুল থাকে না।

২. অনলাইন ভর্তি বাতিল (ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি)

ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে ভর্তি বাতিল করতে শিক্ষার্থী অভিভাবকদের বিভিন্ন হয়রানির স্বীকার হতে হয়, তার লাঘবে যশোর শিক্ষা বোর্ড ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির জন্য অনলাইনে ভর্তি বাতিলের সেবা চালু করেছে।

৩. অনলাইন বিল পেমেন্ট ফর সেটার অ্যান্ড মডারেটর

সেটার মডারেটরদের বিল এখন অনলাইনে দ্রুততার সহিত প্রসেস করে বিল পরিশোধ করা হচ্ছে। মোবাইলে SMS নোটিফিকেশনের মাধ্যমে তা শিক্ষকদের জানিয়ে দেওয়া হয়।

৪. অনলাইন ক্লাসরুম

যশোর বোর্ডের ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত ভিডিও ক্লাস ডিজিটাল ডিভাইস ও ইন্টারনেট এর সহায়তায় ঘরে বসে পাঠগ্রহণ পদ্ধতি হচ্ছে অনলাইন ক্লাসরুম। যশোর বোর্ডের অনলাইন ক্লাসরুম কার্যক্রম শুরু হয় এপ্রিল ২০২০ খ্রি. হতে।

বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোল্লা আমীর হোসেন এর উদ্ভাবক। এতে বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষকদের প্রায় ৫৫,০০০ ভিডিওক্লাস আপলোড করা আছে। প্রতিদিনই এর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা শিক্ষার্থীরা যথারীতি ক্লাস হিসেবে চর্চা করছে।

যশোর শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে অনলাইন ক্লাসরুম বাটনটি ক্লিক করে একজন শিক্ষক নির্দিষ্ট টাইটেল, বিষয়কোড ও অধ্যায় উল্লেখ করে ৪০-৫০ মিনিটের একটি ভিডিও লেকচার আপলোড করছেন। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর ধারাবাহিকতা রেখে পুনঃপুন ভিডিও আপলোড করতে পারবেন। ফলে শিক্ষার্থীরা স্বনামধন্য শিক্ষকদের ক্লাসটি বারবার বাসায় বসে দেখতে পারছে।

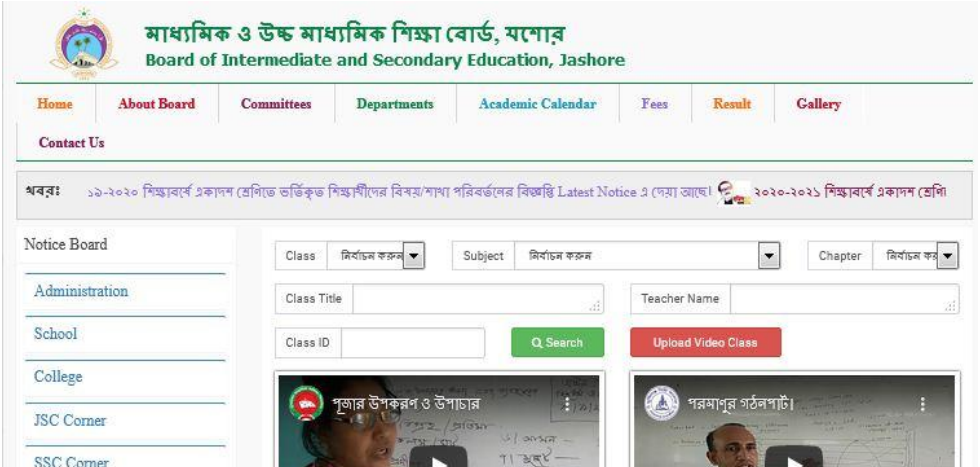

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোরের ওয়েবসাইটে কীভাবে Video Class Upload করা যায়:

১। সর্বপ্রথম ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করে যে-কোন ব্রাউজার ব্যবহার করে ব্রাউজারের হোমপেজের ওয়েবঅ্যাড্রেস বারে www.jessoreboard.gov.bd লিখে কী-বোর্ডের enter বাটন চাপ দিলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোরের ওয়েবসাইটের হোমপেজটি খুলবে।

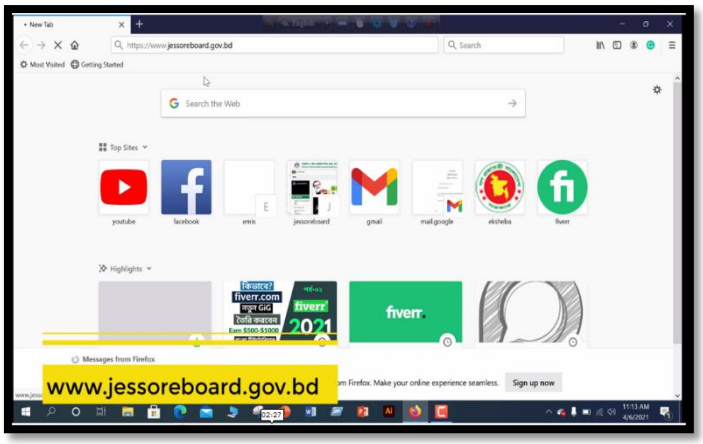

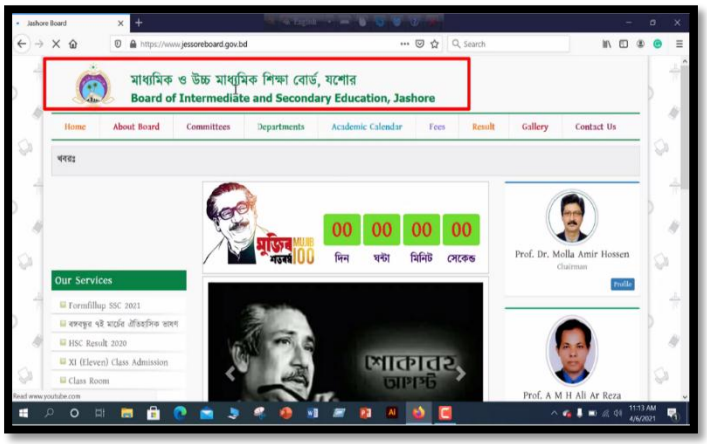

২। **মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোরের ওয়েবসাইটের হোমপেজের** বামপাশের ড্যাশবোর্ডে Class Room-এ ক্লিক করলে আমাদের সামনে Class Room-এর পৃষ্ঠাটি ওপেন হবে।

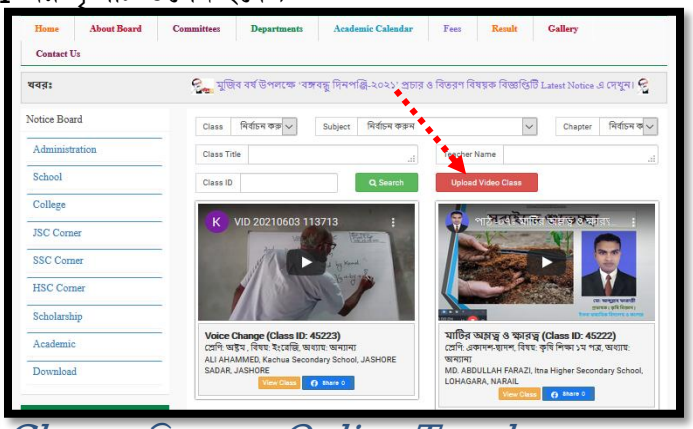

৩। Class Room-এর পৃষ্ঠা থেকে Upload Video Class-এ ক্লিক করলে Online Teacher Profile নামে একটি পৃষ্ঠা খুললে Teacher Login Panel-এ টিচার আইডি নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে Login করতে হবে।

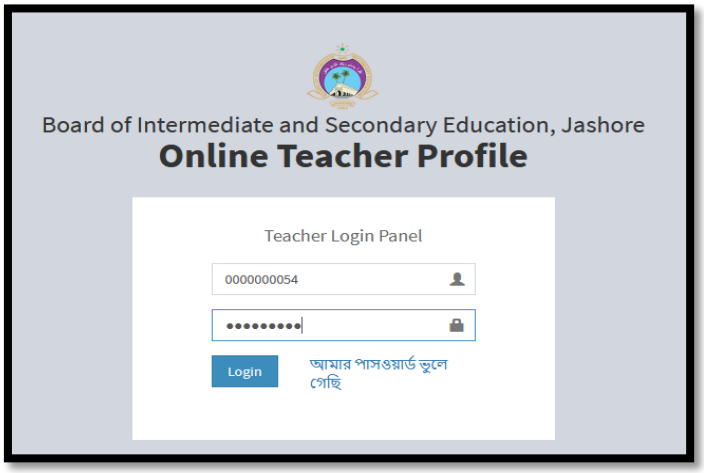

৪। AdminJBT নামে একটি পৃষ্ঠা খুলবে সেখান থেকে বামপাশের ড্রপডাউনে ক্লিক করে Video Class থেকে Add Video Class-এ ক্লিক করলে Add Video Class নামে একটি পৃষ্ঠা খুলবে।

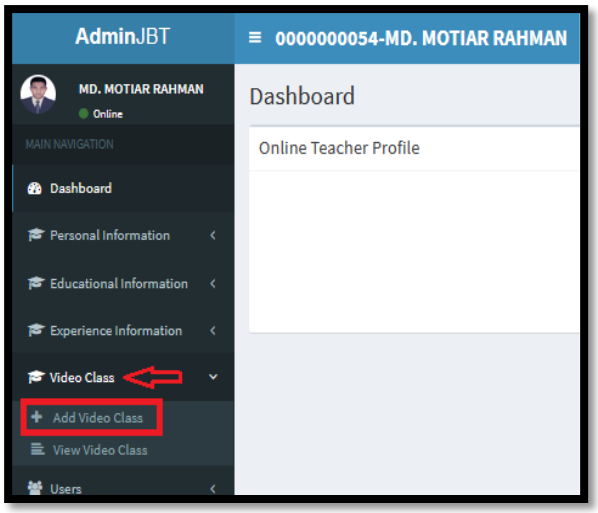

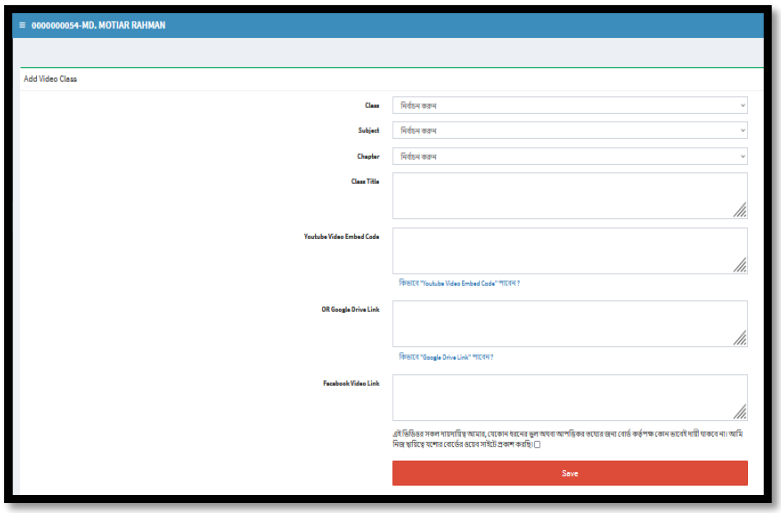

৫। Add Video Class-এ কোনো ক্লাসের ভিডিও আপলোড করতে চাই সেই Class, Subject, Chapter ড্রপডাউনে ক্লিক করে নির্ধারণ করতে হবে । এছাড়া কাঙ্ক্ষিত ভিডিও-এর ক্লাস ও বিষয় অনুসারে Class Title লিখতে হবে। এরপর Youtube Video Embed Code অথবা OR Google Drive Link অথবা Facebook Video Link লিখতে হবে।

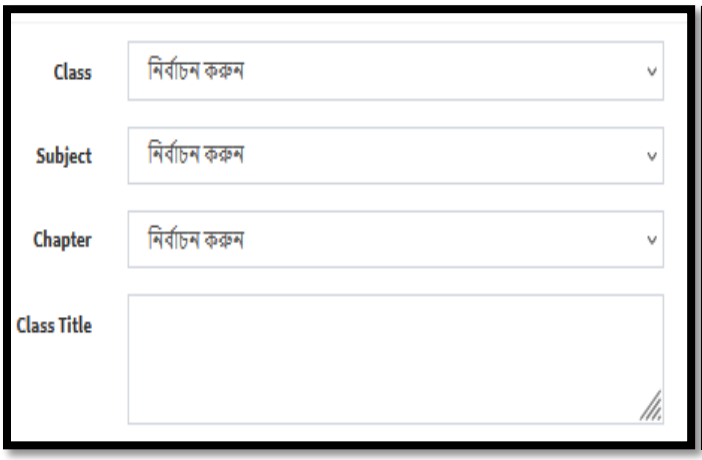

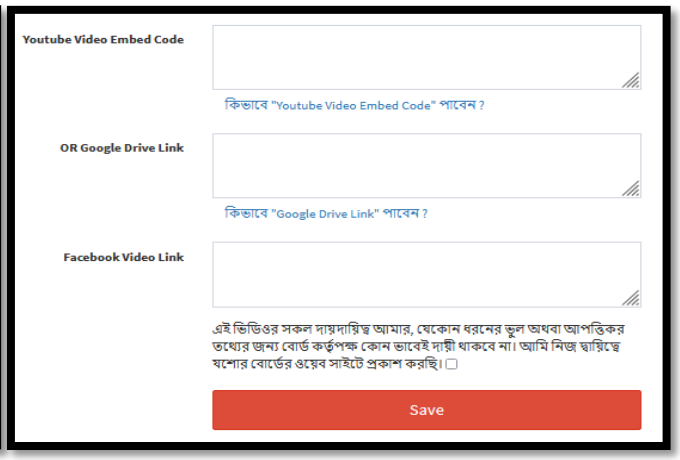

৬। “এই ভিডিওর সকল দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের, যে-কোনো ধরনের ভুল অথবা আপত্তিকর তথ্যের জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষ কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না। আমি নিজ দ্বায়িত্বে যশোর বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করছি।” এই লেখাটির পাশে বক্সে চিহ্ন ☑ দিয়ে নিচে Save বাটনে ক্লিক করলে video Classটি upload হয়ে যাবে।

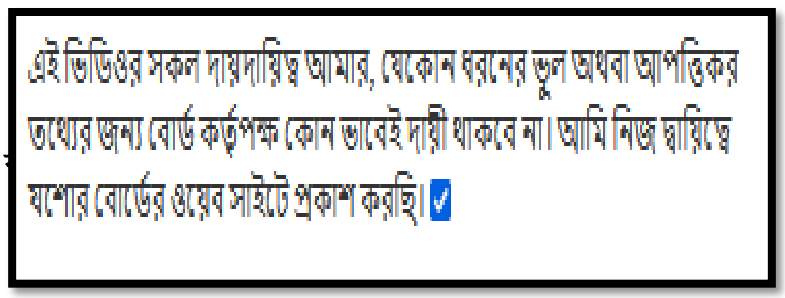

১। www.youtube.com-এ ভিজিট করুন।
২। এরপর যে ভিডিওটি যশোর বোর্ডের ক্লাসরুমে প্রদর্শন করবেন সেই ভিডিওটি প্লে করুন।
৩। এরপর ভিডিওটির উপর মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে পপআপ মেন্যু থেকে "Copy Embed Code"-এ ক্লিক করুন
৪। এবার কপি করা Embed Code "Youtube Video Embed Code" ঘরে পেস্ট করুন।

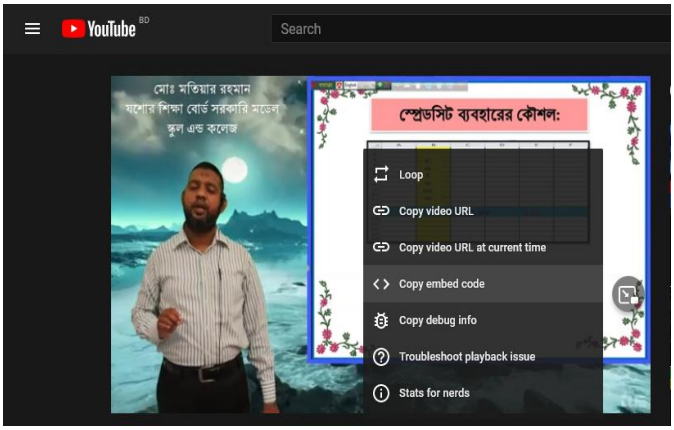

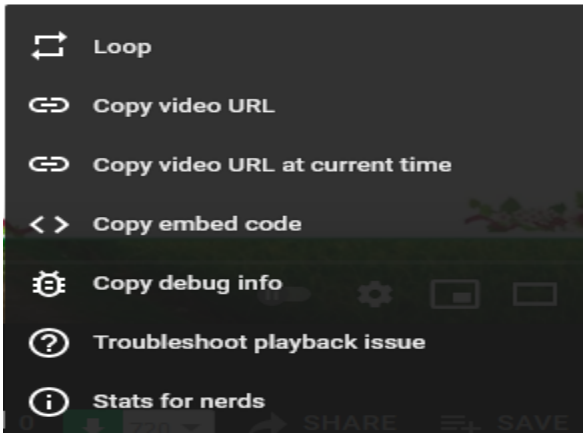

কীভাবে "Google Drive Link" পাবেন ?

১। প্রথমে যে-কোনো ব্রাউজারে আপনার গুগল মেইল (gmail) অ্যাকাউন্ট লগইন করুন।
২। এরপর drive.google.com-এ ভিজিট করুন।
৩। এরপর মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে পপআপ মেন্যু থেকে "Upload Files" এ ক্লিক করুন এবং আপনার ভিডিও ক্লাস ফাইল নির্বাচন করুন।
৪। ফাইল আপলোড সম্পূর্ণ হলে ফাইলের নামের উপর মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে পপআপ মেন্যু থেকে "Get Shareable Link"-এ ক্লিক করুন।
৫। "Restricted" বাটনে ক্লিক করে "Anyone with the link" নির্বাচন করুন।
৬। "Copy Link" বাটনে ক্লিক করে লিঙ্ক কপি করুন এরপর "Done" বাটনে ক্লিক করুন।
৭। এবার কপি করা লিঙ্ক "Google Drive Link" ঘরে পেস্ট করুন।

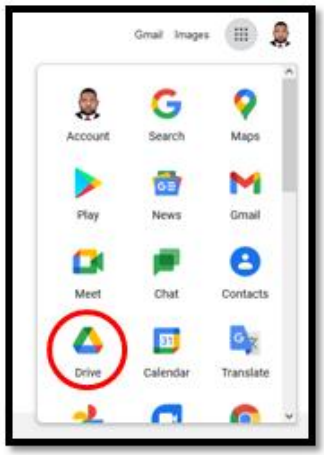

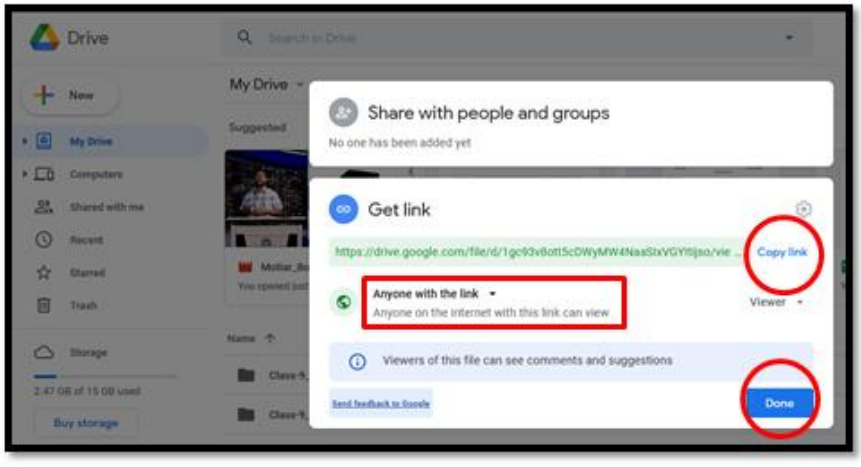

২। আপলোডকৃত ভিডিওটির উপর ডাবল ক্লিক করে ভিডিওটি চালু/ run করতে হবে।

৩। Facebook এর উপরের Address Bar এর URL কপি করতে Facebook Video Link-এ Paste করতে হবে।

অথবা

Facebook চালু/open করা ভিডিও ডান কোনায় তিনটি ডটচিহ্ন থাকে (•••) সেখানে মাউসের ডান বাটন ক্লিক করলে একটি ডায়লগ বক্স আসবে সেখান থেকে Copy link-এ ক্লিক করে Facebook Video Link এ Paste করতে হবে।

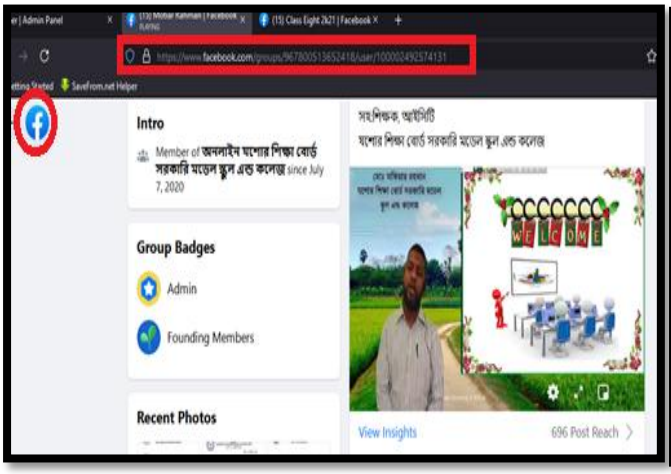

৭। আপলোডকৃত ভিডিও দেখা Edit করা অথবা Delete করার জন্য ডান পাশের পপ-আপ মেনু থেকে Video Class এ ক্লিক করে View Video Class এ ক্লিক করলে আপলোডকৃত ভিডিওগুলো দেখা যাবে এই ভিডিওগুলো Edit করতে ভিডিও ক্লাসের ডান পাশের Action বাটনে ক্লিক করে Edit অথবা Delete করা যাবে।

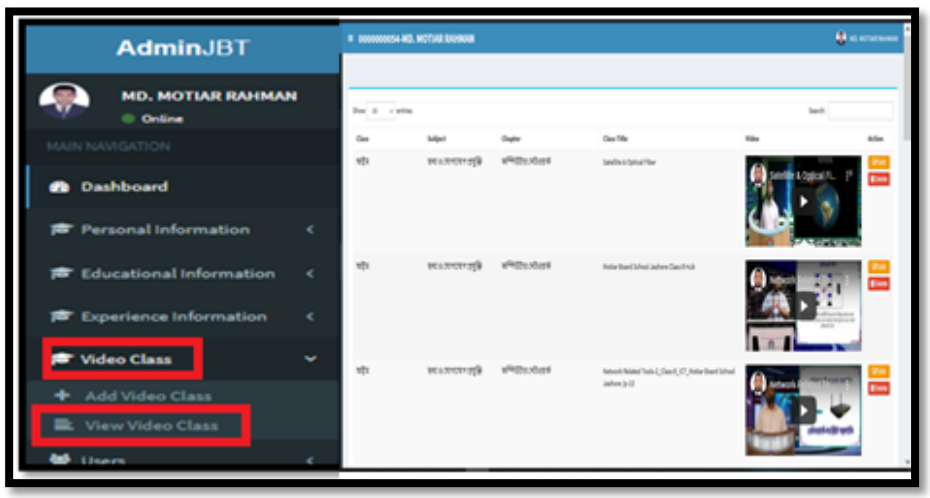

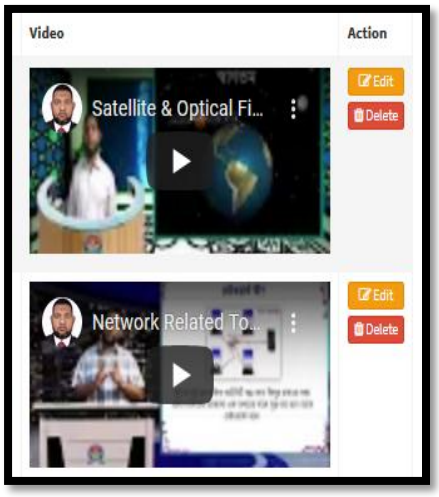

বাস্তবায়নের কারণ

- করোনা মহামারির কারণে সারাদেশে স্কুল-কলেজে বন্ধ থাকায় পাঠদান বন্ধ হয়ে যায়।
- শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে
- ছাত্র-শিক্ষকের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।
- বোর্ড চেয়ারম্যান মহোদয়ের পরিচালনায় Streamyard (Live Streaming এর মাধ্যমে একজন শিক্ষকের সাথে একাধিক ছাত্রদেরকে অনলাইনে যুক্ত ক্লাস পরিচালনা করা হয় এবং তা সংরক্ষণ করা হয়।

বর্তমান সেবার সুবিধাসমূহ

- একই বিষয়ে/অধ্যায়ে বিভিন্ন শিক্ষকের ক্লাস দেখার সুবিধা
- ভিডিওক্লাসের ব্যবস্থা, একটি ক্লাস শিক্ষার্থী যতবার ইচ্ছা দেখতে পারবে, বিষয়বস্তু বোধগম্য হবে।
- শ্রেণিকিক্ষে না এসে পাঠদান অব্যাহত রয়েছে
- শ্রেণিকিক্ষকে শিক্ষার্থীদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে
- পাঠদানকে আকর্ষণীয় করা হয়েছে
- মহামারির ভেতরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যেভাবে পাঠদান অব্যাহত রেখেছে, সে প্রক্রিয়ায় পাঠদান অব্যাহত রাখা
- শিক্ষাচর্চা অব্যাহত রাখা
- শিক্ষাব্যবস্থার আন্তর্জাতিক মান ধরে রাখা।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার পরও এ পদ্ধতি চালু থাকবে বিধায় যথারীতি সুবিধা ফলে কোচিং এর প্রয়োজন হবে না।

৫. অনলাইনে নাম ও বয়স সংশোধন আবেদন গ্রহণ, নিষ্পত্তি করা ও নতুন সনদের পিডিএফ কপি প্রেরণ

নাম ও বয়স সংশোধনের আবেদন অনলাইনে গ্রহণ করে ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করে সংশোধিত সনদের পিডিএফ কপি অনলাইনে প্রেরণ করার পদ্ধতিই হচেছ অনলাইন নাম ও বয়স সংশোধন সেবা।

২০১৫ সালে সচিব পদে যোগদান করে বর্তমান চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোল্লা আমীর হোসেন এটি উদ্ভাবন করেন। পরে এটি মন্ত্রীপরিষদ বিভাগে ইনোভেশন সভায় শোকেসিং করা হয় ও সকল বোর্ডে পাইলটিং-এর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তখন থেকে সকল বোর্ডে সেবাটি চালু করা হয়। ২০২০ সালে সেবাটি আরও সহজীকরণ করা হয়।

ব্যবহারবিধি
যশোর বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে হোম পেইজের Our Services তালিকা হতে **বাম পাশের নাম ও বয়স সংশোধন বাটনে ক্লিক করে শিক্ষার্থীরা ঘরে বসেই আবেদন করতে পারছে। পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে সব মূল ডকুমেন্ট যেমন- ১. প্রতিষ্ঠানপ্রধানের প্রত্যয়নপত্র ২. জন্মসনদ ৩. জাতীয় পরিচয়পত্র (নিজ/পিতা/মাতা যেটা প্রয়োজন ৪. এফিডেভিট ৫. অন্যান্য ৬. প্রাইমারি স্কুল পাশের সনদ ইত্যাদি স্ক্যান করে অনলাইনে আবেদনের** সাথে **যুক্ত করতে হবে।**

অনলাইনে আবেদন করার সময় Exam, Passing Year, Roll, Reg. No, Center Name & Code সংবলিত তথ্য ইনপুট দিয়ে Find বাটনে ক্লিক করলে আবেদনকারীর পূর্বের পাশের সব তথ্য ফরমে ভেসে উঠবে। যেসব তথ্য পরিবর্তন করতে চাচ্ছে ডানপার্শ্বে ফাঁকা টেক্সটবক্সে সেসব তথ্য দিয়ে এভাবে অন্যান্য তথ্য অ্যাকাডেমিক শাখা কর্তৃক নির্ধারিত পূরণ করে সাবমিট বাটনে ক্লিক করলে আবেদনটি নিষ্পন্ন হবে। এবং আবেদনের একটি আইডি নম্বর ও পাসওয়ার্ড আবেদনকারীর মোবাইলে এসএমএস চলে যাবে। এই আইডি নম্বর ও পাসওয়ার্ড দ্বারা পরবর্তীকালে আবেদন সংশোধন করা যায়।

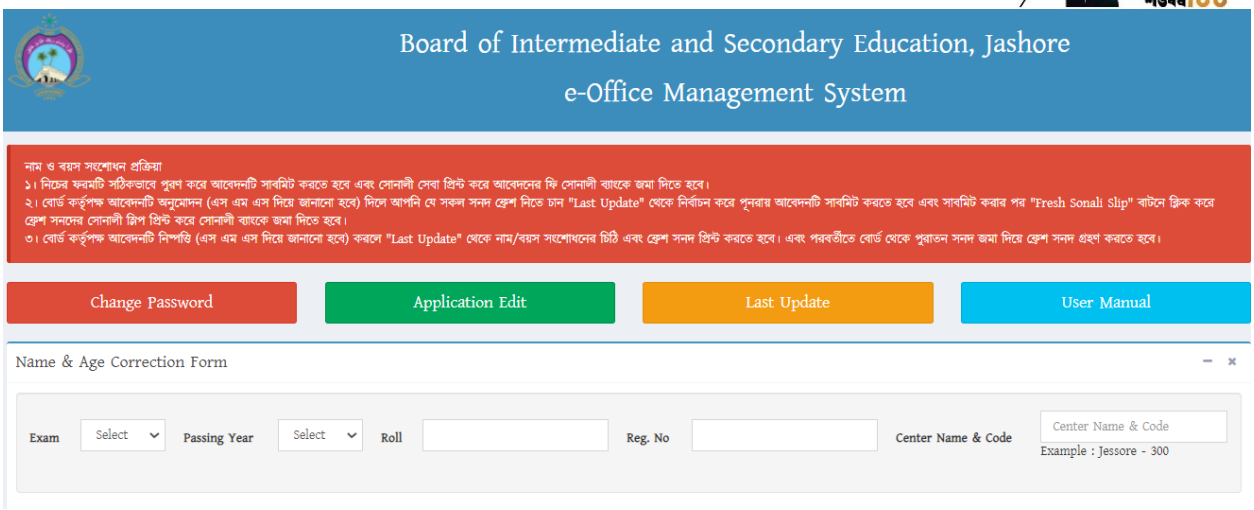

সকল তথ্য পূরণ করে আবেদনটি সাবমিট করলে অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে একাডেমিক শাখার নাম সংশোধনের ফিস অথবা বয়স সংশোধনের ফিস অনলাইনে পরিশোধ করে। ই-ফাইলে আবেদনটি নিষ্পত্তি ঘটে এবং আবেদনকারীর মোবাইলে তার আবেদনটি নিষ্পত্তি হয়েছে মর্মে এসএমএস যাবে। আবেদনকারী পুনরায় আবেদনের আইডি নম্বর ও পাসওয়াড দিয়ে লগইন করে Last Update এ প্রবেশ করবে, প্রবেশ করার পর চাহিদা অনুযায়ী, সে কী কী ফ্রেস কপি উত্তোলন করতে চায় সেটির বিপরীতে Yes/No চেক বক্সে টিক চিহ্ন দিয়ে নির্বাচন করলে ডকুমেন্ট শাখার প্রতি ডকুমেন্ট উত্তোলনবাবদ নির্ধারিত ফির রশিদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিস্টেমে প্রদর্শন করবে এবং পূনরায় অনলাইন পেমেন্ট অপশনে গিয়ে ফিস প্রদান করলে এবার ডকুমেন্ট শাখার ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে বাদবাকী কাজ সম্পন্ন হবে। ডকুমেন্ট শাখার দায়িত্বরত কর্মকর্তা আবেদনটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করলে সংশোধন অনুযায়ী সনদ ইস্যু করে তার স্ক্যান কপি পিডিএফ ফরমেটে আইডি নম্বরের বিপরীতে অনলাইনে আপলোড করা হয়। এভাবে সংশোধিত সনদ/ডকুমেন্টস শিক্ষার্থীরা ঘরে বসে ডাউনলোড করে প্রিন্ট দিয়ে জরুরি কাজ সমাধা করতে পারছে।

সেবাটি বাস্তবায়নের মুল কারণ

- **পূর্বে প্রচুর ভিজিট প্রয়োজন হতো**
- **প্রথমে বোর্ডে এসে ফরম সংগ্রহ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চলে যেতে হতো, সেখান থেকে আবেদন ফরমটি প্রতিষ্ঠানপ্রধান কর্তৃক সত্যায়নপূর্বক একটি প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ করা লাগতো,**
- **ব্যাংকে গিয়ে ব্যাংক ড্রাফট্ সংগ্রহ করতে হতো;**
- **প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, এফিডেভিট, জিডি কপি, পত্রিকার বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদিসহ পুনরায় বোর্ডে এসে আবেদন দাখিল করতে হতো,**
- **দাপ্তরিক কাজের অগ্রগতি জানতে বিভিন্ন সময় বোর্ডে আগমন ও তদবির করতে হতো**
- **মিটিং এ যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলে অভিভাবকসহ সাক্ষাতের জন্য পুনরায় বোর্ডে আগমন,**

- অনুমোদনের পর পত্র ও পুরাতন সনদ নিয়ে আবার আসতে হতো, তা সংশোধন করে ফ্রেস সনদ নিতেও একাধিকবার আসতে হতো, এসব ক্ষেত্রে প্রচুর হয়রানির স্বীকার হতে হতো;
- চূড়ান্তভাবে সেবাটি পেতে ৩০-৪৫ দিন সময় লেগে যেত এবং একাধিক ভিজিট প্রয়োজন হতো, এতে সময়ের অপচয় ও আর্থিক ক্ষতি হতো।

বর্তমান সেবার সুবিধাসমূহ

- শিক্ষার্থী অনলাইনে ঘরে বসে আবেদন করতে পারে।
- শিক্ষার্থী অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে ফি প্রদান করতে পারে।
- আবেদন সাবমিট করার পর মোবাইলে আবেদনের বিপরীতে আইডি নম্বর ও পাসওয়ার্ড চলে যায় ফলে পুনরায় আবেদনটি এডিট করার বা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করার সুযোগ থাকে।
- বোর্ডে ই-ফাইলে আবেদনটির নিষ্পত্তি ঘটে ও এসএমএস নোটিফিকেশন যায়
- আবেদনকারী তা অবহিত হয়ে কী কী ডকুমেন্ট ফ্রেস উত্তোলন করবে তা নির্বাচন করে ফি প্রদানের কার্য অনলাইনে সম্পাদন করবে
- স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশোধিত ডকুমেন্ট আপলোড করা হবে এবং আবেদনকারী বোর্ডে না এসে ডকুমেন্ট ডাউনলোড করে জরুরি কার্য সম্পাদন করতে পারবে।
- কেবলমাত্র পুরাতন ডকুমেন্ট জমা দিয়ে নতুন ডকুমেন্ট উত্তোলনের জন্য ফিজিক্যালি একবার বোর্ডে যাতায়াত করা লাগবে।

৬. অনলাইন ডকুমেন্ট উত্তোলন

ডকুমেন্ট হারিয়ে গেলে বহুসংখ্যক শিক্ষার্থীকে পুনরায় ডকুমেন্ট উত্তোলন করতে বোর্ডে সেবাটি গ্রহণ করতে আসতে হয়। ডকুমেন্টটি ঘরে বসেই আবেদন দাখিলপূর্বক আবেদনের আইডি নম্বর দ্বারা ডকুমেন্ট সার্চ করে আবেদনকারী ডকুমেন্টটি উত্তোলন করতে পারবে।

সেবার পরিচিতি

হারিয়ে যাওয়া ডকুমেন্ট অনলাইনে উত্তোলনের জন্য অনলাইনে আবেদনের প্যানেল করা হয়েছে। স্টুডেন্ট অনলাইনে আবেদন ও ফিস জমা প্রদান করে থাকেন এবং এ সিস্টেম থেকে স্বল্প সময়ের মধ্যে ডকুমেন্ট উত্তোলনের কাজটি নিষ্পন্ন করে আবেদনকারী মোবাইলে এসএমএস নোটিফিকেশন পেয়ে থাকেন।
বর্তমানে সকল ডকুমেন্ট বোর্ডের তত্ত্বাবধানে সার্ভারে অনলাইনে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

বাস্তবায়নের কারণ

সেবাটি পেতে একবার থানায় জিডি, পেপারে বিজ্ঞপ্তি, বোর্ডে এসে ফরম উত্তোলন, প্রতিষ্ঠানপ্রধানের কাছে গমন, পুনরায় বোর্ডে এসে ফরম জমাদান, আবার দ্রুত কাজটি সম্পন্ন করার লক্ষ্যে তদবির অথবা যশোরে হোটেলে রাত্রিযাপন ইত্যাদি হয়রানি প্রতিরোধকল্পে এ সেবাটি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত বিভিন্ন সালে পাশ করা শিক্ষার্থীদের অফিসিয়াল বালাম বই, রেকর্ডপত্র পেপারবেইজড ডকুমেন্টের ছবি বিকৃত হয়ে যাওয়া, ধুলোবালিতে কাগজ নষ্ট হয়ে যাওয়া ইত্যাদি সমস্যা তো রয়েছে।
তাছাড়া, লকডাউন, মহামারি আতঙ্ক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকা ইত্যাদি।

বর্তমান সেবার সুবিধাসমূহ

- স্বশরীরে বোর্ডে আসতে হয় না
- ঘরে বসে ডাকযোগে অথবা গ্রাহক মারফত হাতে হাতে ডকুমেন্ট উত্তোলন করতে পারছে। এতে তাঁর সময়, যাতায়াত ও অর্থের সাশ্রয় হচ্ছে।

৭. অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কার্ড বিতরণ (২০২০ সালের অষ্টম শ্রেণি)

৫ম শ্রেণির সনদ বাংলায় প্রদান করায় সে তথ্যে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি এবং ধারাবাহিকভাবে যাবতীয় তথ্য অষ্টম শ্রেণিতে সন্নিবেশিত হওয়ায় অষ্টম শ্রেণির নিবন্ধন তথ্যে প্রচুর ভুল থাকে। তাছাড়া নোভেল করোনা ভাইরাস কোভিড-১৯ **মহামারির দরুন স্কুল কলেজ** দীর্ঘদিন **বন্ধ থাকায় ২০২০ সালের অষ্টম শ্রেণির নিবন্ধন অনলাইনে প্রদর্শনের জন্য সফটওয়্যার** ডেভেলপ **করা হয়** যাতে **সেবাটি চালু করা** যায়। **ফলে কোভিড-১৯ মহামারির এই দুর্যোগের সময় সকল** প্রতিষ্ঠান**প্রধান বোর্ডে না এসেও** প্রতিষ্ঠানে **বসেই অষ্টম শ্রেণির রেজিস্ট্রেশন কার্ড ডাউনলোড করে নিতে** পেরেছে।

৮. অনলাইনে এসএসসি ২০২১ এর ফরম ফিলআপ (ঘরে বসে লিংকের মাধ্যমে)

অনলাইন এসএসসি ২০২১ ফরমপূরণ সেবাটি যশোর বোর্ড বিগত ৫ এপ্রিল ২০২১ খ্রি. তারিখে হতে চালু করে। বোর্ডের নোটিশ বোর্ডে নোটিশ করে সেবাটির বিস্তারিত নিয়মাবলী শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দেয়া হয়। এখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দারস্থ না হয়ে সরাসরি ঘরে বসে শিক্ষার্থী সেবাটি নিতে পারছে এমনকি পেমেন্টও ঘরে বসে করতে পারছে, যেটি পূর্বে শুধু সামগ্রিকভাবে শিক্ষার্থীর হয়ে প্রতিষ্ঠান পেমেন্ট দিতো। ফরম ফিলআপ সেবাটি সম্পূর্ণ অনলাইনে প্রদান করা হয়।

যদি ফরমপূরণ সেবাটি প্রথম চালু করা হয় ২০১২ সালে। যশোর শিক্ষা বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোল্লা আমীর হোসেন (তৎকালীন সচিব) এটির উদ্বোধন করেন তখন সোনালী সেবার মাধ্যমে ফিস গ্রহণ করা হতো। অনলাইন পেমেন্টের বিষয়টি ছিলা না। বর্তমানে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে সেবাটিকে চালু করা হয়েছে। কোভিড-১৯ এর প্রভাবে লকডাউনের কথা বিবেচনা করে শিক্ষার্থীরা যাতে ঘরে বসে পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে ফিস জমা দিতে পারছে সেভাবে সেবা সহজিকরণ করে সেবাটি শিক্ষার্থীর দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। যশোর শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি ২০২১ এর ফরমপূরণ নতুন এ পদ্ধতিতে প্রথম বাস্তবায়িত করা হয় ২০২১ সালে এপ্রিলে এ উদ্বোধন করেন মাননীয় শিক্ষা সচিব মো: মাহবুব হোসেন।

সুবিধাসমূহ

- সরকার নির্ধারিত ফি সফটওয়্যারে সন্নিবেশিত করায় অতিরিক্ত ফি আদায়ের দীর্ঘদিনের অভিযোগ নিষ্পত্তি ঘটেছে।
- পরীক্ষার্থী বাদ পড়ার সুযোগ বা অভিযোগ নাই।

- শিক্ষার্থী নিজে তার ফরম ফিলআপ করছে এবং নিশ্চিত হতে পারছে।
- প্রোবাবেল তালিকার স্ট্যাটাস পরিদর্শন করে প্রতিষ্ঠান বুঝতে পারে কতজন শিক্ষার্থী ফরম ফিলআপ সম্পন্ন করেছে এবং কতজন বাকি আছে।
- বিভিন্ন পেমেন্ট গেটওয়ে সন্নিবেশিত করা হয়েছে বিশেষ করে মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে ঘরে বসে ফি প্রদানের সুবিধা।

সেবাটি প্রথম চালু করা হয় ২০১২ সালে। চূড়ান্ত নিবন্ধন ডাটাকে ফরম ফিলআপ-এর ডাটাতে রূপান্তরিত করে ফরম ফিলআপ করা হয়। এর জন্য সাব ডোমেইনে/ওয়েবপোর্টাল প্রতিষ্ঠানভিত্তিক যথাসময়ে ডাটা প্রদর্শন করা হয়। অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করে প্রতিষ্ঠান তার ইআইআইএন ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে চূড়ান্ত পরীক্ষার্থীদের প্রোবাবেল তালিকা হতে ফাইনাল সাবমিটের মাধ্যমে অনলাইনে ফরম ফিলআপ-এর কার্য সম্পন্ন করেন।

এসএসসি পরীক্ষা-২০২১-এর ফরমপূরণের নিয়মাবলি

প্রতিষ্ঠান কর্তৃক করণীয়

১. যশোর শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট (www.jessoreboard.gov.bd) ভিজিট করে বামপাশের মেন্যু থেকে "Institute Panel" ক্লিক করে প্রতিষ্ঠানের EIIN ও Passwrod দিয়ে লগইন করতে হবে।

২. এরপর বামপাশের মেনুবার থেকে Probable List (SSC-২০২১) → Probable List(SSC ২০২১) মেনুতে ক্লিক করলে সম্ভাব্য পরীক্ষার্থীর তালিকা প্রদর্শিত হবে।

৩. এরপর প্রদর্শিত সম্ভাব্য পরীক্ষার্থীর তালিকা থেকে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর অভিবাবকের মোবাইল নম্বর ও পরীক্ষার্থীর কাছে ফরম পূরণ ফি বাদে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাওনাদি (সেশন ফি এবং ডিসেম্বর-২০২০ পর্যন্ত বেতন যদি বকেয়া থাকে) এন্ট্রি করে "Update" বাটনে ক্লিক করতে হবে। "Update" বাটনে ক্লিক করলে এন্ট্রিকৃত মোবাইল নম্বরে পরীক্ষার্থীর ফরম পূরণের লিংক, নিবন্ধন নম্বর ও পিন সংবলিত একটি এসএমএম যাবে।

পরীক্ষার্থী কর্তৃক করণীয়

১. পরীক্ষার্থী এসএমএস এর প্রাপ্ত লিংক ভিজিট করে অথবা যশোর শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট (www.jessoreboard.gov.bd) ভিজিট করে বামপাশের মেন্যু থেকে "Formfillup SSC-২০২১" এ ক্লিক করে নিবন্ধন নম্বর ও এসএমএস এ প্রাপ্ত পিন দিয়ে লগইন করতে হবে।

২. পরীক্ষার্থী "পেমেন্ট করুন" বাটনে ক্লিক করে সোনালী ব্যাংকের পেমেন্ট গেটওয়ের (বিকাশ/রকেট/ইউক্যাশ/ ভিসাকাড/মাস্টার কাড/আমেরিকান এক্সপ্রেস কাড/ডিবিবিএল/নেক্সাস কার্ড/সোনালী ব্যাংক একাউন্ট ট্রান্সফার ও

সোনালী ব্যাংক কাউন্টার) মাধ্যমে ফরম পূরণের বোর্ড ফি, কেন্দ্র ফি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফি (সেশন ও বকেয়া বেতন যদি থাকে) পেমেন্ট করবে।

প্রতিষ্ঠান কর্তৃক করণীয়

১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান Institute Panel থেকে "Payment" বাটনে ক্লিক করে ফরম পূরণের বোর্ডের ফি (যে সকল শিক্ষার্থীর ফরম পূরণের ফি দিয়েছে) সোনালী ব্যাংকের পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে পেমেন্ট করতে হবে। পেমেন্ট সম্পূর্ণ হলে "Final Submit" বাটনে ক্লিক করে ফরম পূরণ সম্পূর্ণ করতে হবে। প্রয়োজনে একাধিকবার Final Submit করা যাবে।

২. ফরম পূরণ সম্পূর্ণ হলে পরীক্ষার্থীর ফাইনাল তালিকা "Final List (SSC ২০২১)" বাটনে ক্লিক করে প্রিন্ট করে সংরক্ষণ করতে হবে।

৯. অনলাইন তদন্ত (নাম সংশোধন-সংক্রান্ত)

অনলাইন নাম সংশোধনের তদন্ত অনলাইন সেবা পদ্ধতির উদ্ভাবনের ফলে আবেদনকারী/সেবা গ্রহীতার হয়রানি কমবে ও বোর্ডের কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে। নাম সংশোধনের জন্য প্রশাসনিক তদন্ত আর ম্যানুয়ালি করা হবে না। আবেদনের আইডি থেকেই জেলা প্রশাসকের কাছে আইডি ও পাসওয়ার্ডসহ একটি মেসেজ যাবে। জেলা প্রশাসক তদন্ত রিপোর্ট অনলাইনেই দাখিল করবেন। রিপোর্টটি আবেদনকারীর আইডিতে স্থায়ীভাবে থেকে যাবে এবং সে মোতাবেক নিষ্পত্তি হবে। ফলে রিপোর্টটি হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকবে না। রিপোর্টের জন্য পেন্ডিং আইডিগুলোও সহজে চিহ্নিত করা যাবে। কারো অসত্য রিপোর্ট দাখিলেরও কোনো সুযোগ থাকবে না। ফলে খুব সহজভাবেই আবেদনকারী/সেবা গ্রহীতার দ্রুত সেবা পাবেন।

১০. অনলাইনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কমিটি গঠন, অভিভাবক ও শিক্ষক প্রতিনিধি মনোনয়ন

এডহক কমিটির আবেদন করতে সকল প্রতিষ্ঠানপ্রধানকে অভিভাবক প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য জেলা প্রশাসন ও ইউএনও অফিসে এবং শিক্ষক প্রতিনিধির জন্য জেলা শিক্ষা অফিস ও মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে যেতে হয়। এতে প্রচুর সময় ও সাক্ষাতের প্রয়োজন হয়।

সেবার সুবিধাসমূহ

নতুন সফটওয়্যার উদ্ভাবনের মাধ্যমে সেবাটি পেতে, ওই দুই অফিস প্রধানের মোবাইল নম্বর ও মেইল আইডি অনলাইন আবেদন ফরমের নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়ে দিয়ে অনলাইনে পেমেন্টসহ দাখিল করলেই তাদের মোবাইল ও মেইলে অভিভাবক/শিক্ষক প্রতিনিধি মনোনয়ন দেবার লিংক চলে যাবে। সেই লিংকে তারা যথাক্রমে অভিভাবক সদস্য ও শিক্ষক প্রতিনিধির নাম ঠিকানা বসিয়ে সেন্ড করলেই

বোর্ড থেকে সভাপতি দিয়ে কমিটি অনুমোদন করা হবে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে ম্যানেজিং কমিটির পত্র জারি হয়ে যাবে। যার কপি প্রতিষ্ঠানপ্রধান, জেলা প্রশাসক ও ইউএনও এবং জেলা শিক্ষা অফিসার ও মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের লিংকে চলে যাবে। এসব প্রতিনিধির জন্য প্রতিষ্ঠানপ্রধানকে আর অফিসে-অফিসে ধরনা দিতে হবে না। শিক্ষকদের জিম্মি করে ওই সব অফিসের কর্মচারীদের অনৈতিক সুবিধা গ্রহণেরও আর কোনো সুযোগ নেই।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এডহক কমিটির শিক্ষক প্রতিনিধি ও অভিভাবক প্রতিনিধি মনোনয়ন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের করণীয়:

১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যশোর শিক্ষা বোর্ডের সফটওয়ারে এডহক কমিটির আবেদন করার সময় শিক্ষক সদস্য এবং অভিভাবক সদস্য মনোনয়নকারীর (জেলা শিক্ষা অফিসার এবং জেলা প্রশাসক (DC)/উপজেলা নির্বাহী অফিসার (UNO)) মোবাইল নম্বর ও ইমেইল ঠিকানা এন্ট্রি করে আবেদন সাবমিট করবে।

২. আবেদনের ফি পেমেন্ট সম্পন্ন হলে সফটওয়ার থেকে স্বংক্রিয়ভাবে উক্ত মোবাইল নম্বরে আইডি, পাসওয়ার্ড ও লিঙ্ক সংবলিত একটি এসএমএস যাবে।

মনোনয়নকারীর (জেলা শিক্ষা অফিসার এবং জেলা প্রশাসক (DC)/উপজেলা নির্বাহী অফিসার (UNO) করণীয়:

১. মনোনয়নকারী এসএমএস-এ প্রাপ্ত লিঙ্ক (www.jessoreboard.gov.bd/member) এ ভিজিট করবেন।

২. এরপর এসএমএস এ প্রাপ্ত আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করবেন।

৩. লগইন করার পর ছকে কমিটির শিক্ষক প্রতিনিধি বা অভিভাবক প্রতিনিধির তথ্য এন্ট্রি করে “Submit” বাটনে ক্লিক করে তথ্য সাবমিট করবেন।

১১. অনলাইন স্টুডেন্ট প্রোফাইল তৈরি

অনলাইন স্টুডেন্ট প্রোফাইল তৈরি মুজিববর্ষে অক্টোবর ২০২০ হতে সেবাটির কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। ৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সকল স্টুডেন্টদের স্টুডেন্ট আইডি নম্বরের বিপরীতে প্রত্যেকের একটি করে প্রোফাইল তৈরি করা যাবে । এটি একটি ওয়েবভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন হওয়ায় এখানে স্টুডেন্টদের ব্যক্তিগত তথ্য, ঠিকানা, যোগাযোগের তথ্য, শিক্ষার্থীর সারাজীবনের শিক্ষা-সম্পর্কিত তথ্য, সকল অর্জন, নির্দিষ্ট আইডি নম্বর ও পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে আজীবন সংরক্ষণ, এডিট, আপডেট করতে পারবে। পরবর্তী সকল তথ্য, সনদ ও অন্যান্য অর্জনগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টুডেন্ট তার জন্য বরাদ্ধকৃত আইডি নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আজীবন ব্যবহার করতে পারবে। এটি সুপার বায়োডাটা হিসেবে পরবর্তীকালে সকল কাজে ব্যবহার করা যাবে। ভর্তি অথবা চাকরি কোথাও অনলাইনে আবেদন করতে গেলে স্টুডেন্ট প্রোফাইল থেকে স্টুডেন্ট আইডি নম্বর দিয়ে সংরক্ষিত তথ্য সাবমিট করা যাবে। সনদ বহন করা লাগবে না। সনদ হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকবে না। বিভিন্ন সময়ের সহপাঠীদের সহজেই খুঁজে পেয়ে অনলাইনে যুক্ত হতে পারবে।

Online Student Profile Manual

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের করণীয়:

১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যশোর শিক্ষা বোর্ডের Institute Panel (institute.jessoreboard.gov.bd) ভিজিট করবে অথবা যশোর শিক্ষা

বোর্ডের ওয়েব সাইট (www.jessoreboard.gov.bd) ভিজিট করে বামপাশের মেনু থেকে “Institute Panel” বাটনে ক্লিক করবে।

২. এরপর Institute Panel এর লগইন পেজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের EIIN ও Password দিয়ে লগইন করবে।

৩. লগইন করার পর বামপাশের মেনুবার থেকে Student Profile মেনুতে ক্লিক করলে লগইনকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল ছাত্র-ছাত্রীর তালিকা পাওয়া যাবে।

৪. উক্ত ছাত্র-ছাত্রীর তালিকার ডানপাশে ছাত্র-ছাত্রী/অভিভাবকের ১১ ডিজিটের মোবাইল নম্বর এন্ট্রি করে “Save Moble” বাটনে ক্লিক করে মোবাইল নম্বর সেভ করবেন এবং “Send SMS” বাটনে ক্লিক করে ছাত্র/ছাত্রীকে পাসওয়ার্ড সংবলিত এসএমএস (এসএমএস স্বংক্রিয়ভাবে যাবে) প্রদান করবেন।

ছাত্র-ছাত্রীর করণীয়:

১.ছাত্র-ছাত্রী এসএমএস-এ প্রাপ্ত লিঙ্কে ভিজিট করে অথবা যশোর শিক্ষার বোর্ডের ওয়েব সাইট (www.jessoreboard.gov.bd) ভিজিট করে বামপাশের মেনু থেকে “Student Profile” বাটনে ক্লিক করবে।

২. এসএমএস-এ প্রাপ্ত Stdent ID ও PIN দিয়ে Student Profile এ লগইন করবে।

৩. লগইন করার পর ছাত্র-ছাত্রীকে নতুন করে একটি Password তৈরি করে নিতে হবে (শুধুমাত্র প্রথমবার লগইন এর ক্ষেত্রে)

৪. লগইন করার পর ছাত্র-ছাত্রী বামপাশের মেনুবার থেকে “My Profile” বাটনে ক্লিক করে তার সকল তথ্য দেখতে পারবে। এবং “Update My Profile From Jashore Board Data” বাটনে ক্লিক করে যশোর শিক্ষা বোর্ডের তথ্য থেকে ছাত্র-ছাত্রীর তথ্য (যেগুলো যশোর শিক্ষার বোর্ডের সার্ভারে আছে) আপডেট করতে

পারবে এবং “Update Public Result” বাটনে ক্লিক করে ছাত্র-ছাত্রীর JSC, SSC ও HSC পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল আপডেট করতে পারবে।

৫. এরপর বামপাশের মেনুবার ব্যবহার করে ছাত্র-ছাত্রী তার অন্যান্য তথ্যসমূহ আপডেট করবে।

৬. ছাত্র-ছাত্রী অন্য কারও সাথে তার প্রোফাইল শেয়ার করতে চাইলে বামপাশের মেন্যুবার থেকে “Share Profile Link” মেনুতে ক্লিক করে “Add New” বাটনে ক্লিক করে একটি লিঙ্ক তৈরি করে শেয়ার করতে পারবে।

মুজিববর্ষে বাস্তবায়নাধীন উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ

১. পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুতের লক্ষ্যে পরীক্ষা কেন্দ্র হতে ওএমআর শিট স্ক্যান করে অনলাইনে ইমেজ সংগ্রহ ও ডাটা এক্সট্রাকটিং এবং নতুন রেজাল্ট প্রসেসিং সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট

১.১ পরীক্ষাকেন্দ্র হতে ওএমআর শিট স্ক্যান করে ইমেজ সংগ্রহ ও ডাটা এক্সট্রাকটিং সিস্টেম

পরীক্ষা গ্রহণের পর সবচেয়ে বড়ো কর্মযজ্ঞ হচ্ছে কেন্দ্র হতে ওএমআর শিট, হাজিরাপত্র ইত্যাদি বোর্ডে প্রেরণ করা। পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকের অংশও একইভাবে বোর্ডে প্রেরণ করা। কেন্দ্র থেকে OMR শিট অবজেকটিভ (এম-টাইপ), রোল-রেজি. অংশ (ই-টাইপ) এবং প্রধান পরীক্ষকদের কাছ থেকে জমাকৃত পরীক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরের অংশ (এইচ-টাইপ) একটি বিশেষ ধরনের মেশিনে স্ক্যান করে প্রতিটি শিটের কালার ইমেজ অনলাইনে বোর্ডের সার্ভারে প্রেরণ করে ইমেজ থেকে ডাটা এক্সট্রাকটিং করে সহজে অল্প সময়ে ফলাফল প্রস্তুত করা সম্ভব হবে। সেবা সম্পর্কিত সকল প্রস্তুতি মুজিববর্ষে গ্রহণ করা হয়েছে।

বশিষে ধরনরে OMR সকযানার

সেবার পরিচিতি

মুজিববর্ষের জুলাই ২০২০ হতে এর সার্বিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং আনুষঙ্গিক কার্যক্রমের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।

ক) কেন্দ্র ও প্রধান পরীক্ষকদের নিকট থেকে OMR শিট (তিন প্রকারের শিট যেমন- ই-টাইপ, এইচ-টাইপ ও এম-টাইপ যথাক্রমে টপ পোরসান, মিডেল পোরসান ও অবজেকটিভ) স্ক্যান করে একই সাথে ইমেজ ও এক্সট্রাকটেড ডাটা বোর্ডের সার্ভারে প্রেরণ।

খ) পরীক্ষার রুটিন অনুযায়ী যে দিন যে পরীক্ষা সংগঠিত হবে সেদিন সে পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর উপস্থিতি, অনুপস্থিতি, বহিঃষ্কার তালিকা, কেন্দ্রে অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা যাবতীয় তথ্য কেন্দ্রসচিব একজন আইসিটি শিক্ষকের সহায়তায় সফটওয়্যারের নির্ধারিত প্যানেলে ইনপুট করে বিষয়ভিত্তিক শিট স্ক্যান শুরু করবেন। পরীক্ষা সমাপ্তির সাথে সাথে কেন্দ্রে উপস্থিত ভিজিল্যান্স টিম/ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে দ্রুততম সময়ে অবজেকটিভ শিট স্ক্যান করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন। স্ক্যান শেষ হলে শিটের ইমেজ কেন্দ্রের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বোর্ডের সার্ভারে প্রেরণ করবেন। এতে শুরু থেকেই সঠিক পরিসংখ্যান বজায় রেখে কাজটি করা হবে।

গ) পরীক্ষার পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে OMR Sheet Scan করে পাঠাতে হবে বিধায় পরীক্ষার পর OMR Sheet এর বৃত্ত ম্যানিপুলেটের যে অভিযোগ কোনো কোনো কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রয়েছে তা আর থাকবে না।

ঘ) বারবার বোর্ডে আসতে হচ্ছে না ফলে যাতায়াতের সময় ও খরচ সাশ্রয় হবে। ডাকযোগে শিট প্রেরণ ও হাতে হাতে প্রেরণ উভয়টির লাঘব ঘটবে। স্বল্প সময়ে পরীক্ষার ফল প্রকাশ সম্ভব হবে।

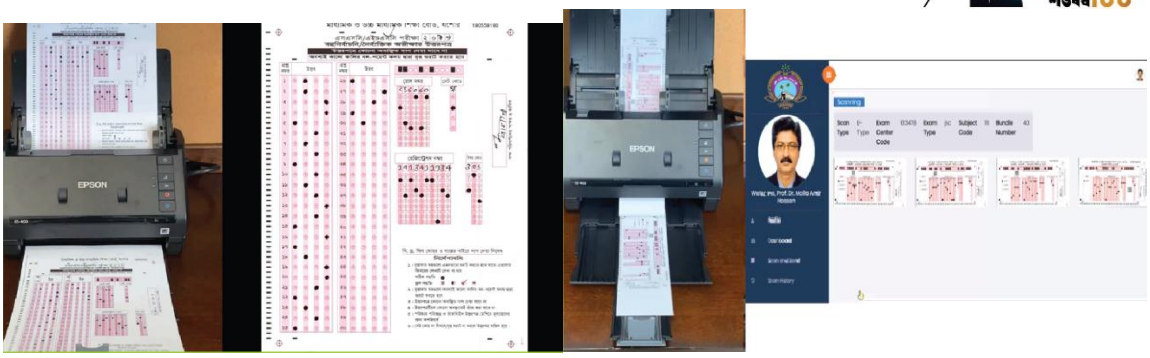

বাস্তবায়নের কারণ

- পরীক্ষার রুটিনভিত্তিক কেন্দ্রসচিব কর্তৃক কেন্দ্র হতে মনোনীত প্রতিনিধির মাধ্যমে অথবা ডাকযোগে ওএমআর শিট বোর্ডের কম্পিউটার কেন্দ্রে প্রেরণ;
- কেন্দ্র প্রেরণের পূর্বে সকল উত্তরপত্র দুইশত করে প্যাকেটজাত করে নীল রঙয়ের কাপড়ে (যশোর বোর্ডের জন্য নীল রঙ) মুড়িয়ে প্রস্তুত করতে অনেক সময়সাপেক্ষ;
- এমসিকিউ ওএমআর শিটে ম্যানুপুলেট করার অভিযোগ পাওয়া যায় অনেক কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ;
- হাতে হাতে জমা দিতে এসে ঝড়বৃষ্টির কবলে পড়ে পানিতে ভিজে ছিঁড়ে গিয়ে অনেক ওএমআর শিট স্ক্যান অনুপযোগী হয়;
- শিট ভুল ঠিকানায় চলে যাওয়ার, হারিয়ে যাবার ঘটনা ঘটে।
- সঠিক সংখ্যার গরমিল হওয়ায় সুষ্ঠুভাবে ফলাফল প্রস্তুতে ব্যাঘাত ঘটে;
- **দশটি জেলা থেকে ওএমআর শিট সংগ্রহ করা সময়সাপেক্ষ**
- **বিদ্যমান ওএমআর স্ক্যানিং মেশিন ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল**
- বোর্ডের নিয়মিত জনবল কম থাকায় ওএমআর শিট দৈনিক হাজিরার জনবল দ্বারা উন্মোচন ও সর্টিং করা হয়

- যে প্রক্রিয়ায় ওএমআর শিট স্ক্যান ও ডাটা এক্সট্রাকটিং করে ফলাফল প্রস্তুতের লক্ষ্যে ডাটা প্রাক-প্রক্রিয়াজাতকরণ ও গরমিল সংশোধন করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় অধিক জনবল প্রয়োজন হয়
- এ প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল;
- এ প্রক্রিয়াটি সময়সাপেক্ষ ;
- বিদ্যমান ওএমআর স্ক্যানার এর যন্ত্রাংশ সহজ প্রাপ্য নয়; এর বাজার মূল্যও অনেক বেশি;

বর্তমান সেবার সুবিধাসমূহ

- **অনলাইনে ওএমআর শিটের ইমেজ আকারে ডাটা সংগ্রহ**
- **পরীক্ষার রুটিন অনুযায়ী ডাটাসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংরক্ষণ**
- বারংবার বোর্ডে আসতে হচ্ছে না ফলে যাতায়াতের সময় ও খরচ সাশ্রয় হবে। ডাকযোগে শিট প্রেরণ ও হাতে হাতে প্রেরণ উভয়টির লাঘব ঘটবে।

- স্বল্প সময়ে ডাটা প্রসেস হবে এবং রেজাল্ট অটোজেনারেট হয়ে যাবে।
- পরীক্ষার পর OMR Sheet-এর বৃত্ত পূরণের যে অভিযোগ রয়েছে তা আর থাকবে না।

চ্যালেঞ্জসমূহ

- স্ক্যানার মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ
- সফটওয়ার পরিচালনায় শিক্ষক ও কর্মচারীদের দক্ষ ও প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলা
- নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ
- শক্তিশালী ব্যান্ডউইথ সমৃদ্ধ ইন্টারনেট সেবা
- নতুন উদ্ভাবন সম্পর্কে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং জনপ্রতিনিধিদের সচেতনতা সৃষ্টি।

চ্যালেঞ্জ নিরসনে গৃহীত কৌশল/ব্যবস্থাসমূহ

- **পরীক্ষাকেন্দ্রে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কন্ট্রোল রুমের ব্যবস্থা ও দক্ষ টেকনিশিয়ান নিয়োগ**
- **কেন্দ্রসচিব এবং শিক্ষক কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান**

- স্থানীয় প্রশাসন, জেলা প্রশাসন ও বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা গ্রহণ এবং প্রত্যেক পরীক্ষা কেন্দ্রে জেনারেটরের ব্যবস্থা করা
- বিটিসিএল এবং স্থানীয় ইন্টারনেট সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা গ্রহণ
- **বোর্ডের অধীন সকল জেলায়** প্রয়োজনীয় সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।
- সকল পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষার রুটিন অনুযায়ী সার্বক্ষণিক মাস্টার ট্রেইনারদের দ্বারা তদারকির ব্যবস্থা করা।
- অতিরিক্ত সতর্কতা হিসেবে দুই-তিনটি পাবলিক পরীক্ষায় নতুন সিস্টেমের সাথে পুরাতন সিস্টেমও চালু রাখা।

১.২ নতুন রেজাল্ট প্রসেসিং সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট

ফলাফল প্রস্তুতির ক্ষেত্রে লক্ষ ডাটা নিয়ে কাজ করতে হয় । যেখানে একজন ফল প্রার্থীর ডাটাও শতভাগ গুরুত্বপূর্ণ। তাই সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সন্নিবেশিত করে যশোর শিক্ষা বোর্ডের পাবলিক পরীক্ষাসমূহের ফলাফল প্রস্তুত করা এই সিস্টেমের মূল উদ্দেশ্য।

চলমান সমস্যা

- ১৯৯৪-৯৫ সাল হতে ৩২ বিট অপারেটিং সিস্টেমে পুরাতন ডাটাবেইজ ডিবেইজ ৪.০ ও ক্লিপার প্রোগ্রামিং-এর মাধ্যমে অন্যান্য বোর্ডের ন্যায় যশোর শিক্ষা বোর্ডও ফলাফল প্রস্তুত করে আসছে। কিন্তু বর্তমান হাই স্পিড কম্পিউটার চলে আসায় পুরনো সফটওয়ার ও হার্ডওয়্যার দ্বারা ফলাফল প্রস্তুতির কাজ দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

- বিদ্যমান পদ্ধতিতে কেন্দ্র থেকে ওএমআর শিট কালেকশন সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল, তাছাড়া অনেক শিট হারিয়ে যায়, নষ্ট হয়।

- ওএমআর মেশিন ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

সেবার পরিচিতি

কেন্দ্র থেকে অনলাইনে প্রাপ্ত ই-টাইপ, এম-টাইপ ও এইচ-টাইপ ওএমআর শিট-এর স্ক্যান করা ইমেজকে ডাটাতে রূপান্তর করে অনলাইনে/অফলাইনে বোর্ডের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা নীতিমালা অনুযায়ী ফলাফল প্রস্তুতের ডাটা প্রসেস করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা যাবে। তারই ধারাবাহিকতায় পুনঃনিরীক্ষার ফল, বৃত্তির ফল প্রকাশ করা যাবে। এতে কাজ সুষ্ঠু, সুন্দর ও সুচারু হবে, স্বচ্ছ ফলাফল ও জবাবদিহিমূলক কাজের পরিবেশ তৈরি হবে, পথে-ঘাটে শিট হারিয়ে যাবে না।

সুবিধাসমূহ

- নির্ভুলভাবে ফলাফল প্রস্তুতের কাজ সম্পন্ন করা
- স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে ফলাফল দেওয়া
- কম সময়ে কম জনবল সম্পৃক্ত করে ফলাফল প্রস্তুত করা।

২. বোর্ডের প্যানেলে শিক্ষার্থীদের বায়োমেট্রিক অ্যাটেনডেন্স

বায়োমেট্রিক এটেনডেন্স/হাজিরা সিস্টেম শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতি হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে যশোর শিক্ষা বোর্ড উদ্ভাবন করেছে অনলাইন বায়োমেট্রিক হাজিরা সফটওয়্যার। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন ক্লাসে প্রবেশ করে বায়োমেট্রিক হাজিরা দিবে যা অনলাইনে বোর্ডেরওয়েবসাইটে নির্দিষ্ট প্যানেলে শিক্ষার্থীর আইডিতে জমা হবে।

উদ্দেশ্য

এ পদ্ধতিটি শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের ক্লাসে উপস্থিতি নিশ্চিত করবে।

পদ্ধতি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শিক্ষার্থীর আঙ্গুলের ছাপ মেশিনে পূর্ব থেকে ইন্টিগ্রেট করবেন যাতে মেশিনে ঐ শিক্ষার্থীর তথ্য সংরক্ষিত থাকে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত বায়োমেট্রিক মেশিনে নিয়মানুযায়ী আঙ্গুলের ছাপ প্রদানের মাধ্যমে অনলাইনে হাজিরা নিশ্চিত করবে।

সুবিধা

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাব-ডোমেইনের মাধ্যমে শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবপোর্টাল হতে জেলাভিত্তিক/কেন্দ্রভিত্তিক/প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রতিদিনকার হাজিরা অনলাইনে মনিটর করতে পারবে।

সেবার সুবিধাসমূহ অনলাইনে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে এবং যশোর বোর্ডের ওয়েবসাইটে শিক্ষার্থী দৈনিক, মাসিক ও বাৎসরিক হাজিরার পরিসংখ্যান প্রদর্শন করা হবে। বায়োমেট্রিক মেশিনে নিয়মানুযায়ী আঙুলের ছাপ প্রদানের মাধ্যমে অনলাইনে হাজিরা নিশ্চিত করবে। ফলে শ্রেণিকক্ষে হাজিরা খাতা নিয়ে ৫০/১০০/১৫০ জন শিক্ষার্থীর হাজিরা কল করার দীর্ঘ প্রক্রিয়ার অবসান ঘটবে এবং প্রক্সি দেওয়ার প্রবণতা থাকবে না। টেস্ট পরীক্ষার পর ফরম ফিলআপ প্রক্রিয়ায় বায়োমেট্রিক অ্যাটেনডেন্স রিপোর্টের প্রভাব শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষমুখী করবে।

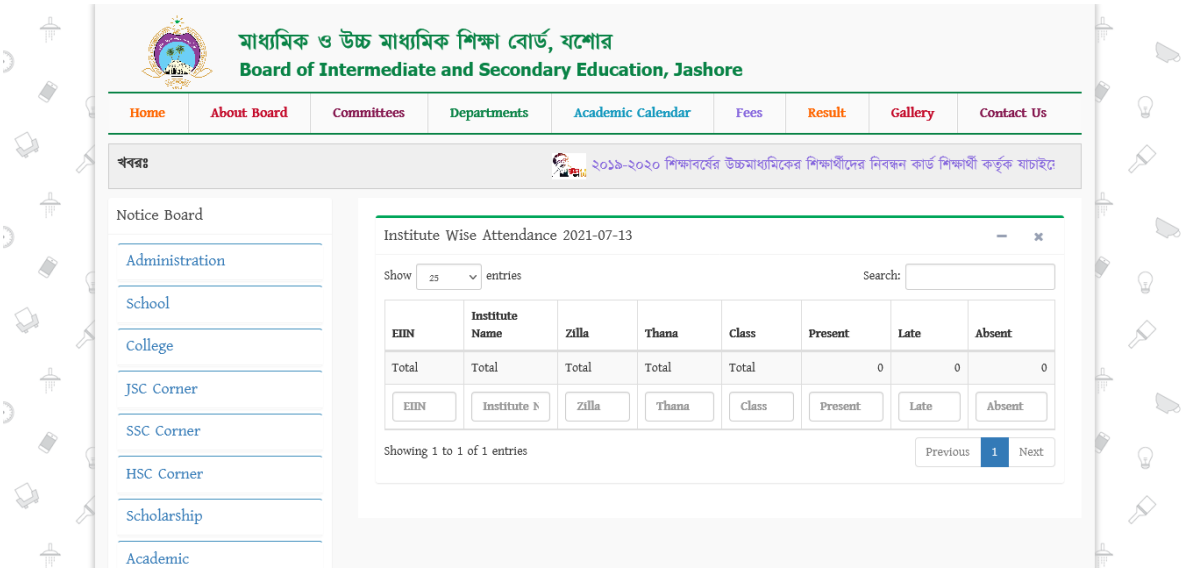

৩. নতুন/পুরাতন ডকুমেন্ট অনলাইন আর্কাইভ করা

ডকুমেন্ট শাখার সকল রেকর্ড প্রচলিত পেপারবেইজড অফিসিয়াল রেকর্ডকে ডিজিটাল ডকুমেন্টে (ইমেজে) রূপান্তরকরণ। ডিজিটাল ডকুমেন্টই বোর্ডের অফিসিয়াল ডকুমেন্ট/ রেকর্ড হিসেবে গণ্য হবে। বালাম বই, রেকর্ড বুক ইত্যাদি পেপারবেইজড ডকুমেন্টকে আর সংরক্ষণ করার প্রয়োজন হবে না। স্বল্পসংখ্যক দক্ষ জনবল দিয়ে এই শাখার বিশাল ডাটাবেজ রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব। এককথায়, বোর্ড আগে শিক্ষার্থীদের ডকুমেন্ট যেভাবে সংরক্ষণ করে তার উপর সংশোধনের কাজ করতো, বর্তমানে তদস্থলে ডিজিটাল ইমেজ আকারে উক্ত ডকুমেন্ট নিজস্ব সার্ভারে অথবা ডাটা সেন্টারে সংরক্ষণ করবে।

বাস্তবায়নের কারণ

যশোর শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠার পর অর্থাৎ ১৯৬৩ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত পাশ করা শিক্ষার্থীর অফিস কপি/রেকর্ড (রেজিস্ট্রেশন কার্ড, এডমিট কার্ড, পাশের টেবুলেশন শিট) ইত্যাদি সকল ডকুমেন্ট হার্ড কপি জরাজীর্ণ অবস্থায় আছে।

উদ্ভাবনের পরবর্তী অবস্থা

পাশকৃত শিক্ষার্থীর ডাটার সত্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কয়েক স্তরের প্যানেল থাকবে। বোর্ডের কর্মকর্তাগণ প্রত্যেক পাশকৃত শিক্ষার্থীর ডাটা যাচাই করে ফাইনাল সাবমিটের মাধ্যমে বোর্ডের সার্ভারে আপলোডের ব্যবস্থা থাকবে। ইউজার ফ্রেন্ডলি সফটওয়্যার ইন্টারফেসের মাধ্যমে স্বল্প সময়ের মধ্যে সার্চ করে শিক্ষার্থীকে আইডেন্টিফাই করে তার ডুপ্লিকেট ডকুমেন্ট উত্তোলনের আবেদনের প্রেক্ষিতে ডুপ্লিকেট ডকুমেন্ট/সনদ দেওয়া সম্ভব হবে। বিভিন্ন সালের নিবন্ধনপত্র, প্রবেশপত্র, টেবুলেশনশিটগুলোকে ডিজিটাল ফরম্যাটে নির্দিষ্ট আইডি দ্বারা দ্রুত খুঁজে বের করা যাবে। ডিজিটাল ডকুমেন্টটি ই-ফাইলিং-এর মাধ্যমে ডাউনলোড করে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও ডকুমেন্ট শাখার কর্মকর্তার অফিসিয়াল সিল দেওয়া ও স্বাক্ষর করার পর পুনরায় স্ক্যান করে তদস্থলে অথবা পূর্বেরটির নিচে আপলোড করার ব্যবস্থা থাকবে।

সুবিধাসমূহ

- তথ্য ব্যবহারের সুবিধা
- পরীক্ষার ফলাফল মূল্যায়ন/গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে
- ডাটা নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ সুবিধা
- অনলাইনে দ্রুত তথ্য প্রাপ্তি, সহজে TCV কমিয়ে সেবা প্রদান

৪. পরীক্ষাকেন্দ্র ব্যবস্থাপনা সিস্টেম

পরীক্ষাকেন্দ্র ব্যবস্থাপনা সিস্টেম পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণ একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই দায়িত্ব পালনে প্রশাসনের একটি বিশাল অংশ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। এ সময় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠানপ্রধান একটি পরীক্ষা পরিচালনা কমিটি গঠন করে থাকেন। বোর্ডের পক্ষ থেকে পুরো প্রক্রিয়াটিকে সহজতর করার লক্ষ্যে পরীক্ষাকেন্দ্র ব্যবস্থাপনাকে অনলাইন কার্যক্রম এর আওতায় এনে সেবাটিকে অধিকতর সহজীকরণ করার পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে।

সেবার পরিচিতি

১. প্রত্যেক পরীক্ষাকেন্দ্রের জন্য স্বতন্ত্র প্যানেল থাকবে। মোবাইলে প্রাপ্ত ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড-এর মাধ্যমে লগইন করতে পারবেন কেন্দ্র সচিব। প্যানেলে পরীক্ষাভিত্তিক পরীক্ষার্থীর তালিকা প্রদর্শিত

হবে। ইআইআইএন/সেশন/বিভাগ/বিষয়/রোল ইত্যাদি তথ্যের ভিত্তিতে সার্চ দিয়ে কাজের সুযোগ পাবেন।

২. কক্ষ নম্বর, কক্ষে বেঞ্চের সংখ্যাসহ প্রয়োজনীয় তথ্য কেন্দ্রসচিব প্রতি পরীক্ষার নির্ধারিত সময়ের পূর্বে আপলোডের প্যানেল থাকবে। বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে তৈরি পরীক্ষার্থীদের রোল নম্বরসহ কক্ষভিত্তিক আসন বিন্যাস, পরীক্ষা পরিচালনা কমিটি প্রস্তুতিমূলক কার্যের পরিসংখ্যান ইত্যাদি কেন্দ্রসচিবের প্যানেলে প্রদর্শিত হবে। সকল ডাটা প্রিন্ট করার সুযোগ থাকবে।

৩. কেন্দ্রসচিবের প্যানেলে কেন্দ্রের পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির তালিকায় মোতাবেক নিযুক্ত সকল পরীক্ষার কক্ষ পরিবেক্ষণ শিক্ষকের তালিকা ছবিসহ প্রদর্শিত হবে। পরীক্ষার রুটিন অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক বাদে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে কক্ষভিত্তিক অন্যান্য বিষয়ের পরিবেক্ষকগণ/ইনভিজিলেটরগণ মোবাইলে নিয়োগপত্রের মেসেজ পাবেন। পরীক্ষা অনুষ্ঠানের দিন পরীক্ষা শুরুর কিছুক্ষণ পূর্বে কোন কক্ষে কে কে দায়িত্ব পালন করবেন সে তথ্য পেয়ে যাবেন। কেন্দ্রের প্রধানও তার প্যানেলে একই তালিকা পেয়ে যাবেন।

৪. কেন্দ্র/কক্ষ/বিষয়/বিভাগভিত্তিক পরীক্ষার্থীর হাজিরা দেবার সুযোগ থাকবে। ডায়নামিক অপশন এর মাধ্যমে সকল পরীক্ষার্থীর উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা যাবে। পরীক্ষার্থীর উপস্থিতি/অনুপস্থিতির পরিসংখ্যান কেন্দ্র/উপজেলা/থানা/জেলাভিত্তিক প্রদর্শিত হবে।

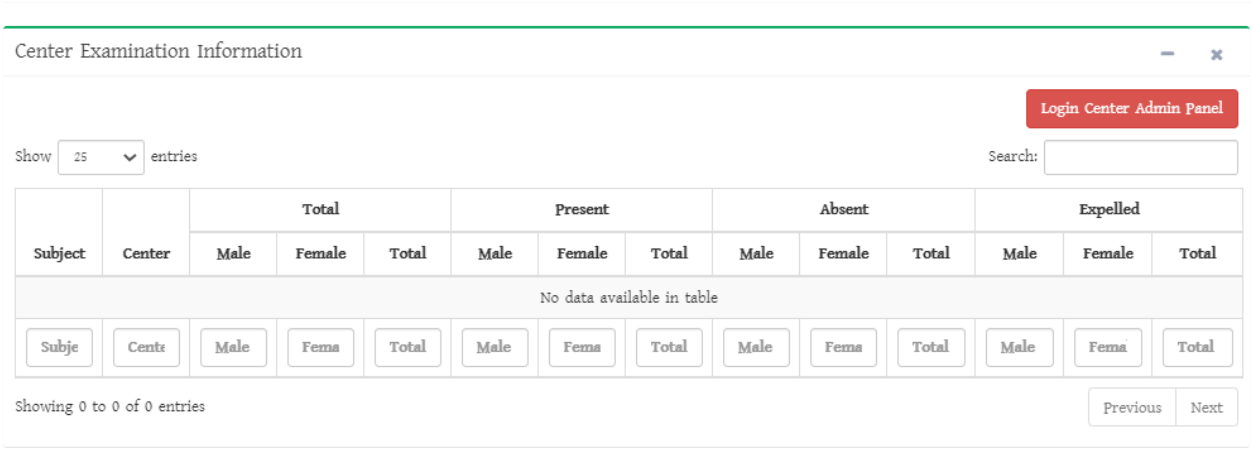

৫. অনলাইন স্টুডেন্ট ডিবেট

ভূমিকা

অনলাইন স্টুডেন্ট ডিবেট মানে হলো অনলাইন প্ল্যাটফর্মে কোনো একটি বিষয়ের উপর পক্ষে-বিপক্ষে শিক্ষার্থীদের বিতর্ক উপস্থাপন। অনলাইন স্টুডেন্ট ডিবেট অনেকটা সনাতনী বিতর্কের নিয়ম অনুসরণ করে। এখানে বিষয়কে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে, কতটা জোরালো যুক্তি, তত্ত্ব, তথ্য উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে সিস্টেমে নম্বর ইনপুট দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই বিতর্কে বিতার্কিকের উচ্চারণ, বাচনভঙ্গি ইত্যাদির উপরও পয়েন্টভিত্তিক নম্বর রয়েছে।

সেবার বিবরণ

যশোর শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের সকল শিক্ষার্থীর ডাটা অনলাইনে প্রোফাইল করা হয়েছে। অনুরূপভাবে এ বোর্ডের আওতায় সকল শিক্ষকের ডাটাবেজ অনলাইন করা রয়েছে। প্রতিষ্ঠান-টু-প্রতিষ্ঠান অনলাইন ডিবেট-এর নোটিশ আহ্বান করা হলে ডিবেটে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক তিন জন করে শিক্ষার্থী স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের হয়ে অনলাইনে আবেদন ফরমপূরন করে সাবমিট করবে। অপরদিকে আগ্রহী শিক্ষকবৃন্দ যারা মডারেটর হতে ইচ্ছুক উনারাও অনুরূপ আবেদন ফরমপূরণ করে সাবমিট করবে। নির্ধারিত তারিখে প্রতিষ্ঠানভেদে গ্রুপভিত্তিক ও বিতর্কের বিষয়ভিত্তিক অংশগ্রহণকারী তার্কিকদের চূড়ান্ত নামের তালিকা ও সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞমডারেটরগণের নামের তালিকা প্রকাশ করা হবে। একসাথে একই সময়ে প্রতিটি গ্রুপের বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হবে। কয়েকটিধাপে পর্বগুলো পরিচালনা শেষে রানার্সআপ ও বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার ও সনদপত্র প্রদান করা হবে। শিক্ষার্থীর অর্জন স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাঁর স্টুডেট প্রোফাইলে আপলোড করা হবে।

■ ভবিষ্যত পরিকল্পনায় উদ্যোগসমূহ

১. **বোর্ডের পরীক্ষা পদ্ধতি অনলাইন পদ্ধতিতে চালু করা**
২. **বোর্ড পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন অনলাইন পদ্ধতিতে চালু করা**